ক্যাম্পবেল ব্ল্যাক

ইন্ডিয়ানা জোনসের অ্যাডভেঞ্চার

রেইডার্স অভ দি লস্ট আর্ক

রূপান্তর

মুনতাসীর মামুন

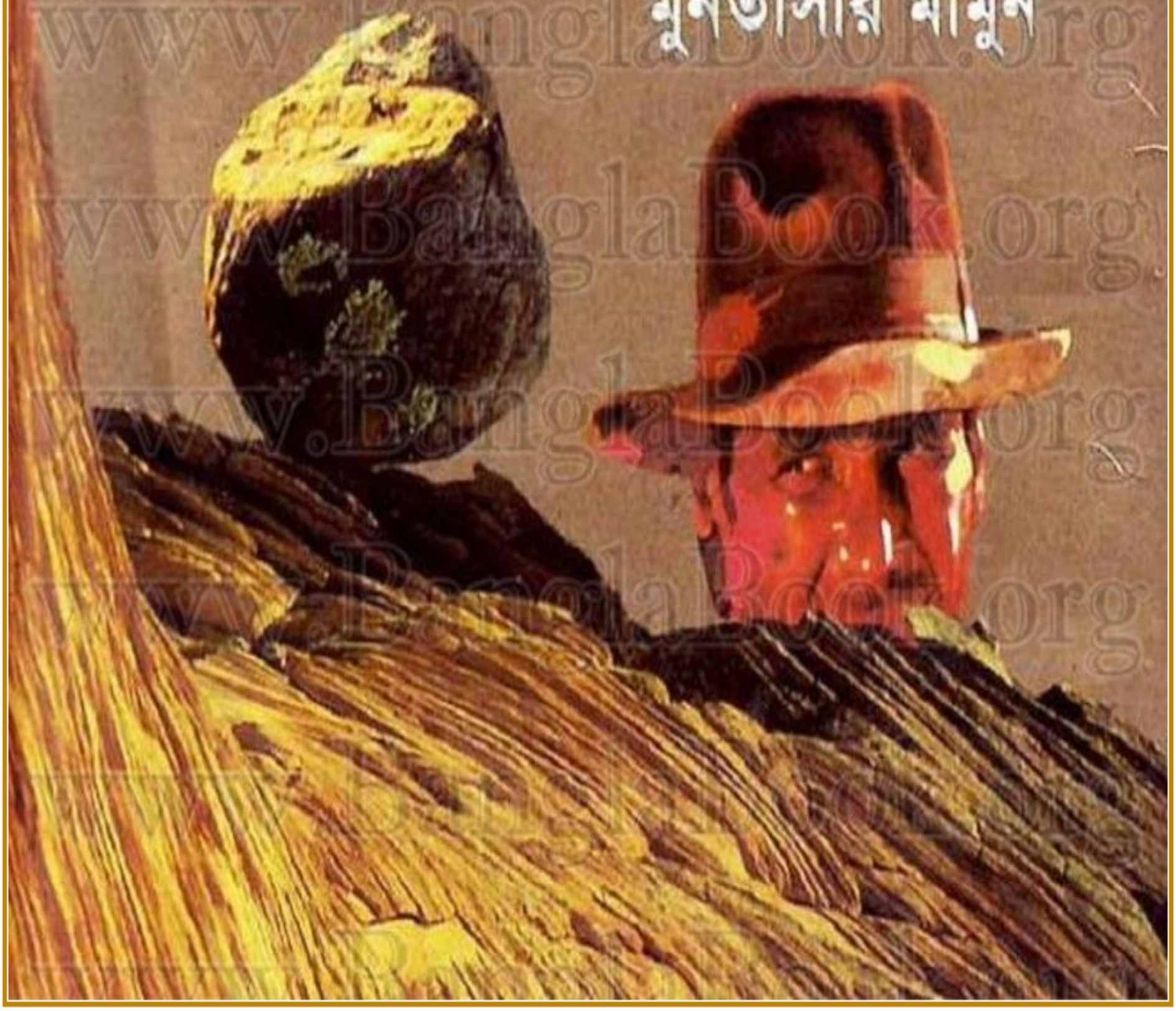

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১. দক্ষিণ আমেরিকা, ১৯৩৬

এমন অরণ্য এখানেই সম্ভব। গাছ তো বলা যায় না, বিশাল বিশাল সব বৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলিকে ঘিরে উঠেছে আবার নাম-না-জানা লতাপাতা। এক ফালি জমিও খালি নেই। ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছে ভর্তি ঘন ডালপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাঝে মাঝে আসছে সূর্যের আলো। আধো-অন্ধকার, অরণ্য, ভ্যাপসা গরম, ভাপ উঠছে কুয়াশার মতো। মনে হয়, এটি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, কোন মানচিত্রে উল্লেখ নেই এ অরণ্যের।

আটজন মানুষ সারি বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে সে অরণ্যের মধ্যে পথ করে। ধারালো ছুরি দিয়ে ঝোপঝাড়, লতাপাতা, কাঁটাগাছ কেটে পথ করে নিতে হচ্ছে তাদের। সারির সামনের জন, দলের মধ্যে মাথায় সবচেয়ে উঁচু। পরনে তার চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় কপাল-ঢাকা ফেল্ট হ্যাট। তার পিছে দু'জন, পেরুর বাসিন্দা, এগোচ্ছে সতর্কভাবে। তাদের পিছে দু'টি অনিচ্ছুক গাধা নিয়ে পাঁচজন কুয়োচুয়ো ইন্ডিয়ান। গাধা দু'টির পিঠে পথে চলার রসদ। পাঁচজন ইন্ডিয়ান অনিচ্ছুক গাধা দু'টি সামলাতেই ব্যস্ত।

নেতৃত্ব দিচ্ছে যে এ দলের, তার নাম ইন্ডিয়ানা জোনস্, বন্ধু-বান্ধবরা ডাকে ইন্ডি বলে। মাঝবয়সী, শরীরের গড়ন পেটন খেলোয়াড়ের মতো। মুখে কয়েকদিনের না-কামানো খোঁচাখোঁচা সোনালী দাড়ি। কপালে, নাকে ঘামের ময়লা ছাপ, চোখের নিচে চুলের মতো সরু রেখার সারি।

ইন্ডি, পেরুবাসী দু'জনের মতো এগোচ্ছিল না তেমন, সতর্কভাবে চলাফেরায় তার ফুটে বেরুচ্ছে আত্মবিশ্বাস, যেন সে এলাকারই বাসিন্দা, বড় হয়ে উঠেছে এখানে। তবে, বাইরের প্রভাব সত্ত্বেও একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় সতর্ক, অতি সতর্ক সে। মাঝে মাঝে হাঁটা থামিয়ে তাকাচ্ছে চারদিকে। যেন এখনই জঙ্গল থেকে লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে কোন বিপদ। হঠাৎ কোন ডালে পাখির ঝাপটা, বা পচা ডালে, পাতায় পায়ের শব্দ—এ সবই যেন বিপদ সংকেত। মাঝে মাঝে থেমে, টুপি খুলে মুছে নিচ্ছে সে কপালের ঘাম, ভাবছে—এতো অস্বস্তি লাগছে কেন তার? কাঁটার মতো কি যেন খচখচ করছে ভেতরে—চারদিকের ভ্যাপসা গরম, ভাপ না কুয়োচুয়ো ইন্ডিয়ানদের মনে গেঁথে থাকা ভয়? মাঝে মাঝে কুয়োচুয়ো ইন্ডিয়ানরা পাখির মতো কিচিরমিচির করে দ্রুত কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। নিজেদের ভাষায়।

www.BanglaBook.org

ইন্ডি তাকালো পেরুর দু'জনের দিকে—বারাংকা এবং সাতিপো। অনুভব করলো সে নিজেই যে, এদের দু'জনকে সে অবিশ্বাস করে। অথচ জঙ্গল থেকে যা উদ্ধার করতে এসেছে তার জন্য সে এদের ওপর নির্ভরশীল।

কি একটা দল! ভাবলো ইন্ডি। দু'জন অবিশ্বাসী হিংস্র পেরুভিয়ান, পাঁচজন ভয়ার্ত ইন্ডিয়ান এবং পথ চলতে অনিচ্ছুক দু'টি গাধা এবং আমি হচ্ছি তাদের নেতা। এর চেয়ে ভালো ছিল একদল বয়স্কাউটের নেতা হওয়া।

বারাংকার দিকে তাকালো ইন্ডি। জিজ্ঞেস করলো যদিও উত্তরটা তার জানা, 'ইন্ডিয়ানরা কি বলছে?'

'কি আর বলবে সিনর জোনস্?' বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলো বারাংকা, 'সেই অভিশাপ; অভিশাপ নিয়েই আলোচনা।'

কাঁধ ঝাকিয়ে ইন্ডিয়ানদের দিকে তাকালো ইন্ডি। সে বুঝতে পারছে তাদের বিশ্বাস, কুসংস্কার সবকিছুই। এ কারণেই বোধহয় এক ধরনের সহানুভূতি বোধ করে সে তাদের জন্য। অভিশাপ—চাচাপোইয়ান যোদ্ধাদের মন্দিরের সেই প্রাচীন অভিশাপ। ইন্ডিয়ানরা এ বিশ্বাস নিয়েই বড় হয়ে উঠেছে। এটা তাদের বিশ্বাসের অন্তর্গত।

'তাদের চুপ করতে বলো বারাংকা', বললো ইন্ডিয়ানা, 'তাদের বলো, কোন বিপদ হবে না।' এমনভাবে কথাগুলি বললো ইন্ডিয়ানা যেন সে ডাক্তার। সে কিভাবে জানে বিপদ হবে কি হবে না?

বারাংকা দেখলো একবার ইন্ডিকে, তারপর কড়া সুরে কি যেন বললো ইন্ডিয়ানদের। চুপ করলো তারা কিন্তু বোঝা গেলো এ নৈঃশব্দের ভিত্তি ভয়। আর ইন্ডি মমতা বোধ করলো ইন্ডিয়ানদের জন্য। সান্ত্বনাবাক্য শত বছরের কুসংস্কার উড়িয়ে দিতে পারে না। কপাল মুছে, টুপিটা আবার ঠিকমতো পরে হাঁটা শুরু করলো ইন্ডিয়ানা।

হাঁটতে হাঁটতে ফরেস্টালের কথা মনে হলো ইন্ডির। অনেক বছর আগে হয়তো এ পথেই এসেছে ফরেস্টাল। এবং মন্দিরের কাছাকাছি আসতে পারায় নিশ্চয় তার রক্ত হয়ে উঠেছিলো চঞ্চল। ফরেস্টাল ছিল নামকরা প্রত্নতত্ত্ববিদ, কিন্তু এখান থেকে সে ফিরে যেতে পারেনি। বেচারা ফরেস্টাল! নরকের মতো জায়গায় সে হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন। এপিটাফের জন্য এটাই যথেষ্ট। ইন্ডি অবশ্য এর জন্য এখনও প্রস্তুত নয়।

সামনে গভীর এক খাদ। দলটি এটি ঘুরে গেলো। ভাপ উঠছে খাদ থেকে। আস্তে আস্তে এ ভাপ কুয়াশার মতো গাঢ় হয়ে উঠবে।

রামধুন রংয়ের বিরাট এক ম্যাকাও হঠাৎ চিৎকার করে পাখা মেলে এক ঝোপ থেকে উড়ে গেলো এক বৃক্ষের ডালে। চমকে উঠলো ইন্ডি। আবার হাত নেড়ে ইন্ডিয়ানরা পাখির মতো ভাষায় কথা বলা শুরু করলো। বারাংকা পেছন ফিরে রুক্ষ স্বরে ধমক দিয়ে তাদের থামিয়ে দিলো। কিন্তু ইন্ডি জানে, এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা আরো কষ্টকর হয়ে উঠবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্ডিয়ানদের নিয়ে ইন্ডির তেমন ভাবনা নেই, ভাবনা পেরুর দু'জনকে নিয়ে, বিশেষ করে বারাংকা। শুরু থেকেই এ ভাবনা জেগেছিলো ইন্ডির যে, কয়েকটি ফুটো পয়সার জন্য এরা তার গলা কাটতে দ্বিধা করবে না। এখন সে ভাবনটা আরো দৃঢ় হচ্ছে।

'জায়গাটা আর দূরে নয়।' নিজের মনেই বললো সে।

ইন্ডি এখন বুঝলো, চলে এসেছে মন্দিরের কাছাকাছি, চলে এসেছে চাচা-পোইয়ান দেবতার কাছাকাছি, তখন আবার পুরনো সময়ের মতো রক্তের চঞ্চলতা অনুভব করলো। দিনের পুরনো এক স্বপ্ন সত্য হতে যাচ্ছে আজ। এ স্বপ্ন সে দেখেছিলো তখন, যখন তার বয়স আরো কম, যখন ছিল সে প্রত্নতত্ত্বের একজন শিক্ষানবিশী মাত্র। এ মুহূর্ত তাকে নিয়ে গেলো পনেরো বছর আগে, যখন কিছু দেখলেই অবাক লাগতো, ইতিহাসের অচেনা জায়গার খোঁজ পেলে মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো, আর এসব কিছুই ইন্ডিয়ানা জোনসকে টেনেছিলো প্রত্নতত্ত্বের দিকে।

হঠাৎ থামলো ইন্ডি। শুনলো ইন্ডিয়ানদের কিচিরমিচির। তারাও বুঝতে পারছে যে মন্দির আর দূরে নেই। ভয় পাচ্ছে তারা। এগোলো ইন্ডি। যে-পথে এসেছে সে-পথ এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সে-পথের সব চিহ্ন আবার ঢেকে গেছে লতাপাতা, বৃক্ষে। সামনে সেই নিবিড় জঙ্গল। ছুরি চালিয়ে এগোতে লাগলো ইন্ডি. ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলো সামনের ডালপালা, লতাপাতা, কাঁটাঝোপ। 'নিকুচি করি জঙ্গলের!' ভাবলো সে। প্রকৃতির কাছে হার মানা যাবে না। সামনে ও চারপাশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ডালপালাগুলির দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি অনুভব করলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডি এও দেখলো যে, চারদিকের উষ্ণ ভাপ কুয়াশা, গাঢ় কুয়াশায় পরিণত হচ্ছে। থামলো ইন্ডি। দম নিলো। এগোলো আবার।

ঐ তো!

সামনে, খানিকটা দূরে, গাছের সারির আড়ালে দেখা যাচ্ছে মন্দিরটি।

ইন্ডিয়ানা জোনসের রক্ত চনমন করে উঠলো। নিজেকে মনে হলো হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত ; এক ধরনের ধারাবাহিকতার সূত্র সে। এবং এ কারণেই ১৯৩৬ সালে জীবিত একজন মানুষ ইন্ডিয়ানা জোনসের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে দু'হাজার বছর আগে তৈরি মন্দিরটি দেখা। নমিত হয়ে উঠলো মন। তবে শব্দ দিয়ে তো আর সব অনুভূতি বোঝানো যায় না। এ উত্তেজনা প্রকাশের ভাষা নেই।

কয়েক মুহূর্ত ইন্ডিয়ানা কোন কথাই বলতে পারলো না।

শুধু সে তাকিয়ে রইলো অট্টালিকাটির দিকে। অবাক হচ্ছে সে এই ভেবে যে, এতোদিন আগে, এই নিষ্ঠুর জঙ্গলে কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা? হঠাৎ ইন্ডিয়ানদের চিৎকারে চমক ভাঙলো ইন্ডির। ঝট করে পেছন ফিরলো সে। দেখলো, গাধাগুলি ছেড়ে ইন্ডিয়ান তিনজন পালাচ্ছে। বারাংকার হাতে পিস্তল। তাক করা পলায়নপর ইন্ডিয়ানদের দিকে। ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ছে। বারাংকার কব্জিতে হাত রেখে সামান্য একটু মোচড় দিয়ে তাকে মুখোমুখি দাঁড়

www.BanglaBook.org

করালো ইন্ডি।

'না', বললো ইন্ডি।

'তারা কাপুরুষ, সিনর জোনস্', ক্ষুব্ধ স্বরে বললো বারাংকা।

'দরকার নেই আর তাদের', বললো ইন্ডি, 'প্রয়োজন নেই তাদের হত্যারও।'

পিস্তল নামিয়ে বারাংকা তাকালো তার সাথী সাতিপোর দিকে। ইন্ডির দিকে তারপর। বললো, 'ইন্ডিয়ানরা না থাকলে মালপত্র টানবে কে সিনর? চুক্তিতে কি বলা ছিল আমি আর সাতিপোও মাল টানবো?'

তাকালো ইন্ডি বারাংকার দিকে। হিমশীতল চোখ। মনে হয়, বারাংকার হৃদয়ে সূর্যের তাপ স্পর্শ করেনি কখনও। এর আগেও ইন্ডি দেখেছে এ ধরনের হিমশীতল চোখ, তবে তা ছিল মৃত হাঙ্গরের।

'ঠিক আছে', বললো ইন্ডি, 'ফেলে যাবো মালপত্র। যে জন্যে এসেছি তা পেলে সন্ধ্যের মধ্যেই প্লেনে ফিরে যেতে পারবো। রসদের আর দরকার নেই আমাদের।'

বারাংকা আঙুল দিয়ে নাড়াচড়া করছে পিস্তলটি। ট্রিগার হ্যাপি লোক, ভাবলো ইন্ডি। তিনজন ইন্ডিয়ানের লাশ ফেলে দিতে এতোটুকুও তার বাধবে না। 'পিস্তলটা সরাও', বললো ইন্ডি, 'পিস্তল আমি ঠিক পছন্দ করি না যদি না সেটার ট্রিগারে আঙুল থাকে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকালো বারাংকা। তাকালো সাতিপোর দিকে। নিঃশব্দে কথা হয়ে গেলো দু'জনের মাঝে। ইন্ডি জানে, সুযোগ খুঁজছে তারা। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

'পিস্তলটা বেল্টে আটকাও তো বাপু।' আবারও বললো ইন্ডি। তাকালো সে এবার বাকি দু'জন ইন্ডিয়ানের দিকে। ভয়ে তারা পাংশু হয়ে গেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে মোহাবিষ্ট হয়ে। পুতুলের মতো।

ইন্ডি এবার ফিরে তাকালো মন্দিরটির দিকে। মন্দিরটিকে ঘিরে গাঢ় হচ্ছে কুয়াশা। যেন প্রকৃতির ষড়যন্ত্র, যেন জঙ্গল তার গোপন তথ্য রেখে দিতে চাচ্ছে নিজের কাছেই, চিরদিনের মতো।

সাতিপো হঠাৎ নিচু হয়ে একটি গাছের ছাল থেকে কি যেন টেনে বের করলো। তারপর তা হাতের তালুতে রেখে ইন্ডির সামনে তুলে ধরলো। হাতের তালুতে ছোট একটা তীর।

'হোভিতোসদের কাজ', বললো সাতিপো, 'তীরের ডগায় বিষ দেখে মনে হচ্ছে দু-তিনদিন আগে মাখানো হয়েছে। সিনর জোনস, তারা নিশ্চয় আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'যদি তারা জানতো আমরা এখানে', শান্ত স্বরে বললো ইন্ডি, 'তা' হলে এরি মধ্যে আমাদের নিকেশ করে দিতো।'

সাতিপোর হাতের তালু থেকে তীরটি তুলে নিলো ইন্ডি। দেখতে তেমন কিছু নয় কিন্তু বেশ কার্যকর। হোভিতোসদের কথা মনে হলো ইন্ডির। তাদের হিংস্রতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিংবদন্তীর মতো। এই মন্দিরের অনুগত সেবক তারা। কুসংস্কারের কারণে তারা মন্দিরের আশেপাশে যায় না বটে, কিন্তু যে-কেউ ঢোকার চেষ্টা করলো, তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুত থাকে।

'চলো', বললো ইন্ডি, 'এবার যাওয়া যাক।'

আবার ছুরি দিয়ে ডালপালা ছিন্ন করে তারা এগোতে লাগলো। শরীর বেয়ে স্রোতের মতো ঘাম নামছে। থামলো ইন্ডি। ছুরি ধরা অলস হাতটি ঝুলিয়ে রাখলো পাশে, চোখের কোণা দিয়ে দেখলো, একজন ইন্ডিয়ান যেন পিছু হটছে।

হঠাৎ চিৎকার। ঝট করে পেছন ফিরলো ইন্ডি। উদ্যত হাতে ধারালো ছুরি। দেখলো, একটি গাছের ডালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ইন্ডিয়ান। গাছের সেই ডালের দিকে ছুটে গেলো ইন্ডি। আর অমনি পেছন ফিরে আর্ত চিৎকার করে ছুটলো দু'জন ইন্ডিয়ান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেলো গভীর অরণ্যে মিলিয়ে গেছে দু'জন। কাঁটাঝোপের ডালে আটকে আছে তাদের কাপড়ের খানিকটা অংশ। দম নিলো ইন্ডি। তারপর শান্তভাবে এগিয়ে গেলো গাছের সেই নিচু ডালের দিকে। দেখতে চায় সে, কি কারণে ভয় পেলো ইন্ডিয়ান দু'জন। হাত দিয়ে গাছের ডালটি সরিয়ে এগোলো সে এক পা।

ঘন কুয়াশায় বসে আছে সে।

পাথর খুঁদে তৈরি করা হয়েছে মূর্তিটি। মুখটা এতো বিকট যে দেখলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। মূর্তিটি চাচাপোইয়ান শয়তানের। তাকিয়ে দেখলো ইন্ডি মূর্তিটি। বুঝলো, এটা বসানো হয়েছে এখানে যাতে মন্দিরের পথে যে এগোবে সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। প্রায় জোর করে ডান হাত বাড়িয়ে মূর্তিটি স্পর্শ করলো ইন্ডি।

তারপর অনুভব করলো ইন্ডি, মূর্তিটি নয়, অন্য কি কারণে যেন সে অস্বস্তি বোধ করছে। অন্য কিছু।

নৈঃশব্দ।

পুরো অরণ্য নিস্তব্ধ।

পাখির ডানা ঝাপটানির শব্দ নেই। পোকা-মাকড়ের শব্দ নেই। এক ফোটা বাতাস নেই যাতে ডালপালা শব্দ তুলবে। যেন এ জায়গাটা এক মৃত্যুপুরী। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। হাত দিয়ে কপাল মুছলো ইন্ডি। সৃষ্টির আগে এ ধরনের নৈঃশব্দ কল্পনা করা যেতে পারে।

মূর্তির কাছ থেকে সরে এলো ইন্ডি। পিছু পিছু বারাংকা আর সাতিপো। দু'জনই খানিকটা ভীত।

'মূর্তিটা কিসের, কোন দেবতার?' জিজ্ঞেস করলো বারাংকা।

'হবে কোন কিছুর', অবহেলায় কাঁধ ঝাঁকালো ইন্ডি, 'প্রত্যেক চাচাপোইয়ানের ঘরেই এ ধরনের মূর্তি রাখতে হয়। ওহ, তোমরা বুঝি জানতে না ব্যাপারটা?'

'মাঝে মাঝে মনে হয় সিনর জোনস্', ক্ষুব্ধ স্বরে বললো বারাংকা, 'সবকিছু আপনি খুব হালকাভাবে নেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে?'

চারদিক থেকে ভাপ উঠছে। মনে হচ্ছে উষ্ণ এই ভাপ হটিয়ে দিতে চাচ্ছে তিনজনকে। হালকা কুয়াশার মতো এই ভাপের ফাঁক দিয়ে ইন্ডি তাকালো মন্দিরটার দিকে। চারপাশের দেয়ালে জমেছে শেওলা, পরগাছা। তারপর আছে ঘন ঝোপ, হাজার বছরের পচা ডালপালা। শুধু মন্দিরে ঢোকার গোল মুখটা পরিষ্কার। যেন একটা কংকাল হা করে আছে। ফরেস্টাল এই অন্ধকার মুখ দিয়ে ঢুকেছিলো, ভাবলো ইন্ডি, তারপর পৌঁছে গেছে মৃত্যুর দুয়ারে। বেচারা!

বারাংকা তাকালো ভেতরে ঢোকার ফটকটার দিকে। বললো, 'সিনর জোনস্, আপনাকে বিশ্বাস করি কিভাবে? এখান থেকে কেউ জ্যান্ত ফিরে আসেনি। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি কিভাবে?'

ইন্ডি হাসলো তার দিকে তাকিয়ে। 'বারাংকা, বারাংকা — অনেক সময় পাজীর পা ঝাড়াও সত্য কথা বলে, তাই না?' তারপর শার্টের বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা পার্চামেন্টের টুকরো বের করলো সে। তাকালো দু'জনের দিকে। স্বচ্ছ সে মুখ, লোভ-লালসা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। ইন্ডি ভাবতে লাগলো, কার গলা কেটে পার্চামেন্টের বাকি টুকরোটা তারা হাতিয়েছে। 'বারাংকা, এটাই হচ্ছে আমার ওপর আস্থা রাখার প্রমাণ।' বলে ইন্ডি পার্চামেন্টের টুকরোটা বিছালো ঘাসে।

সাতিপোও বুক পকেট থেকে একই রকমের পার্চামেন্টের এক টুকরো বের করে মেলে ধরলো ইন্ডির পার্চামেন্টের পাশে। খাপে খাপে মিলে গেলো দু'টি টুকরো। কয়েক মুহূর্ত কেউই কোন কথা বললো না; অপেক্ষা করতে লাগলো ইন্ডি। এখনই কিছু একটা ঘটবে।

'বেশ,' বললো সে, 'এখন আমরা পার্টনার। আমাদের সবার, যাকে বলে, প্রত্যেকেরই প্রয়োজন প্রত্যেকের। আমাদের কাছে আছে এখন মন্দিরের সম্পূর্ণ নকশা। আমাদের কাছে যা আছে, কারো কাছে কোনদিন তা ছিল না। এখন ধরা যাক ঐ স্তম্ভটা . . .'

বাক্য শেষ করার আগেই সে দেখলো বারাংকা পিস্তলের বাটে হাত রেখেছে। বারাংকার হাত বাটে থাকতে থাকতেই মুহূর্তে ইন্ডি পিছিয়ে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকেটের পেছন থেকে বের করে আনলো একটা পেঁচানো চাবুক। চাবুকের বাঁটটা শক্ত হাতে ধরে একটু ঘোরালো সে। বাতাসে শিস দিয়ে উঠলো চামড়ার চাবুক এবং তারপর দেখা গেল তা বারাংকার কব্জি পেঁচিয়ে ধরেছে। ইন্ডি চাবুকটা একটু টানলো নিচের দিকে, বারাংকার হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেলো নিচে। বারাংকা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, একেবারে নির্বাক হয়ে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সিনেমার দৃশ্যের মতো যে কি ঘটলো সে বুঝতে পারছে না। তার পুড়া চেহারায় একই সঙ্গে বিমূঢ় ভাব, ব্যাথা, ঘৃণা সব ফুটে উঠেছে। একটু পর, বারাংকার কব্জিতে চাবুকের বাঁধনে একটু ঢিল দেওয়া হলো। বারাংকা সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন থেকে কব্জি মুক্ত করে পেছন ফিরে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিলো। সেই ইন্ডিয়ানদের মতো সেও আর পেছন ফিরলো

www.BanglaBook.org

না।

ইন্ডি তাকালো সাতিপোর দিকে। দু'হাত মাথার ওপর তুলে সাতিপো দাঁড়িয়ে।

'সিনর, শুনুন দয়া করে', বললো সে, 'আমি কিছুই জানতাম না তার পরিকল্পনা সম্পর্কে। সে একটা পাগল, বুঝলেন, সে একটা পাগল। সিনর, বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি বলছি, সিনর।'

ইন্ডি কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখলো, মাথা নাড়লো এবং তারপর মাটি থেকে নকশাটি তুলে নিলো।

'সাতিপো, হাত নামাতে পারো।'

মনে হলো বাঁচলো, এমন ভাব করে হাত নামালো সাতিপো।

'আমাদের হাতে আছে নকশা', বললো ইন্ডি, 'তা হলে আর অপেক্ষা করছি কার জন্য?'

বলে ইন্ডি এগোলো মন্দিরের ফটকের দিকে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ধকার আর নৈঃশব্দে যে গন্ধ জমা হয়ে আছে প্রথমেই তা নাকে লাগলো। জঙ্গলের স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা ভেতরেও আছে। ছাদের কোন কোন জায়গা থেকে টিপ টিপ করে পানি পড়ছে। দেয়ালে শেওলার গাঢ় ছোপ। আর বাতাস — বাতাসটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। কারণ, ভেতরে সূর্যের আলো ঢোকেনি কখনও। সাতিপোর আগে আগে ইন্ডি হাঁটতে লাগলো। কানে বাজছে তাদের পায়ের শব্দ। অদ্ভুত আওয়াজ, ভাবলো ইন্ডি। যেন মৃতদের কেউ বিরক্ত করছে। ইন্ডির মনে হলো, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় সে এসেছে একজন লুটেরার মতো।

করিডোরটা আঁকাবাঁকা হয়ে মন্দিরের আরো ভেতরে চলে গেছে। সাতিপোর হাতে টর্চ। তার আলোয় চলছে দু'জন। খানিক পর পরই, টর্চের আলোয় ইন্ডি নকশাটা দেখে নিচ্ছে, নকশাটা মনের মধ্যে বারবার ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। গলা শুকিয়ে আসছে, পানির তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে — কিন্তু ইন্ডি থামলো না। মনে হচ্ছে তার করোটির নিচে একটি ঘড়ি টিকটিক করে বলছে — সময় আর তোমার বেশি নেই। তোমার হাতে আর বেশি সময় নেই।

চলার পথে মাঝে মাঝে কুলুঙ্গি চোখে পড়ছে। কুলুঙ্গি থাকলে ইন্ডি তার ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। তারপর বিশেষজ্ঞের মতো কুলুঙ্গির জিনিসপত্র ঘেঁটে প্রয়োজনীয়টা বের করে পকেটে রাখছে। ছোট মুদ্রা, মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরো, পকেটে যা আঁটে। ইন্ডি জানে এর মধ্যে কোনটা দামী আর কোনটা নয়। তবে সে যে জিনিসের খোঁজে এখানে এসেছে তার তুলনায় এগুলি কিছুই নয়। ইন্ডি এসেছে এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত মূর্তির খোঁজে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো ইন্ডি, সাতিপোকে তাল মেলাবার জন্য এখন প্রায় ছুটতে হচ্ছে, হাঁফাচ্ছে সে। এবং হঠাৎ ইন্ডি থমকে দাঁড়ালো।

'থামলাম কেন আমরা?' জিজ্ঞেস করলো সাতিপো। গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ফুসফুসটা বুঝি তার জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উত্তর দিলো না ইন্ডি, থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, মনে হচ্ছে নিশ্বাসও যেন তার পড়ছে না। সাতিপো কিছুই বুঝছে না। এক পা এগোলো সে। ছুঁতে গেলো ইন্ডির হাত কিন্তু তখনই থমকে দাঁড়ালো। শূন্যে তার হাতটাও থির হয়ে আছে ফ্রিজ শটের মতো।

খুব আস্তে আস্তে ইন্ডির পিঠ বেয়ে ওঠেছে একটি কালো তারানতুলা। এগোচ্ছে সেটা ইন্ডির খোলা ঘাড়ের দিকে। ইন্ডি অনুভব করছে তার পা। অপেক্ষা করছে সে, কখন তারানতুলাটা থির হয়ে বসবে। কিন্তু প্রতিটি পল মনে হচ্ছে একেকটি যুগের মতো। ইন্ডি অনুভব করতে পারছে সাতিপোর ত্রাস, তার চিৎকার করে ওঠার ইচ্ছা। কাঁধের ওপর তারানতুলাটা থির হলো। মুহূর্তে হাতের ঝটকায় তা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ইন্ডি। তারপর এগোতে লাগলো সে কিন্তু তখনই আবার শুনতে পেলো সাতিপোর আর্তনাদ। পেছন ফিরলো ইন্ডি। দেখলো, দু'টি বিরাট মাকড়সা ওপর থেকে এসে পড়েছে সাতিপোর হাতে। মুহূর্তে, আবার কোমর থেকে ইন্ডির হাতে চলে এলো চাবুকটা। বাতাসে শিস কেটে নেমে এলো সাতিপোর হাতের ওপর, মাকড়সা দুটো ছিটকে পড়লো নিচে। বুটজুতোর নিচে পিষে ফেললো ইন্ডি কদাকার দু'টি প্রাণীকে।

পাংশু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাতিপো, যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে এখনি। ধরে রাখলো ইন্ডি ওকে, যতোক্ষণ না সে একটু থির হয়। তারপর ইন্ডি করিডোরের প্রান্তে একটি ঘরের দিক নির্দেশ করলো। ঘরের ভেতরে যথেষ্ট আলো। কারণ ছাদে ফুটো করা যাতে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে। তারানতুলার কথা ভুলে গেছে ইন্ডি ; সে জানে সামনে আরো বিপদ।

'যথেষ্ট, সিনর', শ্বাস ফেলে বললো সাতিপো, 'চলুন, আমরা ফিরে যাই।'

ইন্ডি কোন জবাব দিলো না। সেই ছোট ঘরটির দিকে সে তাকিয়ে। সে ভাবার চেষ্টা করছে প্রাচীন যে মানুষরা তৈরি করেছিল এ মন্দির তারা কি ভেবেছিলো তখন? নিশ্চয় তারা চায়নি অধিষ্ঠাত্রী মূর্তিটির কাছাকাছি কেউ পৌছে যাক। তার অর্থ, মূর্তিটির কাছাকাছি যাবার পথ পর্যন্ত তারা তৈরি করবে অনেক প্রতিবন্ধকতা, মরণফাঁদ।

আরেকটু এগোলো ইন্ডি। খুব সতর্ক সে। নিচু হয়ে মেঝে থেকে ছোট একটা মড়া ডাল হাতে তুলে নিলো। তারপর আর ক'পা এগিয়ে ডালটা ছুঁড়ে দিলো সামনের সেই ছোট ঘর বরাবর।

দু'-এক সেকেন্ড কিছুই ঘটলো না। তারপর শোনা গেলো মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ, কি যেনো ভাঙলো কোথায়। তারপর দেখা গেলো ঘরের দু'দিকের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসছে তীক্ষ্ণ সব লৌহশলা, যেনো হাঙরের এক সারি তীক্ষ্ণ দাঁত। তারপর ঠিক ঘরের মাঝামাঝি এসে দু'দিকের লৌহশলাগুলি আটকে গেলো। ইন্ডি হাসলো। মনে মনে প্রশংসা করলো প্রাচীন সেই নকশাবিদের যে ভেবে ভেবে তৈরি করেছিলো এমন একটা মরণফাঁদ। সাতিপোর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এ কাণ্ড দেখে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঈশ্বরের নাম জপে একবার ক্রশ করলো বুকে। ইন্ডি কিছু বলতে যাচ্ছিলো তখনই লৌহশলায় গাঁথা কি একটা দেখে যেন চুপ করে গেলো। কয়েক মুহূর্ত লাগলো তার ব্যাপারটা বুঝতে।

'ফরেস্টাল।'

অর্ধেক কংকাল। অর্ধেক মাংস। বিকৃত মুখটা অক্ষত, কারণ তা ছিল ঘরের ভেতর ঠাণ্ডায়। খাকি পোশাকের বিভিন্ন জায়গায় রক্তের ছোপ। হায় ঈশ্বর! না, এভাবে মরার কোন মানে হয় না। কারো মৃত্যুই এভাবে হওয়া উচিত নয়। ভাবলো ইন্ডি। এক মুহূর্তের জন্যে দুঃখ অনুভব করলো ইন্ডি।

তুমি ভুল করেছিলে বন্ধু। মনে মনে বললো ইন্ডি। তোমার এখন বেরুনো উচিত হয়নি। ক্লাসের মধ্যে ছাত্র পড়ানোই উচিত ছিল। চোখ বন্ধ করে থামলো ইন্ডি কয়েক সেকেন্ড। তারপরই পা দিলো ঘরের ভেতর। লৌহশলার ডগা থেকে লাশটা বের করে এনে শুইয়ে রাখলো মেঝেয়।

'আপনি চিনতেন নাকি একে?' জিজ্ঞেস করলো সাতিপো।

'হ্যাঁ, চিনতাম।'

সাতিপো আবার ক্রশের চিহ্ন আঁকলো। বললো, 'আমার মনে হয়, সিনর, আর না এগোনোই ভালো।'

'এ ধরনের একটা ব্যাপার তোমাকে ঠেকিয়ে রাখবে, তাই কি বলতে চাও সাতিপো?' তারপর ইন্ডি কিছুক্ষণ কোন কথা বললো না। সে তাকিয়ে দেখলো দু'দিকের কাঁটা আবার দেওয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। সহজ কিন্তু মারাত্মক এ কৃৎকৌশল চমৎকৃত করলো ইন্ডিকে।

সাতিপোর কাঁধে হাত রেখে একটু হাসলো ইন্ডি। দরদর করে ঘামছে সাতিপো, আর কাঁপছে। এগোলো ইন্ডি। পেছনে সাতিপো। ছোট ঘরটি পেরিয়ে তারা পা দিলো পঞ্চাশ ফুট লম্বা এক হলঘরে। হলঘরের এক প্রান্তে একটি দরজা। ছাদ থেকে আলো ঝলমলে করে তুলছে পুরো হলঘরটিকে।

আবার নকশাটা বের করে ইন্ডি। দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মনে রাখার চেষ্টা করলো সব ডিটেল। 'এসে গেছি, এসে গেছি।' বিড় বিড় করে বললো সে। তারপর নকশাটি ভাঁজ করে রাখলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এগোলো না। চারদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলো, আর কোন ফাঁদ আছে কিনা দেখার জন্য।

'আর মনে হয় কোন ঝামেলা নেই।' বললো সাতিপো।

'সেটাই আশংকার বিষয়।' উত্তর দিলো ইন্ডি।

'না, সব ঠিক আছে', বললো আবার সাতিপো, 'এগোনো যাক।'

এবং তারপর সে থমকে দাঁড়ালো। তার পা টা মেঝ থেকে হড়কে গেছে। সামনের দিকে চিৎকার করে ছিটকে পড়লো সে। ঝট করে ইন্ডি নিচু হয়ে সাতিপোর কোমরের বেল্ট ধরে তাকে টেনে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলো। ক্লান্ত সাতিপো মেঝেতে পড়ে রইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাতিপোর পা যেদিকে হড়কে গেছে সেদিকের মেঝের দিকে ইন্ডি তাকালো তীক্ষ্ণ চোখে। মাকড়সার জাল। তার ওপর কত বছরের ধুলো পড়ে মেঝের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছে। নিচু হয়ে ইন্ডি ছোট এক টুকরো পাথর ফেললো সেখানে। না, কোন শব্দ নেই, প্রতিধ্বনিও ওঠল না কোন।

'খাদটা কত নিচু বুঝেছো?' চাপা স্বরে বললো ইন্ডি।

প্রায় নিঃশ্বাসহীন সাতিপো কিছুই বললো না।

সামনে সূর্যালোকিত দরজা। সেখানে যেতে হলে পেরোতে হবে মাকড়সার জালে ঢাকা এ বিরাট খাদ। পেরুনো যাবে তা কি ভাবে?

'এখন বোধহয় ফেরা যেতে পারে, কি বলেন সিনর?' বললো সাতিপো।

'না', বললো ইন্ডি, 'আমরা এগোবো।'

'কি ভাবে? ডানা গজিয়েছে নাকি আমাদের?'

'উড়তে হলে ডানার দরকার হয় না বন্ধু।'

চাবুকটা আবার বের করে ইন্ডি তাকালো ছাদের দিকে। ছাদের নিচে অনেকগুলি বরগা, কয়েকটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। সেগুলির অবস্থা এখন কেমন, কে জানে, ভাবলো ইন্ডি। অন্যদিকে তাদের ওজন নেওয়ার মতো শক্ত এগুলি থাকতেও পারে। চেষ্টা করা যেতে পারে। ওপরের দিকে চাবুক ঘোরালো ইন্ডি। চাবুকের ডগা আঁকড়ে ধরলো একটা বরগা। আরেকবার ঝাঁকানি দিয়ে সেটা আরো পেঁচিয়ে নিলো সে বরগার সঙ্গে। তারপর টেনে টেনে দেখলো শক্ত করে তা আটকেছে কিনা।

'আপনি কি পাগল হয়েছেন?' বললো সাতিপো।

'এর চেয়ে আর কোন ভালো বিকল্প জানা আছে কি?'

'এই চাবুক আমাদের ওজন রাখতে পারবে না। বরগাটা ভেঙে পড়বে।'

'অবিশ্বাসীদের হাত থেকে, হতাশাবাদীদের থেকে আমাকে রক্ষা করো', মৃদু হেসে বললো ইন্ডি — 'সাতিপো, শুধু আমার ওপর আস্থা রাখো। আমি যা করি তা-ই অনুসরণ করো। ঠিক আছে?'

দু'হাতে ইন্ডি চাবুকের হাতলটা জড়িয়ে ধরে কয়েকবার টানলো। পরীক্ষা করলো। তারপর আস্তে আস্তে দু-একবার দুললো। এরপর আরো জোরে। নিচে অন্ধকার অতলস্পর্শী খাদ। চাবুকটা একটু ঢিলে হলো যেন। বরগাটা বুঝি এই ভেঙে পড়ে। না, আর ভাবার সময় নেই। চাবুকের হাতল ধরে ঝুলে পড়লো। খাদ পেরুচ্ছে ইন্ডি। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আহ! এই তো খাদের কিনারা। পা নামিয়ে মেঝে স্পর্শ করলো ইন্ডি। তারপর হাতলটা ছুঁড়ে দিলো খাদের অপর দিকে দাঁড়ানো সাতিপোর দিকে। চাবুকের হাতলটা ধরে স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন বললো সাতিপো। নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে ডাকলো। তারপর ইন্ডির মতো ঝুলে এসে খাদের অন্যদিকে পা রাখলো।

'কি, বলেছিলাম না!' সাতিপোর কাঁধ চাপড়ে দিলো ইন্ডি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুই বললো না সাতিপো। ইন্ডি দেখলো তার মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেছে। ইন্ডি চাবুকের হাতলটা টেনে দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখলো।

দু'জনে তারপর সূর্যালোকিত হলঘর ছেড়ে পা দিলো বিশাল এক গম্বুজঅলা ঘরে। গম্বুজের স্কাইলাইট দিয়ে সূর্যের আলো পড়ছে চৌকো চৌকো সাদা কালো পাথরের মেঝেয়। এবং তারপর ইন্ডির নজর গেলো ঘরের অপর প্রান্তে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো তার। কানায় কানায় খুশিতে ভরে উঠলো মন।

ঐ তো মূর্তিটা।

চাচাপোইয়ান যোদ্ধাদের আরাধ্য দেবতা।

লোভ, পাওয়ার উত্তেজনা সবকিছু মিলিয়ে ইন্ডির মনে হলো এখুনি দৌড়ে চলে যায় মূর্তিটার কাছে। থাকুক না সামনে আরো মরণফাঁদ। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তের জন্য আর কি মরণফাঁদ পাতা আছে?

'এগোবো আমি', বললো ইন্ডি।

মূর্তিটি সাতিপোর নজরেও এলো, কিন্তু চুপ করে রইলো সে। তাকে দেখে মনে হলো, মূর্তিটি নজরে আসামাত্র লোভ তার সারা শরীর-মন জড়িয়ে ধরেছে। ইন্ডি এক নজর দেখলো তাকে। ভালো, মূর্তিটি দেখেছে ও। তাকে আর বিশ্বাস করা যাবে না। সাতিপো প্রায় এগিয়ে যাচ্ছিলো, ইন্ডি থামিয়ে দিলো তাকে।

'ফরেস্টালের কথা মনে আছে?' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি।

'মনে আছে।'

তীক্ষ্ণভাবে ইন্ডি চোখ বুলালো সাদা কালো পাথরগুলির দিকে। ভাবতে লাগলো, এভাবে পাথর সাজানোর পেছনে কি কোন কৌশল কাজ করেছে? দরজার পাশে রাখা ছিল দু'টি মশাল। হাতল দু'টি ধাতুর, মরচে পড়া। একটা তুলে নিলো ইন্ডি, আগুন জ্বালালো। ভাবলো, কে সে শেষ জীবিত মানুষ যার হাতে জ্বলে উঠেছিলো এই মশাল? কত বছর আগে? একশো, পাঁচশো, হাজার? মশালটা জ্বেলে হাতলটা ঠুকলো সে মেঝের সাদা পাথরের ওপর। না, একেবারে কঠিন। কোন ধ্বনি, প্রতিধ্বনি নেই। তারপর ঠুকলো হাতলটা এক কালো পাথরের ওপর।

ইন্ডি হাত ওঠাবার আগেই ঘটনাটা ঘটলো। একটা শব্দ, তারপর বাতাস কেটে কি এসে যেন বিঁধলো মশালের হাতলে। হাত সরিয়ে নিলো ইন্ডি। সাতিপো শ্বাস ফেলে দেখালো ঘরের ভেতরটা।

'ঐ দিক থেকে এসেছে', বললো সাতিপো, 'ঐ যে ছিদ্রটা দেখছেন, তীরটা এসেছে সে ছিদ্র দিয়ে।'

'আমার নজরে পড়ছে এখন এরকম শ' শ' ছিদ্র।' বললো ইন্ডি। পুরো ঘরটাই চারদিক দিয়ে এমন ছোট ছোট ছিদ্রে ভরা। যেন মৌমাছির চাক। আর কালো পাথরের চাপ পড়লেই ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আসবে তীক্ষ্ণ তীর। 'এখানে দাঁড়াও সাতিপো।'

সাবধানে মশালটা ধরে ইন্ডি ঘরের ভেতর এগোতে লাগলো। পা ফেলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগলো শুধু সাদা পাথরের ওপর। যতোই এগোচ্ছে ইন্ডি মূর্তিটার দিকে ততই যেন তা তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলছে। ছ'ইঞ্চি উঁচু, দু'হাজার বছরের পুরনো, সোনার তৈরি মূর্তিটি দেখতে তেমন আহামরি কিছু নয়। এবং আশ্চর্য যে, এর মোহে আগে পড়েছে আরো অনেকে, প্রাণও দিয়েছে। মূর্তিটা মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে ইন্ডিকে। না, ইন্ডি অন্যদিকে মন ফেরাবার চেষ্টা করলো। কালো পাথরের কোন কিছুর স্পর্শ লাগলেই ছুটে আসবে তীর। সতর্কভাবে চৌকো সাদা পাথরগুলোয় পা রেখে এগোতে লাগলো ইন্ডি। একবার চোখ পড়লো, সাদা এক পাথরের তীর-বেঁধা এক পাখির কংকাল। ইন্ডি ভাবলো, যে কৌশলীই এর নকশা করে থাকুন না কেন নিশ্চয় শুধু কালো পাথরের সঙ্গেই তীরের সম্পর্ক রাখেননি। নিশ্চয় মূর্তির কাছে ধারে থাকবে এমন কোন সাদা পাথর যেখানে পা পড়লে ছুটে আসবে তীর।

কিন্তু না, আর এসব ভাবার সময় নেই। ঝুঁকি সব সময় নিতেই হয় আর এর সঙ্গে যদি ভাগ্য মেলে তা'হলে তো কথাই নেই। এগোলো ইন্ডি। চলে এলো বেদীর খুব কাছাকাছি।

আবার দম নিলো ইন্ডি। হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে তার, রক্তের গতি বেড়ে গেছে, দরদর করে ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো ইন্ডি। আর কয়েক ফুট, ভাবলো সে, আর কয়েক ফুট মাত্র।

আর কয়েকটি পাথর মাত্র।

এক পা।

আরেক পা।

একেবারে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে ইন্ডি। পকেট থেকে মদ রাখা ছোট একটি ফ্লাস্ক বের করলো। ছিপি খুলে ফ্লাস্কে মুখ ঠেকিয়ে খেয়ে নিলো কয়েক ঢোক। তারপর ফ্লাস্কটা সরিয়ে রেখে তাকালো মূর্তিটার দিকে। শেষ মরণফাঁদটা কি? কোথায়?

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো ইন্ডি। কল্পনা করলো নিজেকে দু'হাজার বছর আগের প্রাচীন মানুষের ভূমিকায় যারা তৈরি করেছিলো এ মন্দির। আচ্ছা, কেউ বেদী পর্যন্ত এসে পৌঁছালে, যেমন সে এসে পৌঁছেছে, মূর্তিটা নিতে গেলে কি করবে? বেদী থেকে এটা তুলতে হবে এবং বেশ জোর দিয়ে।

তারপর?

মূর্তির নিচে এমন কোন ব্যবস্থা থাকবে যাতে মূর্তির ওজন না থাকলে সে ব্যবস্থা কাজ শুরু করে দেবে। কি করবে? আরো তীর ছুটে আসবে? না, মনে হয় ধ্বংসাত্মক কিছু ঘটবে। ইন্ডি নিচু হয়ে বেদীর ভিত্তির চারদিকটা ভালো করে দেখলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেসব আবর্জনা জমেছে বেদীর চারদিকে সেগুলিই ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পকেট থেকে ছোট একটা পয়সা রাখার থলে বের করলো ইন্ডি। থলের পয়সাগুলি ফেলে দিয়ে বেদীর পাশে স্তূপীকৃত আবর্জনা ও পাথর দিয়ে ভরলো সেটা। তারপর ওজন পরখ করলো থলেটার। ভাবলো, মূর্তির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওজনের সমান সমান হলেই হয়। তারপর দ্রুত মূর্তিটা তুলে নিয়ে তার জায়গায় বেদীতে রেখে দিলো থলেটা।

না, কিছুই ঘটলো না।

একবার থলেটার দিকে, আরেকবার নিজের হাতের মূর্তিটার দিকে তাকালো ইন্ডি। তারপরই শুনলো দূর থেকে অচেনা একটি শব্দ ভেসে আসছে। যেন এক দানব হাজার বছর পর ঘুম ভেঙে আড়মোড়া দিচ্ছে। মন্দিরের কোথায় যেনো কিছু ভেঙে পড়লো। হঠাৎ করে মূর্তি রাখার বেদীতে দু'ইঞ্চি ডেবে গেলো। এবং তারপর শব্দটা বাড়তে লাগলো, মনে হলো অজস্র বাজ পড়ছে চতুর্দিকে, মন্দিরের সবকিছু কাঁপতে লাগলো, মনে হলো মন্দিরের পুরো ভিত্তিটাই নড়ে গেছে, আর সবকিছু ভেঙে পড়ছে।

দ্রুত পেছন ফিরে, দরজার দিকে রওয়ানা হলো ইন্ডি। হলঘর, করিডোর সবখান থেকে বাজ পড়ার শব্দ। দরজার সামনে ভীত সন্ত্রস্ত সাতিপো দাঁড়িয়ে।

এরপর সবকিছু দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগলো, কোথাও ভেঙে পড়ছে দেয়াল, কোথাও কড়ি বরগা। পেছন ফিরে দেখলো ইন্ডি এক টুকরো পাথর এসে পড়েছে সাদা কালো পাথরের ওপর। নিমিষে চারদিক থেকে বেরিয়ে এলো অজস্র তীর। লক্ষ্যহীনভাবে সেগুলি ছুটে গেলো এদিক সেদিক।

সাতিপো দরজা ছাড়িয়ে চলে এলো সেই খাদের পাশে রাখা চাবুকটার কাছে। তারপর চাবুকের হাতল ধরে আগের মতো ঝুলে পৌঁছে গেলো অন্যদিকে। এরপর তাকালো ইন্ডির দিকে।

আমি জানতাম এমনটি হবে, ভাবলো ইন্ডি। সাতিপো চাবুকের হাতল ধরে রেখে বললো — 'একটু দরকষাকষি করা যাক সিনর। মূর্তির বদলে চাবুক। মূর্তিটা ছুঁড়ে দিন। আমি চাবুকটা ছেড়ে দেবো।'

চারদিকের ধ্বংসযজ্ঞের আওয়াজ আসছে কানে। ইন্ডি তাকালো সাতিপোর দিকে।

'সিনর, এ ছাড়া কি আর কোন বিকল্প আছে?' জিজ্ঞেস করলো সাতিপো।

'ঠিক আছে সাতিপো', বললো ইন্ডি, 'মূর্তির বদলে চাবুক।' মূর্তিটা ছুঁড়ে দিলো ইন্ডি সাতিপোর দিকে। দেখলো, মূর্তিটা লুফে নিয়ে সাতিপো পকেটে ভরলো। তারপর চাবুকের হাতলটা তার দিকেই রেখে দিলো।

'আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত সিনর জোনস্', হেসে বললো সাতিপো, 'বিদায়, ভালো থাকুন।'

ইন্ডি দেখলো ঘর পেরিয়ে করিডোরে মিলিয়ে যাচ্ছে সাতিপো। আরো পাথর কড়ি বরগা ভেঙে পড়ার শব্দ শুনলো ইন্ডি। দেবতার অভিশাপ, ভাবলো সে। এ যেন সিনেমার ম্যাটিনী শো। শনিবার দুপুরে বাচ্চারা যা দেখতে ভিড় জমায় আর রুদ্ধশ্বাসে দেখে। বাঁচার একটি উপায়ই আছে। তা হলো লাফ দিয়ে খাদটি পার হওয়া। খাদ পেরুতে না পারলে তলিয়ে যেতে হবে। আর খাদের এদিকে থাকলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাথরচাপা পড়তে হবে। সুতরাং চোখ বুজে লাফ দিতে হবে।

দম নিলো ইন্ডি। তারপর লাফ দিলো। শূন্যে বাতাস কেটে চলছে। এখন নামছে। খাদের মাঝে না নামলেই হয়। নামলো ইন্ডি কিন্তু একেবারে খাদের কিনারা ঘেঁষে। এবং তারপরই মনে হলো সে নিচে নেমে যাচ্ছে। খাদের কিনারা আঁকড়ে ধরলো ইন্ডি। কিন্তু তাও যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। পা রাখার কোন জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না সে। পাগলের মতো ইন্ডি একই সঙ্গে হাত–পা চালাতে লাগলো। কিনারাটা মনে হয় আলগা হয়ে যাচ্ছে। একটা পা খাদের ওপর তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু পা-টা হড়কে যাচ্ছে বারবার। শেষবার, ভাবলো ইন্ডি, শেষবারের মতো চেষ্টা করতে হবে। এক সেকেন্ড ভেবে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করলো পায়ে। এই তো। এই তো, আরেকটু। পা ওঠে এলো খাদের ওপর। শ্রান্ত ইন্ডি হামাগুড়ি দিয়ে ওঠে বসলো মেঝেতে। কিন্তু মেঝেটা কাঁপছে ভয়ঙ্করভাবে। যে কোন মুহূর্তে হয়তো তাতে ফাটল ধরতে পারে।

কোন রকমে ওঠে দাঁড়ালো ইন্ডি। সাতিপো যে পথে চলে গেছে তাকালো সেদিকে। ফরেস্টালের দেহ পাওয়া গেছে যেখানে সাতিপো গেছে সেদিকেই। সেই লৌহশলাঅলা ঘরের দিকে। এবং হঠাৎ ইন্ডির মনে হলো, সে জানে সাতিপোর কি হবে। তখনই সাতিপোর আর্তচিৎকার ভেসে এলো। চাবুকটা হাতে নিয়ে ইন্ডি ছুটলো সে চিৎকার লক্ষ্য করে। একদিকের লৌহশলায় বিঁধে আছে সাতিপো, যেন একজন পাগল সংগ্রাহকের সংগৃহীত বিকৃত এক প্রজাপতি।

'বিদায় সাতিপো', বললো ইন্ডি। তার প্যান্টের পকেট থেকে মূর্তিটা বের করে নিজের পকেটে রাখলো, সাবধানে জায়গাটা পার হয়ে তারপর ছুটলো সদর দরজার দিকে। এসে পৌঁছালো সদর দরজায় যাওয়ার পথে। আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে, ঐ তো বৃক্ষের সারি। কিন্তু তখনও প্রবল শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপায়। পেছন ফিরলো ইন্ডি। দেখলো, বিশাল এক টুকরো পাথর গড়িয়ে আসছে তার দিকে। এই হলো শেষ মরণফাঁদ। তুমি সব ফাঁদ এড়িয়ে মূর্তি নিয়ে এদিক পর্যন্ত আসতে পারো বটে, কিন্তু মন্দির ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না তোমাকে। ছুটতে লাগলো ইন্ডি। শরীরের সমস্ত শক্তি, দম একত্র করে ছুটছে। ঐ তো বৃক্ষের সারি। পেছনে পাথরের শব্দ। এই বুঝি পিষে ফেললো। শেষ ক'কদম আর না দৌড়ে লাফ দিলো ইন্ডি। গিয়ে পড়লো মন্দিরের বাইরে ঘাসের চত্বরে। আর তখনই প্রবল শব্দে পাথরটা আটকে গেলো ফটকের মুখে। চিরদিনের জন্য মন্দিরের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো।

হাপরের মতো বুকটা ওঠানামা করছে। ইন্ডি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার এখন সমস্ত ভাবনা ছেড়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছিলো। পকেট থেকে বের করলো মূর্তিটা। নেড়েচেড়ে মমতাভরে দেখতে লাগলো। হ্যাঁ, এর জন্য কয়েকবার ঝুঁকি নেওয়া যায় মৃত্যুর। এসব ভাবছে আর মূর্তিটা অলসভাবে নাড়ছে ইন্ডি। এমন সময় কার ছায়া পড়লো যেনো পাশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চমকে উঠে বসলো ইন্ডি। তাকালো। দু'জন হিংস্র হোভিতোস যোদ্ধা তাকিয়ে আছে তার দিকে। পরনে তাদের যোদ্ধার সাজ। ইন্ডি তাদের দেখে যতোটা অস্বস্তি বোধ করলো তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করলো তাদের মাঝে দাঁড়ানো এক শ্বেতাঙ্গকে দেখে। শ্বেতাঙ্গের পরনে সাফারি, মাথায় হেলমেট। অনেকক্ষণ ইন্ডি কোন কথা বললো না। সাফারি পরা শ্বেতাঙ্গের মুখে বিষাক্ত হাসি। 'বেল্লোক', বললো ইন্ডি অবশেষে।

ইন্ডি ফরাসী বেল্লোকের দিক থেকে নজর সরিয়ে তাকালো দূরে। সেখানে গাছগাছালির পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ত্রিশেক হোভিতোস। তাদের পাশে বারাংকা। ইন্ডির হাতের মূর্তিটির দিকে সে তাকিয়ে, চোখে-মুখে উদগ্র লালসা। দু'জন হোভিতোস ধরে আছে তাকে। তারপর হঠাৎ তার মুখে ফুটে ওঠলো বিস্ময়, যন্ত্রণা, চোখ নিভে আসতে লাগলো। ইন্ডিয়ান দু'জন ছেড়ে দিলো তাকে। লুটিয়ে পড়লো বারাংকা মাটিতে। সারা পিঠে তার বিঁধে আছে বিষাক্ত তীর।

'প্রিয় ডঃ জোনস্,' বললো বেল্লোক, 'তোমার সবসময় ঝোঁক সঠিক বন্ধু না বাছা।'

কিছুই বললো না ইন্ডি। দেখলো শুধু, বেল্লোক হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে মূর্তিটা নিয়ে নিলো। বিভিন্নভাবে নেড়েচেড়ে তৃপ্তির সঙ্গে দেখতে লাগলো।

'তুমি হয়তো ভেবেছিলে আমি ক্ষান্ত দিয়েছি', বললো বেল্লোক, 'কিন্তু আবারও দেখা যাচ্ছে, তুমি খুঁজে পাও না কেনো তা চলে আসছে আমার পকেটে।'

ইন্ডি তাকালো দূরে দাঁড়ানো ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের দিকে। বললো, 'হোভিতোসরা বোধহয় বিশ্বাস করছে তুমি তাদের মূর্তিটি ফেরত দেবে।'

'নিশ্চয়।'

'ধন্য তাদের সরলতা', বললো ইন্ডি।

'যা-ই বলো', বেল্লোক বললো, 'অবশ্য তুমি যদি তাদের ভাষায় অন্য কিছু বোঝাতে পারো।'

'অবশ্যই।'

ইন্ডি দেখলো, বেল্লোক তার দিকে পেছন ফিরে, যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে মূর্তিটি উঁচুতে তুলে ধরলো। তারপর দেখা গেলো নাটকের দৃশ্যের মতো সবাই মাথা নিচু করে মাটিতে শুয়ে পড়লো, ভক্তি ভরে।

আস্তে আস্তে হাঁটুর ওপর ভর করে ইন্ডি উঠে দাঁড়ালো। সাবধানে একবার তাকালো পেছন ফিরে দাঁড়ানো বেল্লোক ও মাটিতে শুয়ে পড়া ইন্ডিয়ানদের দিকে। তারপর ঘন গাছগাছালির দিকে ছুটতে শুরু করলো। তাকে পৌঁছাতে হবে বনের কিনারায় নদীর ধারে যেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে একটি সী প্লেন।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দৌড়াতে লাগলো ইন্ডি। এবং তারপরই শুনলো সে তীরের শব্দ।

বাতাস কেটে অজস্র তীর ছুটে যাচ্ছে তার আশপাশ দিয়ে। মাথার ওপর দিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাপের মতো এঁকেবেঁকে দৌড়াতে লাগলো ইন্ডি যাতে তীর এসে শরীরে বিঁধতে না পারে।

'বেল্লোক,' দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবলো ইন্ডি, 'আমারও সময় আসবে।'

খানিক পর, ঘন গাছপালা হালকা হয়ে এলো। সূর্যের আলোও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঐ তো শোনা যাচ্ছে তীরে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের শব্দ। পেরিয়ে এলো ইন্ডি বন। কিন্তু যেখানে এসে পৌঁছালো তা এক উঁচু টিলা। নিচে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটি প্লেন। কিন্তু টিলা থেকে নেমে পথ খুঁজে নদীতীরে পৌঁছাবার সময় নেই। কি করা? চোখ বুজে ইন্ডি লাফিয়ে পড়লো।

ঝপ করে শব্দ। পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে স্রোতের টানে খানিকটা ভেসে গেলো ইন্ডি। প্লেনের পাখার ওপর বসে আছে পাইলট। ইন্ডি চেঁচিয়ে বললো, 'জক, জলদি চালাও।'

জক দ্রুত ককপিটে ঢুকে ইঞ্জিন চালু করলো। ইন্ডি সাঁতরে পাখার ওপর উঠলো, তারপর ভেতরে ঢুকে আসনে বসে এলিয়ে পড়লো। 'আমি ভাবিনি তুমি হঠাৎ এভাবে এসে পড়বে।' বললো জক।

'সব পরে হবে, এখন চালাও।'

দু'মিনিট পেরুলো। জক বললো, 'ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না?' ভারি অবাক হয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো ইন্ডি।

জানালা দিয়ে দেখলো ইন্ডি, হোভিতোসরা নদীর তীরে এসে পৌঁছেছে। কয়েকজন নেমে পড়েছে নদীতে আর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। প্লেনের কাঁচে এসে লাগছে কিছু।

'জক . . . ' ইন্ডি শুধু বলতে পারলো।

'এই তে শাবাশ, চালু হয়ে গেছে', বললো জক।

দু'জন হোভিতোস এর মধ্যে প্লেনের পাখা ধরে ফেলেছে। প্লেন চলতে শুরু করলো এবং নিমিষেই উঠে গেলো। টুপ করে ইন্ডিয়ান দু'জন পড়লো নদীতে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো দু'জনে। আরো উঁচুতে উঠে অরণ্য ছাড়িয়ে উড়ে যেতে লাগলো প্লেন।

'সত্যি বলতে কি', বললো জক, 'আমি ভাবিনি যে তুমি ফিরে আসতে পারবে।'

'ও রকম ভুল আর কখনো ভেবো না।'

ইন্ডি আয়েশ করে বসলো। শ্রান্তিতে তার চোখ বুজে আসছে। হঠাৎ ভারী কিসের স্পর্শ অনুভব করলো উরুর কাছে। চোখ খুলে তাকালো। একটি বোয়া কনস্ট্রিকটর তার পা বেয়ে উঠছে।

'জক'। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো ইন্ডি।

পাশ ফিরে তাকালো জক। হাসলো, 'ভয় নেই, তোমাকে ছোবল দেবে না। ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছে রেগি। ওর মতো নিরীহ প্রাণী পৃথিবীতে একটিও নেই।'

অনেকে আরশোলা দেখলে জ্ঞান হারায়। অনেকের মাকড়সা দেখলে গা গুলোয়। আর সাপ দেখলে ইন্ডির নাড়িভুঁড়ি পাক দিয়ে ওঠে, ঘৃণায়। কপালে ঘাম উঠেছে ইন্ডির। বললো, 'জক, ওকে সরাও।'

সাপটির শরীরে আদরের চাপড় দিয়ে জক সেটিকে নিয়ে এলো পাশে। বললো, 'ইন্ডি শোন, তোমাকে একটি গোপন কথা বলি। গড়পড়তা সাধারণ মানুষ থেকে গড়পড়তা সাধারণ সাপ অনেক ভালো।'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করবো', বললো ইন্ডি, 'শুধু এটিকে তোমার পাশে রাখো।' হাত–পা তার ঠাণ্ডা হয়ে আসছিলো।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে, ইন্ডির মনে হলো, আর বেশি দিন নয়, খুব শীঘ্রই তার সঙ্গে আবার দেখা হবে সেই ফরাসীটির।

২. বার্লিন

উইলহেলমস্ট্রেসে এর একটি অফিস। এস এসের কালো পোশাক পরে একজন নাৎসী অফিসার বসে আছে তার ডেস্কের পিছে, নাম এইডেল। তার সামনে টেবিলে স্তূপ করা সব ম্যানিলা কাগজের ফোল্ডার। টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছে আরেকজন অফিসার। বোঝা যায় তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। নাম তার ডিয়েট্রিচ। একবার এইডেলকে, আরেকবার তার সামনে রাখা কাগজপত্র দেখছে ডিয়েট্রিচ আর ভাবছে, আজকাল যে যত কাগজ সই করতে পারে আর যে যত সীলছাপ্পর মারতে পারে সেই ততো বড় অফিসার। আর এই সব কেরানিরা তাতে স্ফীত হয়। ডিয়েট্রিচ অপেক্ষা করছিলো এইডেলের মুখ খোলার। এইডেল চুপ করে আছে। কথা বলতে বলতে মাঝে চুপ করে যাওয়ার অর্থ নিজের গুরুত্ব জাহির করা।

দেয়ালে টাঙানো ফুয়েরারের ছবির দিকে তাকালো ডিয়েট্রিচ। তারপর আবার এইডেলের দিকে। তাকে শুনে যেতে হবে তার কথা, হাসতে হবে, ভান করতে হবে যে তোমার থেকে তার গুরুত্ব বেশি। অবশ্য একদিক থেকে গুরুত্বের কথাটা ঠিক, কারণ হিটলারের কাছে সরাসরি যাওয়ার অধিকার আছে এইডেলের। হিটলারের ব্যক্তিগত গার্ডদের একজন হচ্ছে এইডেল।

এইডেল তার ইউনিফর্মে একবার হাত বুলালো। তাকালো ডিয়েট্রিচের দিকে। বললো, 'মনে হয় বিষয়টির গুরুত্ব আপনার কাছে পরিষ্কার করতে পেরেছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্নেল ?'

মাথা নাড়লো ডিয়েট্রিচ। অধৈর্য লাগছে তার। অফিস আদালত সে ঘৃণা করে।

উঠে দাঁড়ালো এইডেল। তারপর পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালো জানালার কাছে। বললো, 'এই বিশেষ জিনিসটি পাওয়ার ব্যাপারে ফুয়েরার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এবং অবশ্যই বুঝতে পারছেন তিনি যখন মনস্থির করেন . . . ' কথা পুরো শেষ না করে সে তাকালো ডিয়েট্রিচের দিকে। ভাবটা এমন, ফুয়েরার যা চিন্তা করেন তা সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে।

'আমি বুঝেছি', কোলের ওপরে রাখা এটাচী কেসে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে বললো ডিয়েট্রিচ।

'এখানে ধর্মের ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ', বললো এইডেল, 'ফুয়েরারের যে ইহুদী ধর্মীয় প্রতীকের ব্যাপারে আগ্রহ আছে তা নয়, মানে তাই-ই স্বাভাবিক।' এখানে থামলো এইডেল, হাসলো অদ্ভুতভাবে, 'বুঝাতেই পারছেন তার আগ্রহটা জিনিসটার প্রতীকী অর্থের প্রতি।'

ডিয়েট্রিচের হঠাৎ মনে হলো, এইডেল মিথ্যা বলছে। ঠিক এই জায়গাটায় যেন সে কি লুকোচ্ছে। এটা ভাবা খুবই কষ্টকর যে, কোন জিনিসের প্রতীকী অর্থের প্রতি ফুয়েরারের আগ্রহ প্রবল। কয়েক মিনিট আগে তাকে দেওয়া এইডেলের টেলিগ্রামটা সে একবার দেখলো। আরেকবার তাকালো ফুয়েরারের ছবির দিকে।

মফস্বল শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসারের ভঙ্গিতে বললো এবার এইডেল, 'এখন বিশেষজ্ঞদের ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক।'

'অবশ্যই', উত্তর দিলো ডিয়েট্রিচ।

'নির্দিষ্ট কোন প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞের ব্যাপারে আলোচনা করা ভালো।'

কিছুই বললো না ডিয়েট্রিচ। সে বুঝতে পারছে আলোচনাটা কোন দিকে এগোচ্ছে এবং তাকে কি বলতে হবে।

'আমার মনে হচ্ছে বিষয়টা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে', বললো ডিয়েট্রিচ।

'কিন্তু আপনার কানেকশন আছে', মৃদু হাসলো এইডেল। 'আমি যদুর জানি, এ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় সব লোকজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আমি কি ঠিক বলেছি ?'

'তর্কের বিষয়।'

'না, তর্কের সময় এখন নেই', বললো এইডেল, 'আর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয় নিয়ে আমি এখানে তর্ক করতেও আসিনি। আপনার মতো আমিও এখানে উপস্থিত হয়েছি হুকুম তামিল করতে।'

'সেটা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না।' বললো ডিয়েট্রিচ।

'আমি তা জানি', চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো এইডেল, 'এ বিশেষ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় একজনের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে যার ব্যাপারে আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগ্রহী। ঠিক বলেছি?'

'সেই ফরাসীটা?' জিজ্ঞেস করলো ডিয়েট্রিচ।

'অবশ্যই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ডিয়েট্রিচ। খানিকটা অস্বস্তি লাগছে তার। যেন তার ইতস্ততার জন্যে হিটলারের মুখটি তাকে বকাবাদ্যি করছে। 'ঐ ফরাসীকে পাওয়া কঠিন। যে কোন মার্সিনারীর মতো সে মনে করে পুরো বিশ্বটাই বুঝি তার চাকুরিস্থল।'

'আপনি শেষ কবে তার সম্পর্কে শুনেছেন?'

'শুনেছিলাম বোধহয় দক্ষিণ আমেরিকায় আছে সে।'

'আপনি তাকে খুঁজে পাবেন', নিজের হাত দু'টি পরীক্ষা করতে করতে বললো এইডেল, 'আপনি বুঝতে পারছেন আপনাকে আমি কি বলতে চাইছি? আপনি বুঝতে পারছেন এ নির্দেশ আসছে কোত্থেকে?'

'আমি তাকে খুঁজে বের করতে পারবো', বললো ডিয়েট্রিচ।

'কিন্তু আপনাকে এখন সতর্ক করে দিতে চাই . . .'

'আমাকে সতর্ক করবেন না কর্নেল।'

ডিয়েট্রিচ অনুভব করলো তার গলা হঠাৎ শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে। আহ্, এর গলা টিপে ধরে, টেবিলের সামনের প্রতিটি ম্যানিলা ফোল্ডার তাকে গেলাতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতো ডিয়েট্রিচ।

'ঠিক আছে, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি — ঐ ফরাসীটার মূল্য অনেক।'

'সেটা কোন ব্যাপারই না।'

'এবং তার ওপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।'

'সেটা অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে। কথাটা হলো কি কর্নেল ডিয়েট্রিচ, তাকে খুঁজে বের করে ফুয়েরারের সামনে আপনাকেই নিয়ে আসতে হবে। এবং খুব শীঘ্রই তা করতে হবে।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো ডিয়েট্রিচ। মাঝে মাঝে আতংকিত হয়ে ওঠে ডিয়েট্রিচ ; যখন ভাবে ফুয়েরারকে ঘিরে বসে আছে এ ধরনের অকর্মণ্য বোকা চাটুকাররা।

হাসলো এইডেল, যেনো সে বুঝতে পারছে ডিয়েট্রিচের অস্বস্তি। এবং তা অনুভবও করছে। বললো সে, 'বুঝলেন তো এ ব্যাপারে চটজলদি ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটাও স্বাভাবিক যে অন্যপক্ষরাও এ ব্যাপারে আগ্রহী এবং রাইখের স্বার্থ তারা দেখবে না। আমি কি সবকিছু আপনার কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পেরেছি?'

'পরিষ্কার।' বললো ডিয়েট্রিচ। সেই ফরাসী বেল্লোকের সঙ্গে তাকে কাজ করতে হবে জেনে মনটা বিষিয়ে উঠছে। ঐ লোকের কোন রাজনীতি, দর্শন, বিশ্বাসের প্রতি আস্থা নেই। কোন কিছুতে যদি নিজের স্বার্থ থাকে তা হলে বেল্লোকের কাছে তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক। স্বার্থ না থাকলে বেঠিক।

'এ ব্যাপারে অন্য কোন দল আগ্রহ দেখালে ব্যাপারটা দেখা হবে', বললো এইডেল, 'ঐ ব্যাপারে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না।'

'আপনাকে আর তা বলতে হবে না।' বিরক্ত হয়ে বললো ডিয়েট্রিচ।

ঘুরে এসে নিজের চেয়ারে বসলো এইডেল। তাকালো অপর দিকে বসা ডিয়েট্রিচের দিকে। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ডিয়েট্রিচকে দেখে যেনো অবাক হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বললো, 'আরে, আপনি এখনও রয়েছেন, কর্নেল?'

এটাচী কেসটা শক্ত হাতে ধরে ডিয়েট্রিচ উঠলো। ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠছে তার। এই কালো পোশাক পরা লোকগুলি মনে করে পৃথিবীটা যেনো তারা কিনে নিয়েছে।

'হ্যাঁ, আমি এখনই উঠছিলাম', বললো ডিয়েট্রিচ।

'হেইল হিটলার', বললো এইডেল।

দরজার কাছ থেকে হাত তুলে ডিয়েট্রিচও বললো — হেইল হিটলার।

৩. কানেকটিকাট

মার্শাল কলেজে নিজের অফিসে বসে আছে ইন্ডিয়ানা জোনস্।

প্রত্নতত্ত্বের ১০১ কোর্সের আজ ছিল শুরু এবং জোনস্ তা ভালোভাবেই শেষ করেছে। সবসময় তা ভালোভাবেই শুরু হয়। ইন্ডিয়ানা শিক্ষকতা ভালোবাসে এবং তার মনে হয় সে যা বলতে চায় বা তার আবেগ সে অনুরণিত করতে পারে ছাত্রদের মাঝে। কিন্তু এখন তার কাছে অস্থির লাগছে। আর এই অস্থিরতা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবং সে জানে কেন এই অস্থিরতা।

টেবিলের ওপর পা তুলে দিলো ইন্ডিয়ানা। কয়েকটি বই পায়ের ধাক্কায় পড়ে গেলো মেঝেতে। তারপর ফের উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগলো। এতো পরিচিত ঘরটিকে মনে হচ্ছে অপরিচিত। দেয়ালে টাঙানো দক্ষিণ আমেরিকার একটি মানচিত্র। এখন এটিকে মনে হচ্ছে নির্বস্তুক কোন চিত্রকর্ম। বইয়ের শেলফের ওপর সেই মূর্তিটির এইটি নকল। মূর্তিটিকে হাতে তুলে নিয়ে নিজের মনে বললো ইন্ডি — এর জন্যে তুমি তোমার জীবন দিতে গিয়েছিলে। নিশ্চয় তোমার মাথার নাটবল্টু ঢিলে হয়ে গেছে।

মূর্তিটি হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলো ইন্ডি। এক মুহূর্তের জন্যে পুরনো আবেগ ফিরে এলো। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেছিলো সে

www.BanglaBook.org

কখন? কত বছর আগে? পনেরো? ষোল? সেই আবেগ পরিণত হয়েছে নেশায় যা থেকে আর মুক্তি নেই।

হাতের তালুতে মূর্তিটা রেখে ইন্ডি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো যেন মূর্তিটি তার ব্যক্তিগত শত্রু। না, ভাবলো সে : তুমিই তোমার প্রধান শত্রু জোনস্। তুমিই ছুটে গিয়েছিলে দক্ষিণ আমেরিকায় কেননা ফরেস্টালের কাগজপত্রের মধ্যে তুমি নকশার অর্ধেকটা পেয়েছিলে। তুমিই একান্তভাবে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলে সেই ঠগবাজ দু'জনকে যাদের কাছে ছিল নকশার বাকিটা। এবং তারপর বেল্লোক।

সবকিছু মিলিয়ে গিয়ে এখন বেল্লোকের চেহারাটাই ভেসে উঠলো ইন্ডির সামনে। হালকা পাতলা গড়ন, সুন্দর মুখ, কালো চোখ, হাসি হাসি মুখ যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না তার ধূর্তামি।

এই ফরাসীটির সঙ্গে তার আরো কিছু সংঘাতের কথা মনে হলো। গ্রাজুয়েট স্কুলে তারা এক সঙ্গেই পড়তো। ঐ সময় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পুরস্কারটা পেয়েছিলো বেল্লোক। অথচ বেল্লোকের রচনার মূল ভিত্তি ইন্ডির নিজের গবেষণা। যে কোনভাবেই হোক বেল্লোক তা নকল করেছিলো। ইন্ডি কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি।

১৯৩৪। ইন্ডি, একবার ভাবো ১৯৩৪ সালের সেই গ্রীষ্মের কথা।

১৯৩৪। গ্রীষ্মকাল। অনেকদিন ধরে ইন্ডি পরিকল্পনা করে আসছে গ্রীষ্মে সৌদী আরবের রুব আল খালি মরুভূমিতে খনন চালাবে। মাসের পর মাস পরিকল্পনা করতে হয়েছে, যোগাড় করতে হয়েছে অর্থ। ইন্ডি নিশ্চিত ছিল যে, খনন করে সে এমন এক সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে পারবে যা বিকশিত হয়েছিলো খৃস্টের জন্মের আগে। কিন্তু তারপর কি হলো?

চোখ বন্ধ করলো ইন্ডিয়ানা জোনস্।

এখনও সেই স্মৃতি তার মন বিষিয়ে দেয়।

বেল্লোক তার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো সেখানে।

তার আগেই বেল্লোক খনন করেছিলো সে জায়গা।

এটা ঠিক যে, খননের ফলে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু পায়নি ফরাসীটা। কিন্তু সেটাই তো মূল ব্যাপার নয়।

ব্যাপারটা হচ্ছে আবারও বেল্লোক চুরি করে নিয়েছিলো তার জিনিস। কিন্তু সেবারও তা প্রমাণ করার কোন উপায় ছিলো না। এখন আবার সেই মূর্তিটি।

অফিসের দরজাটা আস্তে খুলে গেলো। চমক ভাঙলো ইন্ডির।

ঘরে ঢুকলো মার্কাস ব্রডি। মুখে কিছুটা চিন্তা, কিছুটা সতর্কতার ভাব, জাতীয় যাদুঘরের কিউরেটর মার্কাসকে ইন্ডি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করে।

'ইন্ডিয়ানা', মার্কাসের গলার স্বর নমিত।

মূর্তিটা তুলে ধরলো ইন্ডি যেন এগিয়ে দিচ্ছে মার্কাসের দিকে, তারপর কি ভেবে তা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার এই হাতে আসল জিনিসটা ছিল মার্কাস। আসল জিনিস।' চেয়ারে বসে পড়ে চোখ বন্ধ করলো ইন্ডি। চোখের পাতা দু'টি ডলতে লাগলো হাত দিয়ে।

'আমাকে বলেছো ইন্ডিয়ানা', বললো ব্রডি, 'আমাকে আগেই তা বলেছো। তুমি ফিরে আসামাত্রই বলেছিলে আমাকে। মনে নেই তোমার?'

'আমি তা ফিরে পেতে পারি মার্কাস! আমি তা ফিরে পেতে পারি। আমার কি মনে হয় জানো? বেল্লোককে তো মূর্তিটা বিক্রি করতে হবে, তাই না? তা' হলে সে বিক্রি করবে কোথায়?'

'কোথায় ইন্ডিয়ানা?' প্রশ্নের ভঙ্গিতে ব্রডি তাকালো বন্ধুর দিকে। 'মারাক্কেশ। মারাক্কেশ।' বলে উঠলো ইন্ডি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন জিনিসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। ছোটখাটো প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ যা সে যোগাড় করেছিলো সেই মন্দির থেকে। 'দেখো মার্কাস, এগুলিও মূল্যবান', বললো ইন্ডি, 'মারাক্কেশ যাবার জন্যে এগুলিই যথেষ্ট কিনা বলো?'

ব্রডি সেগুলির দিকে তাকালো না। বরং ইন্ডির কাঁধে হাত রেখে বললো, 'সববারের মতো এবারও যাদুঘর এগুলি কিনে নেবে। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে না। তবে, মূর্তিটির ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলবো। কিন্তু এখন আমি চাই তুমি কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করো। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তারা অনেক দূর থেকে এসেছে ইন্ডিয়ানা।'

'তারা কারা?' নিরাসক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো ইন্ডিয়ানা।

'আর্মি ইন্‌টিলিজেন্স?'

'কি? আমি আবার কোন ঝামেলা বাঁধিয়েছি নাকি?'

'না। বরং বিপরীত। তোমাকেই তাদের দরকার।

'আমি এখন একটি ব্যাপারেই আগ্রহী, তা হচ্ছে মারাক্কেশ যাওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা। বুঝেছো মার্কাস, এ জিনিসগুলি কিন্তু সত্যিই দামী।'

'হবে ইন্ডিয়ানা, হবে। প্রথমে আমি চাই তুমি এদের সঙ্গে দেখা করো।'

দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালো ইন্ডি। মানচিত্রটি দেখতে দেখতে বললো, 'হ্যাঁ, দেখা করবো। তোমার যখন এতোই ইচ্ছে তখন আমি নিশ্চয় দেখা করবো।'

'তারা লেকচার হলে অপেক্ষা করছে।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো দু'জন করিডোরে।

সুন্দরী একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো ইন্ডির সামনে। হাতে তার একগাদা বইপত্র, ভানটা খুব পড়ুয়ার। মেয়েটিকে দেখামাত্র ইন্ডির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'প্রফেসর জোনস্', বললো মেয়েটি।

'হু—'

'ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটি বিষয়ে আলাপ করবো', লাজুকভাবে সে তাকালো মার্কাস ব্রডির দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই সুসান। আমিই তো তোমাকে সময় দিয়েছিলাম।'

'এখন নয়।' বললো ব্রডি, 'এখন নয় ইন্ডিয়ানা।' তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বললো, 'প্রফেসর জোনসকে এখনি একটি জরুরী কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতে হবে। পরে তুমি তার সঙ্গে আলাপ করো, কেমন?'

'হ্যাঁ', আমতা আমতা করে বললো ইন্ডি, 'আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো।'

হতাশার হাসি হাসলো মেয়েটি। তারপর মিলিয়ে গেলো করিডোরের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর মাঝে। ইন্ডি সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মেয়েটির চলে যাওয়ার দিকে। বিশেষ করে মেয়েটির পায়ের গোছ ও গোড়ালি তাকে খুব টানছিল। 'বেশ সুন্দরী না! তোমার রুচি অনুযায়ী', শার্টে টান পড়লো ইন্ডির, বললো ব্রডি, 'কিন্তু ও ব্যাপার পরে, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' অনিচ্ছুকভাবে এগোলো ইন্ডি লেকচার হলের দিকে।

লেকচার হলের মঞ্চে ইউনিফর্ম পরা দু'জন অফিসার বসে। ব্রডি একটি চেয়ার টেনে এনে ইন্ডিকে সেখানে বসতে বলে অফিসার দু'জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো — 'ইন্ডিয়ানা, আমি তোমাকে কর্নেল মাসগ্রোভ ও মেজর ইটনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ওয়াশিংটন থেকে এঁরাই এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম', বললো ইটন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি প্রফেসর জোনস্। আপনি প্রত্নতত্ত্বের ডক্টরেট, অকাল্ট বিশেষজ্ঞ, দুষ্প্রাপ্য প্রত্নসম্পদ আহরক।'

'হ্যাঁ। বলার এটি একটি ধরন হতে পারে বটে।'

'কিন্তু দুষ্প্রাপ্য প্রত্নসম্পদের আহরক কথাটা কেমন রহস্যময় শোনাচ্ছে না?' বললো মেজর।

ইন্ডি তাকালো ব্রডির দিকে। ব্রডি বললো, 'প্রফেসর জোনস্ আমাদের যাদুঘরের জন্যে যা সংগ্রহ করে থাকেন তা সব সময় প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির নীতিমালা মেনেই।'

'হ্যাঁ, তাতো বটেই।' বললো মেজর।

এসব আলোচনা ইন্ডিকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করছিলো না। খানিকটা বিরক্ত মুখেই সে বসে রইলো।

'আমি যদ্দূর জানি', এমন সময় বললো মেজর ইটন, 'আপনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর র‍্যাভেনউডের অধীনে পড়াশোনা করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কি কোন ধারণা আছে তিনি এখন কোথায়?'

র‍্যাভেনউড! নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির ভারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো মন, কিন্তু ঐ স্মৃতির জালে ইন্ডি আটকে পড়তে চায় না। বললো, 'গুজব শুনেছি তিনি ছিলেন এশিয়ায়। এর বেশি কিছু জানি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমরা শুনেছিলাম আপনি ছিলেন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ একজন।' বললো মাসগ্রোভ।

'হ্যাঁ', চিবুক ডলে বললো ইন্ডি, 'হ্যাঁ, আমরা বন্ধু ছিলাম . . . যদিও বহু বছর আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়নি। বরং বলা যেতে পারে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।'

সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, ভাবলো ইন্ডি। ওটা কম করে বলা। বরং বলা উচিত সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে। তারপর ইন্ডির মনে হলো ম্যারিয়নের কথা। এ স্মৃতি আবার উথলে উঠুক, ইন্ডি তা চায় না। ম্যারিয়ন, সেই সুন্দর চোখের মেয়েটি।

অফিসার দু'জন নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করছে। আলাপ শেষ হলে ইটন বললো, 'আমরা আপনাকে যা বলবো তা অবশ্যই গোপন রাখতে হবে।'

'অবশ্যই।'

'গতকাল', বললো মাসগ্রোভ, 'আমাদের ইউরোপীয় একটি স্টেশন একটি জার্মান বার্তা হস্তগত করেছে। বার্তাটি পাঠানো হয়েছে কায়রো থেকে বার্লিনে। নিশ্চয় সংবাদটি কায়রোয় অবস্থানরত জার্মান চরদের জন্যে বয়ে এনেছে উল্লাস।' মাসগ্রোভ তাকালো ইটনের দিকে। ভাবটা, এবার তুমি বলো।

'আমি জানি না', ইটন বললো, 'আপনাকে যা বলছি তা আপনার জন্যে পুরনো সংবাদ কিনা। আপনি বোধহয় জানেন, গত দু'বছর নাজীরা সারা পৃথিবীতে দলে দলে প্রত্নতাত্ত্বিক পাঠাচ্ছে . . .।'

'তা আমার নজর এড়ায়নি।'

'অবশ্যই। তার মানে হচ্ছে, যে কোন ধর্মীয় প্রতীকের খোঁজে পৃথিবীটা চষে বেড়াচ্ছে। আমাদের গোপন সূত্র অনুসারে হিটলার অকাল্টের ব্যাপারে পাগল। এখন মনে হচ্ছে, কায়রোর বাইরে খুব গোপনে কোন মরুভূমিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হচ্ছে।'

এগুলি শুনতে শুনতে ইন্ডির ঘুম পাচ্ছিলো। ইন্ডি জানে, এবং আরো অনেকেও শুনেছে, নিজের ক্ষমতার জন্যে হিটলার অকাল্টে বিশ্বাস করে এবং পৃথিবীময় এ ধরনের যে কোন জিনিসের কথা শুনলেই সে সংগ্রহ করতে চায়। তা হিটলারের এই অকাল্ট-প্রীতির সঙ্গে ইন্ডির কি সম্পর্ক! মাসগ্রোভ এটা লক্ষ্য করেই বোধহয় এটাচী কেস খুলে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলো ইন্ডির দিকে। বললো, 'এই বার্তাটি পেয়েছি। কিন্তু আমরা মানে বের করতে পারছি না। দেখুন তো আপনার কিছু মনে হয় কি না।' বার্তাটিতে লেখা ছিল :

তানিস-এর কাজ চলছে।
রা-এর লাঠির মাথাটি খোঁগাড় করো,
একনার র‍্যাভেনউড, ইউ এস।

বার্তাটি পড়ামাত্র ইন্ডির মাথা সচল হয়ে উঠলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে ব্রডিকে লক্ষ্য

www.BanglaBook.org

করে বললো, অবাক হওয়া স্বরে, 'নাজীরা তানিস আবিষ্কার করে ফেলেছে?'

ব্রডির মুখ গম্ভীর এবং পাংশু।

'দুঃখিত প্রফেসর, এইমাত্র আমি হেরে গেলাম। তানিস মানে কি?' জিজ্ঞেস করলো ইটন।

মঞ্চ থেকে ইন্ডি গেলো জানালার দিকে। মগজ তার উথাল পাথাল করছে। জানালাটা খুলে সকালের বাতাস টেনে নিলো বুক ভরে। ঠাণ্ডা, পরিষ্কার হাওয়া। তাজা হয়ে উঠলো মন। তানিস। রা-এর লাঠি। র‍্যাভেনউড। এসব কথা তার মনে করিয়ে দিলো পুরানো কাহিনী, কিংবদন্তী, গল্প। অনেক বছর আগে মগজের স্তরে স্তরে সে এ বিষয়ে যেসব তথ্য আহরণ করে রেখেছিলো এখন এগুলি সব স্রোতের মতো ধাক্কা দিতে লাগলো। গলগল করে সব বলতে ইচ্ছে করছে। বললো ইন্ডি, 'এর অনেক কিছুই হয়ত আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে। আমি জানি না। এর অনেকটা নির্ভর করবে আপনাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর।' থামলো একটু ইন্ডি, তারপর তাদের ভাষাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হারানো আর্কটা ধরে নেওয়া হয় পাওয়া যেতে পারে তানিস শহরে।'

'আর্ক? মানে নূহের নৌকো?' জিজ্ঞেস করলো মাসগ্রোভ।

'না, এটা নূহের নৌকো নয়', মাথা নেড়ে বললো ইন্ডি, 'এই আর্ক হচ্ছে সিন্দুক। আমি কভেনান্টের সিন্দুকের কথা বলছি। আমি সেই সিন্দুকের কথা বলছি যাতে করে ইসরায়েলীরা টেন কমানডেন্টস বয়ে বেড়াতো।'

'বলেন কি!' বললো ইটন, 'আপনি কি টেন কমানডেন্টসের কথাই বলছেন?'

'আমি সেই আসল পাথরের টুকরোগুলোর কথা বলছি। সেই আসল পাথরগুলোর কথা বলছি যেগুলি মুসা হেরা পাহাড় থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আমি সেগুলোর কথা বলছি, কিংবদন্তী অনুসারে যা মুসা ভেঙে ফেলেছিলেন ইহুদিদের অধপতন দেখে। যখন পাহাড়ে উঠে মুসা কথা বলছেন ঈশ্বরের সঙ্গে, আইন বুঝে নিচ্ছেন, তখন বাকি লোকজন মেতেছিলো মূর্তি তৈরি আর নষ্ট আমোদ প্রমোদে। সুতরাং খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন মুসা এবং ভেঙে ফেলেছিলেন পাথরগুলো যেগুলোতে লেখা ছিলো আইনগুলো, ঠিক?'

সামরিক অফিসার দুজনের মুখ নৈর্ব্যক্তিক। ইন্ডি একবার ভাবলো, সে যেমন উৎসাহিত বোধ করছে সে রকম উৎসাহ যদি সঞ্চারিত করতে পারতো ওদের মধ্যে।

'তারপর ইসরাইয়েলীরা এই ভাঙা টুকরোগুলো রাখে একটি সিন্দুকে। এবং যেখানেই তারা যেতো যেখানেই বয়ে নিয়ে যেতো এই সিন্দুকটি। যখন তারা থিতু হলো কানানে, তখন এই সিন্দুক রাখা হলো সলোমনের মন্দিরে। বহু বছর তা সেখানে ছিলো . . . তারপর হাওয়া হয়ে গেলো সেখান থেকে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মাসগ্রোভ।

'কেউ জানে না কে কখন ওটা নিয়ে গেছে।'

ব্রডি এবার মুখ খুললো। ইন্ডির মতো গলগল করে নয়, ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভঙ্গিতে বললো, 'সিসাক নামে এক মিশরীয় ফারাও খৃস্টপূর্ব ৯২৬ অব্দের দিকে জেরুজালেম আক্রমণ করেছিলেন। হয়ত তিনিই সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিলেন তানিসে . . .'

'সেখানে তিনি হয়তো', কথার মাঝখানে বললো ইন্ডি, 'গোপন এক প্রকোষ্ঠে তা লুকিয়ে রেখেছিলেন। গোপন এই কুঠুরিটি পরিচিত 'ওয়েল অফ সোলস' নামে।

কেউ কোন কথা বললো না।

ইন্ডি আবার বললো, 'যা হোক, এটা হচ্ছে কিংবদন্তী, তবে সিন্দুক নিয়ে বহিরাগত যেই মাতামাতি করেছে তার বিপদ হয়েছে। সিসাক মিশরে ফেরামাত্র ধূলিঝড়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো তানিস। এক বছর চলেছিলো এই ধূলিঝড়।'

'হ্যাঁ', বললো ইটন, 'এ ধরনের কাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে অভিশাপ থাকবেই?'

মেজরের এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশে ক্ষুব্ধ হলো ইন্ডি। বললো, 'আপনার যা ইচ্ছা তাই ভাবুন, কিন্তু জেরিকোর যুদ্ধের সময়, শহরের দেয়াল ভাঙার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত, সাতদিন, ইহুদী পুরোহিতরা এই সিন্দুকটি নিয়ে প্রদক্ষিণ করেছিলো শহর। এবং তারপর বলা হয় ফিলিস্তিনীরা দখল করেছিলো সিন্দুকটি, কিন্তু তারপর প্লেগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা।'

'এসব বেশ ইন্টারেস্টিং,' বললো ইটন, 'কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে, নাজীদের একটি তারবার্তায় একজন আমেরিকানের নাম থাকবে কেনো?'

'তিনি একজন তানিস শহর বিশেষজ্ঞ', বললো ইন্ডি, 'তানিস ছিলো তাঁর জপমন্ত্র। এমনকি ঐ শহরের কিছু জিনিসপত্রও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু শহরটি তিনি কখনও খুঁজে পাননি।'

'কিন্তু নাজীরা তার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে কেনো?' জিজ্ঞেস করলো মাসগ্রোভ।

'আমার মনে হয়', একটু ভেবে বললো ইন্ডি, 'নাজীরা রা-এর লাঠির হাতলটা খুঁজছে, এবং তারা মনে করছে সেটি আছে আবনারের কাছে।'

'রা-এর লাঠি—এর মানেটা কি?' আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো মাসগ্রোভ।

'আমি একটি ছবি এঁকে দেখাচ্ছি', বললো ইন্ডি। ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে দ্রুতহাতে একটি স্কেচ করলো ইন্ডি। বললো সেই স্কেচটি দেখাতে দেখাতে, 'মনে করা হয় সিন্দুকের লুকোনো জায়গার সূত্র পাওয়া যাবে ঐ রা-এর লাঠিতে। লাঠিটা ছিল লম্বা, প্রায় ছ' ফুটের মতো, অবশ্য সঠিক মাপ কারো জানা নেই ; এর হাতলটা সূর্যের আকারে করা, আর তার মাঝে আছে একটি স্ফটিক। তানিস শহরের একটি বিশেষ মানচিত্র-রুম আছে, সেখানে পুরো শহরটিকে দেখানো হয়েছে, দিনের একটি বিশেষ সময়ে ঐ মানচিত্র-রুমের এক বিশেষ জায়গায় লাঠিটা রাখতে হয়। তখন সূর্যের আলো ঐ লাঠির হাতলের ঐ স্ফটিকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে মানচিত্রের এক বিশেষ জায়গায়। ঐ বিশেষ জায়গাটিই হচ্ছে ওয়েল অফ সোলস . . .'

www.BanglaBook.org

'যেখানে সিন্দুকটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে', বললো মাসগ্রোভ, 'ঠিক, এ জন্যেই বোধহয় নাজীরা হাতলটি চাচ্ছে। এবং সে কারণেই র‍্যাভেনউডের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারবার্তায়।'

ইটন উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, 'সিন্দুকটা দেখতে কি রকম?'

'দেখাচ্ছি', বলে ইন্ডি আবার হলঘরে গেলো, ফিরে এলো একটি বই নিয়ে। বেশ ক'টি পাতা খুঁজে বের করলো একটি রঙিন ছবি। তারপর সেটা মেলে ধরলো দুই সামরিক অফিসারের সামনে, তারা দু'জন এক দৃষ্টিতে তা দেখতে লাগলো। দৃশ্যটি বাইবেলের। ইসরাইয়েলী বাহিনীর সামনে দু'জন বহন করছে সিন্দুকটি। আয়তাকার একটি সোনার সিন্দুক। ওপরে সোনালী রংয়ের দু'টি দেবশিশু আঁকা। সিন্দুকের কোণায় বিশেষ হাতল, তার মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে ইসরাইয়েলীরা তা বহন করছে। কিন্তু যে জিনিসটা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তা হলো দেবশিশু দু'জনের পাখা থেকে তীক্ষ্ণ এক আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়ছে পলায়নপর শত্রুদের ওপর এবং মনে হচ্ছে সে আলো সহ্য করতে না পেরেই শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

'ঐ পাখা থেকে কি বেরুচ্ছে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলো মাসগ্রোভ।

'কে জানে?' কাঁধ ঝাঁকালো ইন্ডি, 'হতে পারে বজ্র, আগুন। ঈশ্বরের শক্তি। যে নামেই অভিহিত করুন না কেন এর ক্ষমতা ছিল পাহাড় গুড়িয়ে দেওয়ার। বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করার।'

ইন্ডি কথা শেষ করে তাকালো ইটনের দিকে। ভাবলো, না, এই লোকের কোন কল্পনাশক্তি নেই। কোন কিছুই এ ধরনের চরিত্রকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে পারবে না।

'এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত প্রফেসর? মানে সিন্দুকের ক্ষমতা সম্পর্কে?'

'আমি তো বললাম সব নির্ভর করে আপনার বিশ্বাসের ওপর। কিংবদন্তীটা গ্রহণ করতে পারেন এ ভেবে যে, এতে হয়তো সত্যের খানিকটা ভিত আছে।'

'হিটলারের মতো একটি পাগল', বললো ইটন, 'এ ধরনের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে পারে। এবং এর পিছে যাবতীয় সম্পদশক্তি ব্যয় করতে পারে।'

'হয়তো।' বললো ইন্ডি, 'হিটলার হয়তো ভাবতে পারে সিন্দুকটি পেলে তার বাহিনী হয়ে উঠবে অজেয়। কিন্তু আরেকটি ব্যাপার। কিংবদন্তী অনুযায়ী, সত্যিকারের নবী এলেই আবার উদ্ধার করা যাবে সিন্দুকটি।'

'সত্যিকারের নবী?' জিজ্ঞেস করলো মাসগ্রোভ।

'হিটলার হয়তো নিজেকে তাই মনে করে।' মন্তব্য করলো ইটন।

তারপর খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। ইন্ডি একমনে বইয়ের ছবি দেখতে লাগলো। একসময় মাসগ্রোভ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'প্রফেসর জোনস্, আপনি খুব উপকার করলেন। আশা করি প্রয়োজনে আবার আপনার সাহায্য পাবো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই। যে কোন সময়। খালি বললেই হলো।' বললো ইন্ডি।

তারপর সবার সঙ্গে সবার হাত মেলাবার পালা। ব্রডি অফিসার দু'জনকে এগিয়ে দিলো দরজা পর্যন্ত।

ইন্ডির ছোট্ট বাসায়, এলোমেলো বৈঠকখানায় বসে ছিলো তারা দু'জন — ইন্ডি আর সুসান।

'আমি নিশ্চয় তোমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছিলাম', বললো সুসান, 'ঐ সময় তুমি যখন ব্রডির সঙ্গে ছিলে।'

'না, বিন্দুমাত্র না।'

বৈঠকখানার চারদিকে ছোটখাটো নানা প্রত্নসম্পদ ছড়ানো।

বিভিন্ন সময় ইন্ডিয়ানা জোনস্ যেসব অভিযানে গিয়েছিলো এগুলো তারই স্মারকচিহ্ন।

'এই ঘরটি আমার খুব পছন্দ', দু'হাটুর ওপর খুতনি রেখে বসে বললো সুসান, 'পুরো বাসাটাই আমার পছন্দ। তবে এ রুমটি আমি বেশি ভালোবাসি।'

সোফা থেকে ইন্ডি উঠে দাঁড়ালো। কোন কথা বললো না। পকেটে দু'হাত রেখে পায়চারি করতে লাগলো। সুসানের উপস্থিতি আজ হস্তক্ষেপের মতো লাগছে। গ্লাসে খানিকটা মদ ঢাললো ইন্ডি। এক চুমুক গিলে ফেললো তা। বুকের ভেতর জ্বালা করতে লাগলা।

'তোমাকে আজ খুব অচেনা লাগছে ইন্ডি', বললো সুসান।

'অচেনা?'

'তোমার মনে নিশ্চয় কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। নতুন কোন চিন্তা।'

রেডিওর নব ঘুরালো একবার ইন্ডি। ব্যান্ডের শব্দ। কাঁটা ঘুরালো অন্যমনস্কভাবে। আর ঠিক তখনই র‍্যাভেনউডের কথা মনে হলো তার। দু'জনের শেষ সাক্ষাৎ, ঝড়ো সাক্ষাৎই বলা যেতে পারে। কি বলেছিলো র‍্যাভেনউড?'

'ম্যারিয়নের মোহ আছে তোমার প্রতি আর তুমি তারই সুযোগ নিলে।'

'তোমার বয়স আটাশ। নিজেকে তুমি মনে করো একজন বয়স্ক হিসেবে। আর বাচ্চা মেয়েটার মোহ তুমি ব্যবহার করলে নিজ স্বার্থে।'

ইন্ডির মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। ভঙ্গুর এক বিশ্বাস তার ওপর স্থাপন করা হয়েছিলো আর তা ভেঙে ফেলেছিলো সে খান খান করে।

'ইন্ডি, তুমি যদি চাও আমি চলে যাবো', বললো সুসান, 'তুমি যদি একলা থাকতে চাও কিছু মনে করবো না।'

'আরে না, না, কি যে বলো! থাকো।'

দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ।

বৈঠকখানা ছেড়ে ইন্ডি বাইরের বারান্দায় গেলো। দেখলো, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ব্রডি। মুখে তার হাসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মার্কাস', বললো ইন্ডি দরজা খুলতে খুলতে, 'আমি কিন্তু তোমাকে আশা করিনি।'

'অবশ্যই তুমি আমাকে আশা করছিলে', ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো ব্রডি।

'চলো পড়ার ঘরে বসা যাক।' বললো ইন্ডি।

'কেন, বৈঠকখানা কি ক্ষতি করলো?'

'মেহমান আছে।'

'হুঁ, যা ভেবেছিলাম।'

পড়ার ঘরে ঢুকলো দু'জন। 'কাজটি তুমি সাঙ্গ করেছো, তাই না।' বললো ইন্ডি।

'তারা চাচ্ছে নাজীদের আগেই যেনো তুমি সিন্দুকটি হস্তগত করতে পারো।' বললো ব্রডি।

এক মুহূর্ত ইন্ডি কিছু বলতে পারলো না। উত্তেজনায় পুরো শরীর ভরে গেলো তার। এ এক ধরনের বিজয়ের আনন্দ যা প্রকাশ করা যায় না।

'আমার মনে হয়,' বললো ইন্ডি, 'সারাজীবন আমি এ ধরনের একটি অভিযানেরই স্বপ্ন দেখেছি।'

'তবে ইন্ডি', বললো ব্রডি, 'ওয়াশিংটনের লোকজন এসব কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তারা সিন্দুকটি চায়। তাদের কথা উদ্ধৃত করলে বলতে হয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ববহ এ ধরনের অমূল্য একটি বস্তু ফ্যাসিস্ত শাসকদের সম্পদে পরিণত হতে দেওয়া যায় না।'

'তারা কি কারণ দেখালো তাতে কিছু আসে যায় না।'

'শুধু তাই নয়, এ কারণে তারা ব্যয় করবে পর্যাপ্ত অর্থ।'

'টাকার ব্যাপারেও আমি ভাবি না মার্কাস।'

'তবে, যাদুঘর জিনিসটা নিশ্চয় পাবে, কি বলো ইন্ডি?'

'অবশ্যই।'

'অবশ্য যদি এর অস্তিত্ব থাকে।' বললো ব্রডি, 'শূন্যে আমাদের সাম্রাজ্য নির্মাণ করা বোধহয় ঠিক না।'

'প্রথমে আমাকে এবনারকে খুঁজে বের করতে হবে।' উঠে দাঁড়ালো ইন্ডি, 'সেটাই হবে সবচেয়ে যৌক্তিক পদক্ষেপ। যদি এবনারের কাছে হাতলটি থেকে থাকে তবে শত্রুপক্ষের আগেই আমাকে সেটা হাতাতে হবে। এখন এবনারকে পাই কই?'

'যা ভালো বোঝ তাই করো ইন্ডি', বিদায় নেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো ব্রডি, 'আর নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। ভালো থেকো। তোমার মতো একজন বন্ধু আমি হারাতে চাই না।'

BanglaBook.org

গভীর রাত। ঘুম আসছে না ইন্ডির। অস্থির লাগছে। পড়ার ঘরে বাতিটা জ্বেলে বসলো সে। বারবার র‍্যাভেনউডের মুখটা ভেসে উঠছে। র‍্যাভেনউড কি ক্ষমা করেছে

www.BanglaBook.org

তাকে? সাহায্য করবে কি র‍্যাভেনউড ইন্ডিকে? ম্যারিয়ন কি এখনো আছে তার বাবার সঙ্গে?

খানিকক্ষণ পায়চারি করলো ইন্ডি। তারপর শেলফ থেকে র‍্যাভেনউডের জার্নালের একটি কপি বের করলো। দু'জন যখন পরস্পরের বন্ধু ছিলো তখন র‍্যাভেনউড এটি উপহার দিয়েছিলো ইন্ডিকে। চেয়ারে বসে ইন্ডি পাতা উল্টাতে লাগলো। এখানে র‍্যাভেনউডের বিভিন্ন জয়-পরাজয়ের কথা লেখা আছে। সেই হারানো সিন্দুক সম্পর্কে তার অভিযানের পর অভিযানের কথা লেখা আছে। কিন্তু সফলতার কথা লেখা নেই। সারাজীবন লোকটা একটা জিনিসেরই খোঁজ করে গেছে, ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু হাল ছাড়েনি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে গেলো ইন্ডি। কিন্তু কোথাও সেই রা-এর লাঠির হাতলের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

জার্নালের শেষ অধ্যায়ে একটি দেশের কথা লেখা আছে। সেটা হলো নেপাল। এখানে হয়তো তিনি একবার খুঁজে দেখতে চেয়েছিলেন। নেপাল — বারবার ভাবলো ইন্ডি। হিমালয়ের কোলে। মিশরে জার্মানরা যা করছে তা থেকে অনেক দূরে। হয়তো র‍্যাভেনউড ঐ হাতল সম্পর্কে এখানে কোন নতুন সূত্র পেয়েছিলেন। হতে পারে তানিস সম্পর্কে এতোদিন যা জানা গেছে তা ভুল।

নেপাল। এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

আরো কিছুক্ষণ জার্নালটা নাড়াচাড়া করলো ইন্ডি, তারপর যত্ন করে তা রেখে দিলো। ভাবলো, র‍্যাভেনউড যদি এটা জানেন তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে?

ম্যারিয়ন যদি জানে, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে?

৪. বার্খটেসগাডেন জার্মানী

রেনে বেল্লোকের সঙ্গ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ডিয়েট্রিচের কাছে। ফুয়েরারের শৈল নিবাস বার গার্ডেনের একটি ঘরে বসে আছে তারা। ডিয়েট্রিচ আগে কখনও এখানে আসেনি। এখন যে আসতে পেরেছে তাতেই তার বুক ভরে উঠেছে। কিন্তু সে খেয়াল করলো, পা দুটো মেলে দিয়ে খুব অবহেলা ভরে বসে আছে বেল্লোক। ডিয়েট্রিচের মনের ভাবনার সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। বরং ভাবটা বিপরীত। যেনো সে সস্তা এক ফরাসী কাফেতে বসে আছে, মার্সাইয়ের যে ধরনের এক কাফে থেকে ডিয়েট্রিচ তাকে নিয়ে এসেছে। না, কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, ভাবলো ডিয়েট্রিচ। কোন্ বিষয়ের কখন গুরুত্ব দিতে হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদের এহেন ভাব বিরক্তির সৃষ্টি করছিলো ডিয়েট্রিচের মনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার টিকটিক শব্দটা খানিকক্ষণ শুনলো সে। বেল্লোক শ্বাস ফেলে, পায়ের ওপর পা তুলে একবার ঘড়ি দেখলো।

'আমরা কি কারণে অপেক্ষা করছি ডিয়েট্রিচ?' জিজ্ঞেস করলো বেল্লোক।

'ফুয়েরারের যখন সময় হবে তখন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, বুঝলেন বেল্লোক', নিচু গলায় বললো ডিয়েট্রিচ। 'আপনার কি মনে হয় আমাদের সঙ্গে একটি পুরনো জিনিস নিয়ে কথা বলা ছাড়া তার আর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই?'

'পুরনো জিনিস, 'ডিয়েট্রিচের দিকে তাকিয়ে বাঁকা স্বরে বললো বেল্লোক। গলায় অবহেলার ভাবটা আনতে কসুর করলো না। তারপর নিজের মনেই ভাবলো, ইতিহাস সম্পর্কে কতো কম জানলে এ ধরনের মন্তব্য করা যায়। তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা যতো ভুল জিনিস আছে তার ওপর। সৌধ নির্মাণ করছে। সেনাবাহিনীর প্যারেডে স্যালুট নিচ্ছে। ভাবছে, এ করেই বুঝি ইতিহাস সৃষ্টি করা যায়। হওয়া যায় মহামহিম। সিন্দক, সেই সিন্দুকটি আবিষ্কারের সামান্য সম্ভাবনাও তাকে উত্তেজিত করে তুলছে। তাকে কেনো এই হতচ্ছাড়া জার্মান এ্যামেচার শিল্পীর সঙ্গে কথা বলতে হবে যখন ইতিমধ্যে মিশরে খননকাজ শুরু হয়ে গেছে? হিটলার তাকে কি জ্ঞান দিতে পারে? তার কাছ থেকে কি শেখার আছে? কিছুই না।

হ্যাঁ। হয়তো একটি বক্তিমে শুনতে হতে পারে যার মূল কথা হলো, এই সিন্দুকটি জার্মানীর প্রাপ্য।

সিন্দুকটি কখনও কারো সম্পত্তি হয়নি। যা বলা হয়ে থাকে, সিন্দুকটির যদি সে রকম কোন ক্ষমতা থেকে থাকে তবে সেই তা প্রথম আবিষ্কার করতে চায়। এটা এমন কোন ম্যানিয়াকের হাতে তুলে দেওয়া যায় না, যে এখন এই শৈলাবাসে বসবাস করছে আর বেল্লোককে বসিয়ে রেখেছে। অধৈর্যভাবে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো বেল্লোক।

ঘড়িতে ঘণ্টার শব্দ হলো। বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। আশান্বিতভাবে বেল্লোক তাকালো দরজার দিকে। কিন্তু পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলো। ফরাসী ভাষায় গালাগাল দিলো বেল্লোক।

'আর কতোক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?' ডিয়েট্রিচ প্রশ্ন শুনে কাঁধ ঝাঁকালো।

'ফুয়েরার এমন ঘড়ি ধরে চলেন যার সময় সাধারণ মানুষ বোঝে না, এমন কথা বলো না ডিয়েট্রিচ', বললো বেল্লোক, 'না কি সময় সম্পর্কে তার নিজস্ব কোন দর্শন আছে?' হতাশভাবে হাত নেড়ে বললো বেল্লোক, মুখে হাসি।

ডিয়েট্রিচ অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো। কারণ সে জানে ঘরটিতে আড়ি পাতার বন্দোবস্ত আছে।

'আচ্ছা, আপনার মনে কি কোন কিছুই সম্ভ্রম জাগায় না?' জিজ্ঞেস করলো ডিয়েট্রিচ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'উত্তরটা হয়তো তোমাকে দিতে পারি ডিয়েট্রিচ। কিন্তু তুমি কি বুঝবে আমি কি বিষয়ে কথা বলছি?'

দু'জনে এরপর আর কোন কথা বললো না। বেল্লোক উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালো। জানালা দিয়ে তাকালো দূরের পর্বতমালার দিকে। এখানে এক মিনিট কাটানো মানে মিশরে এক মিনিট কম থাকা, ভাবলো বেল্লোক। অনুভব করছে সে, এখন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। মিশরের খননকার্যের কথা যদি ছড়িয়ে যায় সবখানে তা' হলেই সর্বনাশ।

এইসব ভাবতে ভাবতে বেল্লোক তাকালো ডিয়েট্রিচের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আমাকে কিন্তু বলা হয়নি হাতলটা কিভাবে যোগাড় করা হবে। এটা আমার জানা উচিত।'

'তার ব্যবস্থা করা হয়েছে', বললো ডিয়েট্রিচ, 'লোক পাঠানো হয়েছে।'

'কি ধরনের লোক? তাদের মধ্যে কি আছেন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ?'

'প্রত্নতত্ত্ববিদ? না, কেন?'

'তা হলে কি আছে ডিয়েট্রিচ, ঠগবাজ সব? নাকি তোমাদের সেসব গুণ্ডা?'

'যারা গেছে তারা পেশাদার।'

'হ্যাঁ, তবে পেশাদার প্রত্নতত্ত্ববিদ নয়। কিভাবে তারা বুঝবে কোনটা সেই রা-এর লাঠির হাতল? বা লাঠি পেলেও সেটা আসল না নকল বোঝার ক্ষমতা আছে তাদের?'

'গোপন সূত্রটা হলো' কোথায় খুঁজতে হবে বেল্লোক', হেসে বললো ডিয়েট্রিচ, 'কি খুঁজছেন সেটা নয়।'

'র‍্যাভেনউডের মতো লোককে হুমকি দিয়ে কোন কাজ হবে না।'

'আমি কি হুমকির কথা বলেছি?'

দরজায় পায়ের শব্দ। খুলে গেলো দরজা। তাকালো দু'জন। যে কালো পোশাক পরা লোকদের দু'চোখে দেখতে পারে না তাদেরই একজন এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। জানালো, ফুয়েরার অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য।

BanglaBook.org

৫. নেপাল

মেঘের পর মেঘ। কিন্তু এ মেঘ নড়েচড়ে না, স্থির। ডিসি-৩-কে পেরুতে হচ্ছে এই মেঘমালা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বরফে ঢাকা হিমালয়ের ঢাল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবলো ইন্ডি — প্রথমে সানফ্রানসিসকো, সেখানে প্যান

www.BanglaBook.org

এ্যামের চায়না ক্লিপার। অনেক জায়গায় থামার পর হংকং ; তারপর জীর্ণ এক প্লেনে সাংহাই এবং সেখানে থেকে এই বয়সী যন্ত্রে কাঠমুন্ডু।

জানালা দিয়ে হিমালয় চোখে পড়তেই ইন্ডির হাড় পর্যন্ত যেন জমে গেলো। কি রাজকীয়! কিন্তু এর কোন নিখুঁত মানচিত্র নেই, আবহাওয়া কঠোর, আর বরফে ঢেকে আছে চারদিক কিন্তু এই অসম্ভব অবস্থায়ও এখানে জীবনের বিকাশ হয়েছে, মানুষ বেঁচেছে, শ্রম করেছে। ভালোবেসেছে। এবনার র‍্যাভেনউডের জার্নালটা পড়ছিলো ইন্ডি। এখন তা বন্ধ করে রাখলো। পেছনের পকেটে একবার হাত দিয়ে দেখলো টাকাটা ঠিক আছে কি না। এই এক গোছা টাকা মার্কাস ব্রডি যাওয়ার আগে তাকে দিয়ে বলেছিলো, 'যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম।' পকেটে পাঁচ হাজার ডলারের ওপর আছে। একবারে ইন্ডি নিজে কখনও এতো টাকা নিয়ে ঘুরেনি। টাকা পেয়েছে, খরচ করেছে। তাই একটু অস্বস্তি লাগছে তার।

চোখ বন্ধ করে একবার ভাবলো ইন্ডি, ম্যারিয়ন কি থাকবে ওর বাবার সঙ্গে? মনে হয় না। সে তো এখন আর কিশোরী নয়, নারী। হয়তো বাবাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এমনও হতে পারে আমেরিকাতেই সে আছে, বিয়ে থা করে সংসার করছে। কিন্তু এমন যদি হয় সে এখনও আছে তার বাবার সঙ্গে ; তা'হলে? ইন্ডির মনে হলো, তা'হলে সে র‍্যাভেনউডের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

তবে অনেকদিনের ব্যাপার, হয়তো কিছু পরিবর্তন হতেও পারে। নাও হতে পারে। র‍্যাভেনউড একরোখা লোক। মন উঠে গেলো কারো ওপর থেকে তো উঠে গেলো — তা'ছাড়া যদি তোমার সহকর্মীর কিশোরী মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হয় — তা'হলে সে মন ওঠার ব্যাপারটা আর কখনও সারে বলে মনে হয় না। শ্বাস ফেললো ইন্ডি। কেন যে সে সেই কিশোরীর সঙ্গে তখন ভেসে গিয়েছিলো? কিন্তু দোষ কি সব ইন্ডির? সেই কিশোরী কি তখন ব্যবহার করেনি রমণীর মতো?

প্লেন নামছে নিচুতে। শহরের আলোকমালা চোখে পড়ছে। প্লেনের চাকা ছুঁলো রানওয়ে। তারপর একসময় শব্দ করে থেমে গেলো টার্মিনালের সামনে। দেখতে অনেকটা হ্যাঙ্গারের মতো। হয়তো হ্যাঙ্গারই ছিলো। এখন তা পরিবর্তন করা হয়েছে আগমন-নির্গমনের টার্মিনালে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ইন্ডি, কাগজপত্র, বই গুছিয়ে নিয়ে, সিটের নিচ থেকে ব্যাগটা টেনে নিয়ে এগিয়ে গেলো সিঁড়ির দিকে।

ইন্ডিয়ানা জোনস্ ঠিক তার পেছনে রেইনকোট পরা লোকটিকে খেয়াল করেনি। উঠেছে সে প্লেনে সাংহাই থেকে এবং সারাটা পথ লক্ষ্য করেছে ইন্ডিয়ানা জোনস্‌কে।

মাটিতে পা রাখামাত্র ইন্ডি টের পেলো হিমালয় ছুঁয়ে আসা বাতাস কি! নিমিষে মনে হলো হাড় জমে যাবে। মাথা নিচু করে দ্রুত সে হাঁটতে লাগলো হ্যাঙ্গারের দিকে। পৌঁছলো টার্মিনালের ভেতরে কিন্তু তাতে শরীর উষ্ণ হলো না। কাস্টমসের কাজ সেরে, কাস্টমস সীমানার বাইরে পা রাখামাত্র ঘিরে ধরলো তাকে ভিখিরির দল। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছে ইন্ডি, তাই জানে এ সময় ভিখিরিদের কিছু দিতে নেই। তা'হলে সর্বনাশ। ভিখিরিদের পেরুবার পর দেখলো এলাকাটা যেনো

www.BanglaBook.org

বাজারের মতো। চতুর্দিকে ছোটখাটো দোকান, অনেকে আবার ফেরি করছে, চারদিক থেকে নানা রকম গন্ধ, চিৎকার এসে সৃষ্টি করছে এক অদ্ভুত পরিবেশের। এমন সময় মনে হলো কে যেনো ডাকলো তার নাম ধরে। যেদিক থেকে আওয়াজটা ভেসে এলো ইন্ডি তাকালো সেদিকে। চোখে পড়লো লিন সুর মুখ, এতো বছর পরও বদলায়নি একটুও। ছোটখাটো চৈনিক লোকটির দিকে এগিয়ে গেলো ইন্ডি। দাঁত প্রায় নেই। ইন্ডির কনুই ধরে নিয়ে চললো সদর দরজার দিকে।

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়াতে খুব ভালো লাগছে', ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো লিনু সু। বোঝা গেলো বহুদিন ব্যবহৃত না হওয়ায় সে-ইংরেজিতে একটু মরচে ধরেছে। 'বহুদিন পর দেখা হলো।' আবার বললো সে।

'হ্যাঁ, অনেক', জবাব দিলো ইন্ডি, 'বারো-তেরো বছর হবে।'

'হ্যাঁ তাই হবে . . . ' লিন সু একটু থেমে রাস্তার দিকে তাকালো, 'তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি।' রাস্তার কোন কিছুর নড়াচড়া যেনো তাকে আকর্ষণ করলো, 'বন্ধু, একটি প্রশ্ন করছি — কেউ কি তোমার পিছু নিয়েছে?'

'না, সে ব্যাপারে তো কিছু জানি না।' বিভ্রান্ত মনে হলো ইন্ডিকে।

'বাদ দাও। মাঝে মাঝে চোখও ভুল করে।'

রাস্তার দিকে তাকালো ইন্ডি। কিছুই চোখে পড়লো না তার। দোকানগুলির ঝাপ টানা। শুধু একটি কফি হাউসে জ্বলছে কেরোসিনের বাতি।

'তুমি যা যা জানতে চেয়েছো সে সব ব্যাপারে আমি কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছি।' বললো লিন সু।

'যেমন?'

'এ রকম একটা দেশে তাড়াতাড়ি খবর জোগাড় করা খুব মুশকিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় নেই। বরফ অনেক সময় সবকিছু অসম্ভব করে তোলে। টেলিফোন যদি কোথাও থেকে থাকে তা'হলেও তা আদিম অবস্থার', হাসলো লিন সু, 'যা হোক, আমি শুধু বলতে পারি শেষবার এবনার র‍্যাভেনউডকে দেখা গেছে পাটান এলাকার আশেপাশে। এ খবর একেবারে ঠিক। বাকি যেগুলি শুনেছি সেগুলি গুজব।'

'পাটান? কতদিন আগের খবর?'

'সেটা অবশ্য ঠিক বলা যাবে না। তবে বছর তিনেক তো হবেই।' লিন বিব্রত ভঙ্গিতে বললো, 'এর বেশি খবর আগে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি।'

'যতটুকু যোগাড় করেছো তাই যথেষ্ট', বললো ইন্ডি, 'কিন্তু র‍্যাভেনউডের কি পাটান থাকার কোন সম্ভাবনা আছে?'

'তা বলতে পারি না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, নেপাল ছেড়ে যেতে কেউ তাকে দেখেনি।'

'যাক, এই যথেষ্ট।'

'আমার কাছে তা মনে হয় না', বললো লিন, 'আমি যখন শেষবার তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশে গেছিলাম তখন তুমি এর চেয়ে বেশি করেছো।' আক্ষেপের সুরে বললো লিন।

'করার মধ্যে আমি শুধু ইমিগ্রেশন বিভাগে একটু হস্তক্ষেপ করেছিলাম।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে আমি তোমার যাদুঘরে কাজ করি যা আমি এখনও করিনি।'

'হ্যাঁ, একটা সরল মিছে কথা বলতে হয়েছিলো বটে।'

'তবে, বন্ধুত্ব মানেই তো কিছু দেওয়া, কিছু নেওয়া।' দার্শনিকভাবে মন্তব্য করলো লিন সু।

'এখন পাটান যাবো কিভাবে তাই বলো।' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি।

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। সত্যি বলতে কি সে ব্যবস্থা আমি করেও রেখেছি।'

রাস্তায় নেমে এলো দু'জন। কিছুদূর হাঁটার পর একটি বিল্ডিংয়ের পাশে পার্ক করা একটি কালো গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো দু'জন। গাড়িটার আকৃতি-প্রকৃতি অদ্ভুত ঠেকলো ইন্ডির কাছে। কিন্তু লিন সু গর্বের সঙ্গে গাড়িটা দেখিয়ে বললো —

'আমার এই গাড়ি এখন তোমার।'

'ঠিক তো?'

'অবশ্যই, গাড়ির মধ্যে পাটান যাওয়ার পথের মানচিত্রও আছে।'

'আমি অভিভূত লিন সু।'

'ও সামান্য ব্যাপার।' উত্তর দিলো লিন সু।

ইন্ডি চারদিকে ঘুরে একবার গাড়িটা দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়িটা কোন কোম্পানীর?'

'হ্যাঁ, বলা যেতে পারে কয়েকটি কোম্পানীর', বললো লিন সু, 'চীনের এক মেকানিক আমার জন্যে এটা তৈরি করেছিলো। তারপর জাহাজে করে আমাকে পাঠানো হয়েছে। গাড়িটার খানিকটা ফোর্ডের, খানিকটা সিত্রোর। খানিকটা মরিসও আছে বোধহয়।'

'কিন্তু নষ্ট হলে তুমি সারাও কি ভাবে?'

'মানে ধরে নিয়েছি যে এটা আর নষ্ট হবে না।' খুব একচোট হেসে লিন সু গাড়ির চাবি এগিয়ে দিলো ইন্ডির দিকে। বললো, 'এ পর্যন্ত গাড়িটা কোন ঝামেলা করেনি। আর পাটান যাওয়ার বদখত রাস্তায় এ গাড়িই উপযুক্ত।'

'যাক, ধন্যবাদ নিয়ে আর তোমাকে খাটো করবো না।'

'এই রাতেই কি তুমি রওয়ানা হবে?'

'অবশ্যই।'

'মানে তোমার . . . হাসলো লিন সু, 'কি যে শব্দটি . . . ও হ্যা, ডেডলাইন, তাই না?'

'ঠিক বলেছো, ডেডলাইন।'

'আমেরিকানদের', বললো লিন সু, 'সব সময় ডেডলাইন থাকবেই। আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকবে আলসার।'

হাসলো দু'জন। তারপর হাত মেলালো। ইন্ডি দরজা খুলে ভিতরে বসলো। এবং চাবি দেওয়া মাত্রই গাড়ির ইঞ্জিন গুঞ্জন করে উঠলো।

লিন সুর মানচিত্র ধরে একনাগাড়ে চলছে ইন্ডি। চারদিকে নিকষ অন্ধকার। অনেকটা আন্দাজের ওপরই চালাতে হচ্ছে গাড়ি। ইন্ডি খুশি যে, চারদিকে গভীর খাদগুলি তার নজরে পড়ছে না। মাঝে মাঝে রাস্তায় বরফের স্তূপ। জানটা হাতে নিয়ে সে স্তূপের পাশ কাটাতে হচ্ছে। ভাবা যায় না, পৃথিবীতে এমন দুর্গম জায়গা থাকতে পারে।

মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। হাই তুলছে ইণ্ডি। এক কাপ কফি পেলে মন্দ হতো না। এসব ভাবেতই ইণ্ডি দেখলো বিজন রাস্তা ছেড়ে এসে পড়েছে সে এক শহরতলিতে। গাড়িটা একপাশে নামিয়ে মানচিত্রে জায়গাটার নাম খুঁজলো। কোন নাম নেই, তা হলে এটা পাটানই হবে। ইণ্ডি আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলো। রাস্তার পাশে মাটির ছোট ছোট জানালাহীন বাড়ি, আবর্জনা, কাদা। তারপর মনে হলো, সদর রাস্তায় সে পড়লো। সদর রাস্তা মানে ভালো শহরের একটি গলি। দু'পাশে ছোট ছোট দোকান। অন্ধকার এবং নিঃশব্দ। অদ্ভুত শহর তো। গাড়ি থামালো ইণ্ডি। দেখলো একবার চারদিকে।

হঠাৎ সে অনুভব করলো একটি গাড়ি এসেছে তার পিছু পিছু। গাড়িটি কিন্তু ইণ্ডির পিছে থামলো না, বরং পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলো সামনে। গাড়িটি চলে যাওয়ার পর তার মনে হলো, সারা রাস্তায় সে এই একটি গাড়িই দেখেছে। কি এক নরক! এবনার র‍্যাভেনউডের পক্ষে এখানে কি ভাবে বসবাস করা সম্ভব!

রাস্তার অপর দিকে একটি ছায়ামূর্তির আভাস পাওয়া গেলো। রাস্তা পেরিয়ে তা এগিয়ে আসছে ইণ্ডির গাড়ির দিকে। গাড়ি থেকে নামলো ইণ্ডি। লোকটি বেশ লম্বা চওড়া পরনে ফারের কোট। টলতে টলতে এগোচ্ছে, তার মানে আকণ্ঠ পান করেছে।

ইণ্ডির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো সে। মুখে মদের তীব্র গন্ধ। মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো ইণ্ডি।

লোকটি দেখলো ইণ্ডিকে। কি ভাষায় কথা বলা যায়? ইংরেজি দিয়েই শুরু করা যাক।

'আমি র‍্যাভেনউডকে খুঁজছি,' বললো ইণ্ডি। অন্ধকার রাত। নির্জন রাস্তা। ধারালো ছুরির মতো ঠাণ্ডা বাতাস। সামনে ফারকোট পরা একটি মাতাল, যার মুখের আদল মঙ্গোলিয়ানদের মতো, চোয়াল আবার স্লাভদের। পুরো দৃশ্যটিই অবাস্তব ঠেকছে ইণ্ডির কাছে।

লোকটি তাকিয়ে রইলো। মনে হয় না কিছু বুঝেছে।

'তুমি — কি — র‍্যাভেনউড — নামে — কাউকে — চেনো? নাম — শুনেছো?' যেন একটি নির্বোধের সঙ্গে কথা বলছে এমন ভাবে থেমে থেমে বললো ইণ্ডি।

'র‍্যাভেন উড, র‍্যা ভে ন উ ড,' চেনার ভাবটা ফুটে উঠলো তার গলায়। ঘুরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাড়িয়ে রাস্তার সামনের দিক নির্দেশ করলো। তারপর মুখে মদের পাত্র তোলার ইঙ্গিত করে আবার বললো, 'র‍্যাভেনউড।' একই দিকে বারবার আঙ্গুল দেখতে লাগলো সে। ইণ্ডি বুঝলো তাকে ঐ পথে যেতে হবে।

গাড়িতে আবার উঠে বসলো ইণ্ডি। রাস্তা বরাবর চালালো যতোক্ষণ না একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়লো। আলোর বিন্দুটা আসছে এক ট্যাভার্ন থেকে। ইণ্ডি গাড়ি থামালো তার সামনে এবং অবাক হয়ে দেখলো ট্যাভার্নের সাইন বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা আছে ঃ দি র‍্যাভেন। র‍্যাভেন মানে দাঁড়কাক। ব্যাটা মাতাল নিশ্চয় সব গুলিয়ে ফেলেছে। যা হোক ভেতরে নেমে দেখা যাক হয়তো কেউ খোঁজ দিতেও পারে র‍্যাভেনউডের।

গাড়ি থেকে নামলো ইণ্ডি, ট্যাভানের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে ভেসে আসছে হট্টগোলের শব্দ। দরজার দিকে এগোলো ইণ্ডি। ভেতরে ঢুকলো। ভেতরে নানা জাতির লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে — শেরপা, মঙ্গোল, চীনা, ভারতীয়। দরজা বন্ধ করলো ইণ্ডি এবং তারপর চোখ আটকে গেলো লম্বা বারের ওপর রাখা বিরাট এক দাঁড়কাকের দিকে। একটু অস্বস্তি লাগলো তার। র‍্যাভেনউডের নামের সঙ্গে বারটি নামের মিল দেখে। এগোলো ইণ্ডি। চারদিকে তামাক, মদের গন্ধ। এর সঙ্গে আরেকটি মিষ্টি গন্ধ ও পাওয়া যাচ্ছে এবং তা নিশ্চয় হাসিসের। এরা কোন না কোন ভাবে ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, ভাবলো ইণ্ডি।

বারের সামনে কি যেন হচ্ছে। পুরো জটলাটা সেই দিকে। হতে পারে মদ খাওয়ার কোন প্রতিযোগিতা, আরেকটু এগোলো ইণ্ডি। দেখলো, মদ খাওয়ার তুমুল প্রতিযোগিতা। একজন অস্ট্রেলিয়ান বার থেকে এক গেলাস মদ ঢেলে গিলে ফেললো ঢকঢক করে। ইণ্ডি ভিড় ঠেলে সামনে এগোলো অস্ট্রেলিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে।

যখন দেখলো তখন মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো ইণ্ডির। বুক মোচড় দিয়ে উঠলো। এটা কি মরীচিকা, ভাবলো সে। চোখ মেলে আবার তাকালো — ম্যারিয়ন।

ম্যারিয়ন।

কাঁধ বেয়ে নেমেছে কালো নরম চুল। ভাসাভাসা বাদামী চোখ, যে চোখ মানুষের ভিতরটা পযর্ন্ত দেখতে পায়। মুখটার একটু পরিবর্তন হয়েছে। খানিকটা কাঠিন্যের ছোঁয়া লেগেছে। শরীরটা ভরেছে। কিন্তু এতো ম্যারিয়ন, তার স্বপ্নের ম্যারিয়নই।

এবং এ রকম এক অদ্ভুত জায়গায় ভালুকের মতো এক অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে সে মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দেখতে লাগলো ইণ্ডি, নড়লো না একটুও। চারপাশ থেকে লোকজন বাজির টাকা ফেলছে বারের ওপর। পুরোটা পাগলামি মনে হচ্ছে ইণ্ডির। পাঁচ ফুট কয়েক ইঞ্চির একটি মেয়ের সঙ্গে এ ধরনের একজনের প্রতিযোগিতা কি ভাবে সম্ভব? তাও মদ খাওয়ার। কিন্তু ম্যারিয়নও গ্লাসের পর গ্লাস উড়িয়ে দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ানটি এক গ্লাস গিলে বারের ওপর গ্লাস রাখা মাত্র ম্যারিয়নও গিলে নিচ্ছে একগ্লাস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইণ্ডির হৃদয়ের গভীরে, যা এতোদিন সবাই কঠিন বলে জেনে এসেছে তা গলতে শুরু করলো।

এই পাগলের আড্ডাখানা থেকে ম্যারিয়নকে টেনে বের করে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো। তবে না ম্যারিয়ন তো এখন আর কিশোরী নয়। এবনারের মেয়েও নয় — সে এখন রমণী, সুন্দর এক রমণী। এবং সে জানে সে কি করছে। নিজের খেয়াল সে নিজেই নিতে পারবে। আরেক গ্লাস গিলে ম্যারিয়ন ঠক করে গ্লাসটা রাখলো কাউন্টারে। দর্শকরা চিৎকার করে বাহবা দিলো। আরো কিছু টাকা এসে পড়লো কাউন্টারে। অস্ট্রেলিয়ানটি আরেক গ্লাস নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো কাউন্টারে, পারলো না, কাটা গাছের মতো শুয়ে পড়লো মেঝেতে। ম্যারিয়ন হাত দিয়ে চুলের গোছা পিছে সরিয়ে কাউন্টারের টাকাগুলি টেনে নিলো। তারপর নেপালী ভাষায় চেঁচিয়ে কি যেনো বললো। ইণ্ডি ভাষা বুঝলো না। তবে অনুমান করে নিলো, খেল খতম এবার কেটে পড়! কিন্তু কেউ নড়ছে না। সবার নজর, কাউন্টারে রাখা আরেকটি ভরা পাত্রের দিকে।

ম্যারিয়ন তা খেয়াল করলো। তারপর গ্লাসটি তুলে এক চুমুকে খালি করে ফেললো। ঠক করে কাউন্টারে তা নামিয়ে রেখে আবার হাত নেড়ে চিৎকার করে কি যেনো বললো। এবার জটলা ভেঙ্গে সবাই রওয়ানা হলো দরজার দিকে। বারম্যান, একজন সুঠাম নেপালী তাদের বের হতে সাহায্য করতে লাগলো। তার এক হাতে ধারালো একটি কুঠার। ইণ্ডি ভাবলো, এ ধরনের পরিবেশে বার বন্ধ করার আগে একটি নয়, কয়েকটি কুঠারের প্রয়োজন।

বার খালি হয়ে গেলো।

ম্যারিয়ন ঘুরে গিয়ে ঢুকলো কাউন্টারের পিছে, মাথা তুললো, তাকালো ইণ্ডির দিকে। বললো —'এই যে, কথা কানে যায় নি? কালা নাকি? সময় শেষ, বেরোও এখন।'

কাউন্টার ছেড়ে এগিয়ে এলো সে ইণ্ডির দিকে। তাকালো। স্তব্ধ হয়ে রইলো এক মুহূর্ত। চিনেছে সে ইণ্ডিকে। 'কি খবর, ম্যারিয়ন?' জিজ্ঞেস করলো ইণ্ডি।

নড়লো না ম্যারিয়ন।

শুধু তাকিয়ে রইলো ইণ্ডির দিকে।

'হ্যাল্লো ম্যারিয়ন,' আবেগে গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনালো ইণ্ডির।

ইণ্ডি দেখলো, ম্যারিয়নের চোখেও যেনো দেখা দিলো পুরনো আবেগ, কিন্তু তারপর সে যা করলো তা হতবাক করে দিলো ইণ্ডিকে। ঝটতি হাত তুলে এক চড় কষালো ইণ্ডির ডান গাল বরাবর। মেঝেতে ছিটকে পড়লো ইণ্ডি। চোখে সরষে ফুল দেখছে। কিন্তু মেঝেতে শুয়েও তকিয়ে রইলো সে ম্যারিয়নের দিকে। 'ভালো আছো তো ম্যারিয়ন। তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগলো।' শুয়ে শুয়েই বললো ইণ্ডি।

'ওঠো এবং বেরিয়ে যাও।' বললো ম্যারিয়ন।

'একটু দাঁড়াও ম্যারিয়ন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইণ্ডির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো ম্যারিয়ন। বললো, 'খুব সহজেই দ্বিতীয়বার আমি এই কাজটি করতে পারবো।

'তা মানি,' বললো ইণ্ডি। হাঁটু গেড়ে বসলো। চোয়ালটা জ্বালা করছে। এভাবে মারতে শিখলো কোথায় ম্যারিয়ন? এবং এভাবে মদ খেতে? অবাক কাণ্ড, ভাবলো ইণ্ডি, কিশোরী হয়ে যায় রমণী আর রমণী পরিণত হয় আতংকে।

'তোমাকে আমার বলার কিছু নেই।' বললো ম্যারিয়ন।

উঠে দাঁড়ালো ইণ্ডি। কাপড় থেকে ময়লা ঝাড়লো। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললো ইণ্ডি, 'হয়তো তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না। আমি বুঝতে পারছি . . তোমার অন্তর্দৃষ্টি প্রশংসনীয়।'

আহ্ গলায় ফুটে উঠলো সেই বেদনা! ইণ্ডির কি এখনও তা প্রাপ্য। হয়তো বা

'আমি এসেছি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে,' বললো ইণ্ডি।

'দু'বছর দেরী হয়ে গেছে তোমার।'

ইণ্ডি অনুভব করলো নেপালী সেই বারম্যান হাতের মুঠোয় কুঠার নাড়াচাড়া করছে।

'ঠিক আছে মোহন, একে আমিই সামলাতে পারবো,' বিষ দৃষ্টিতে ইণ্ডির দিকে তাকিয়ে বললো ম্যারিয়ন, 'তুমি বাড়ি চলে যাও।'

মোহন কুড়োলটা বারের পাশে রেখে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'দু'বছর দেরী, মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছো?' ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলো ইণ্ডি, 'এবনারের কি হয়েছে?'

এই প্রথম ম্যারিয়নকে কোমল মনে হলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বিষণ্ন সুরে সে বললো, 'কি বলছি বুঝতে পারছো না? এক বরফের চাঁই তাকে গিলে খেয়েছে। এ ছাড়া আর তার পরিণতি কি হতো? সারাজীবন তিনি মাটি খুঁড়ে গেছেন আর এখন মনে হয় পাহারের কোন এক দিকে বরফে শুয়ে আছেন। যদি কেউ খুঁড়ে তাকে উদ্ধার করে।'

ইণ্ডির কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যারিয়ন। নিজের জন্যে গ্লাসে মদ ঢাললো। ইণ্ডি উঠে বসলো বারের সামনে একটি টুলে। এবনার মারা গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না তার। মনে হলো, কে যেন আবার তার আরেক গালে চড় কষিয়ে দিয়েছে।

'তার স্থির বিশ্বাস ছিলো, কোন এক পাহাড়ে লুকানো আছে তার প্রিয় সিন্দুক।' গ্লাসে চুমুক দিলো ম্যারিয়ন। ইণ্ডির মনে হলো তার বাইরে কঠিন খোলসটাতে যেনো একটু ফাটল ধরেছে। কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশ যাতে না পায় সে জন্যে অবিরাম যুদ্ধ করছে।

'আমার মতো এক বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে,' বললো ম্যারিয়ন, 'বলা যেতে পারে টেনে হিঁচড়ে ঘুরেছেন অর্ধেক পৃথিবী, এখানে সেখানে খুঁড়তে। তারপর হঠাৎ করে চলে গেলেন। একটা পেনিও রেখে গেলেন না আমার জন্যে। তা হলে অনুমান করো জোন্স, আমি কি ভাবে বেঁচেছিলাম। এখানে কাজ করছি। এবং বুঝতেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছো এখানে শুধু বারটেণ্ডারের কাজই আমাকে করতে হয় নি।'

ইণ্ডি তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তার মনের মধ্যে উথাল পাথাল করছে। এমন ভাব আগে সে কখনো অনুভব করে নি। এ ভাব তার অচেনা। ম্যারিয়নকে তার খুব অসহায় মনে হচ্ছে। এবং ভয়ংকর সুন্দরও।

'এর যে মালিক ছিলো সে পাগল হয়ে গেলো হঠাৎ। এখানে সবাই আগে বা পরে পাগল হয়ে যায়। সুতরাং তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হলো, স্বাভাবিক ভাবেই এটার মালিক হলাম আমি। এর চেয়ে আর বড় কোন অভিশাপ আছে ইণ্ডি?'

ইণ্ডি অনেক কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। সান্ত্বনা জানাতে চাচ্ছে। কিন্তু শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু সে বলতে পারলো —'আমি দুঃখিত।'

'বয়ে গেলো।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'ভেবেছিলাম আমি বুঝি তোমার প্রেমে পড়েছি,' বললো ম্যারিয়ন, 'এবং এখন দেখো, সেই গোপন সংবাদটি জেনে তুমি আমার কি হাল করেছো।'

'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই নি।'

'আমি তখন ছিলাম একটি শিশু।'

'দেখো, যা করার করেছি। আমি নিজেও সেই ব্যাপারে সুখী নই,' বললো ইণ্ডি, 'এবং তোমাকে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতেও পারবো না। আমি ভাবি না তুমিও তাতে সুখী হয়েছো।'

'ব্যাপারটা ঠিক হয় নি, ইণ্ডিয়ানা জোনস। এবং তুমি নিজেও তা জানতে।'

চুপ করে রইলো ইণ্ডি। বুঝে উঠতে পারছিলো না, পুরনো ঘটনার জন্যে কি ভাবে মাফ চাওয়া যেতে পারে। 'বিশ্বাস করো ম্যারিয়ন, যদি দশবছর পিছিয়ে যেতে পারতাম তা হলে আর এই ব্যাপারটা করতাম না বিশ্বাস করো।'

'আমি জানতাম, একদিন দেখবো তুমি ঢুকেছো এই দরজা দিয়ে,' আস্তে আস্তে বললো ম্যারিয়ন, 'জিজ্ঞেস করো না কিভাবে জানতাম, কিন্তু জানতাম যে তুমি আসবে।'

'তুমি আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছো না কেনো?' বারে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো ইণ্ডি।

'টাকা। সোজা সাপটা ব্যাপার, টাকার অভাব।'

'হয়তো ও ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। হয়তো তোমার ভালোর জন্যে আবার কাজ করতে পারি।'

'এ জন্যেই কি এসেছো?'

ঘাড় নাড়লো ইণ্ডি। 'আমি এসেছি একটা জিনিষের জন্যে যা আমার ধারণা তোমার বাবার কাছে ছিলো।'

ম্যারিয়নের ডান হাত আবার শূন্যে উঠালো। কিন্তু এবার ইণ্ডি সতর্ক ছিলো। শূন্যেই তা ধরে ফেললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হারামজাদা,' বললো ম্যারিয়ন, 'আমি চাই ঐ পাগল বুড়ো লোকটাকে একটু শান্তিতে ঘুমোতে দাও। ঈশ্বর জানেন, বেঁচে থাকতে তুমি তাকে কি যন্ত্রণা দিয়েছো!'

'দাম দেবো।' ইণ্ডি বললো।

'কতো?'

'ভলোভাবে আমেরিকা ফিরে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত টাকা।'

'হু ভালো। কিন্তু বাবার জিনিষপত্র আমি সব বিক্রি করে ফেলেছি।'

'সব কিছু? একেবারে সবকিছু?'

'একটু হতাশ হলে মনে হয়। কেমন লাগছে এখন মিস্টার জোনস?'

ইণ্ডি তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার দ্বিতীয় বিজয় ইণ্ডির মনে সুখের ছোট এক ঢেউয়ের সৃষ্টি করলো। এবং তার পরেই মনে হলো, ম্যারিয়ন সত্যি বলছে তো? সবই কি সে বিক্রি করে ফেলেছে, দামাদাম বিচার না করে।

'তোমার হতাশ হওয়া মুখ দেখলে ভালো লাগে।' বললো ম্যারিয়ন, 'ঠিক আছে তোমাকে এক পাত্তর মদ খাওয়াবো, কি খাবে বলো?'

'সেলৎজার।' বললো ইণ্ডি।

'সেলৎজার ইণ্ডিয়ানা জোনস, দিন বদলে গেছে। আমার নিজের পছন্দ স্কচ। আমি পছন্দ করি বুর্বো, ভদকা এবং জিন। ব্রাণ্ডি নয়।'

'হ্যাঁ, তুমি এখন যাকে বলে শক্ত সমর্থ এক রমণী।'

'আর তার জন্যে দায়ী কে?'

হঠাৎ খুব ক্লান্তি লাগলো ইণ্ডির। কতোবার আর আত্মপক্ষ সমর্থন করা যায়। বললো সে, 'কতোবার বলবো যে আমি দুঃখিত।'

ম্যারিয়ন ইণ্ডির দিকে এক গ্লাস সোডা এগিয়ে দিলো। তারপর বারে হেলান দিয়ে বললো, 'নগদ দিতে পারবে?'

'পারবো।'

'এখন বলো কি খুঁজছো, হয়তো যার কাছে আমি বিক্রি করেছি তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবো।'

'সূর্যের আকারে ব্রোঞ্জের তৈরি একটি হাতল। কেন্দ্রের প্রায় কাছাকাছি একটি ছিদ্র। তাতে বসানো একটি লাল স্ফটিক। একটি লাঠির মাথায় বসানো ছিলো। চেনা চেনা মনে হচ্ছে?'

'একটু একটু। কত দেবে?'

'তিন হাজার ডলার!'

'যথেষ্ট নয়।'

'ঠিক আছে। পাঁচ হাজার পর্যন্ত দিতে পারি। আমেরিকা ফিরে গেলে আরও না হয় কিছু দেওয়া যাবে।'

'জিনিষটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।'

'হতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কথা দিচ্ছো।'

মাথা নাড়লো ইণ্ডি।

'এরকম আরেক বারও কথা দিয়েছিলে ইণ্ডি,' বললো ম্যারিয়ন, 'শেষ যে বার দেখা হয়েছিলো সেবার বলেছিলে ফিরে আসবে, মনে আছে?'

'ফিরে এসেছি।'

'হু বদলাও নি একটুও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ম্যারিয়ন! তারপর ইণ্ডির কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললো, 'টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও, আর কাল এসো।'

'কাল, কেনো?'

'যেহেতু আমি বলেছি। আমাকে এখন কয়েক জায়গায় খোঁজ করতে হবে।'

ইণ্ডি পকেট থেকে পাঁচ হাজার ডলার বের করে ম্যারিয়নের হাতে তুলে দিলো। বললো, 'ঠিক আছে, আমি তোমায় বিশ্বাস করছি।'

'তুমি একটা ইডিয়ট।'

'হ্যা,' বললো ইণ্ডি, 'এ কথা আগেও শুনেছি।'

টুল থেকে নেমে দাঁড়ালো ইণ্ডি। ভাবছে, রাতটা কাটাবে কোথায় দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে।

দরজার দিকে এগোলো সে।

'আমার খাতিরে একটা কাজ করে যাও,' হঠাৎ বললো ম্যারিয়ন। ঘুরে দাঁড়ালো ইণ্ডি।

'আমাকে চুমো খেয়ে যাও।'

'তোমাকে . . . চুমু?'

'হ্যা, এসো, আমার স্মৃতিকে আবার উজ্জল করে তোলো।'

'যদি রাজী না হই?'

'তা হলে আগামীকাল আর ফিরে এসো না।'

হাসলো ইণ্ডি, এগিয়ে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালো। নিজের প্রবল আগ্রহ তাকে অবাক করেছে। তারপর সজোরে আকড়ে ধরলো ম্যারিয়নকে, ম্যারিয়নও। প্রবল বন্য আবেগে যেনো ভেসে যাচ্ছে দু'জন। ইণ্ডি অনুভব করলো, এ আর কিশোরীর চুম্বন নয়, এ এক রমণীর।

ম্যারিয়ন দু'মিনিট পর ছাড়িয়ে নিলো নিজেকে। হাসলো। নিজের মদের গেলাসটা টেনে নিলো। এক চুমুক দিয়ে বললো, 'এখন বেরোও এখান থেকে।'

ইণ্ডি আবার এগুতে লাগলো দরজার দিকে। ম্যারিয়ন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। নড়লো না। তারপর গলার স্কার্ফটা খুললো। গলার চেইনটা টেনে খুললো। চেইনে ঝুলানো লকেটের মতো করে সেই চাকতিটা [হাতলটা] যার খোঁজে ইণ্ডি এসেছে এতদূর। অন্যমনস্কভাবে দু' আঙুলে লকেটটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো ম্যারিয়ন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজার বাইরে পা দেওয়া মাত্র শরীরে কাঁপুনি ধরে গেলো ইণ্ডির। তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে বসলো ভিতরে। কি করবে এখন? এখানেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে সকাল হওয়া পর্যন্ত। পাটানে যাই হোক খ্রিস্টার হোটেলটাতো আর পাওয়া যাবে না। গাড়িতে রাত কাটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। দেখি, খানিক্ষণ সময় দেওয়া যাক ম্যারিয়নকে, ভাবলো সে মনে মনে। হয়তো তার মন নরম হয়ে যাবে এবং তখন আবার ফিরে যাওয়া যাবে। হয়তো আমাকে সে আতিথেয়তা দেবে, যার জন্যে সাধারণতঃ সরাইখানার মালিকরা বিখ্যাত। হাত দু'টোতে ফু দিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো ইণ্ডি, হাত রাখলো স্টিয়ারিং-য়ে। সেটাও বরফের মতো শীতল। আস্তে আস্তে চালাতে লাগলো ইণ্ডি।

ইণ্ডি দেখলো না, রাস্তার অপর পাশের এক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো রেইনকোট পরা সেই লোক যে সাংহাইতে প্লেনে উঠেছিলো ইণ্ডির সঙ্গে। নাম তার টোহ্ট, থার্ড রাইখ স্পেশাল এন্টিকুইটিজ কালেকশনের তরফ থেকে বিশেষভাবে পাঠানো হয়েছে পাটানে। রাস্তা পেরুলো টোহ্ট, সঙ্গে ভাড়া করা কয়েকজন — চোখে পট্টি বাঁধা একজন জার্মান, ফার জ্যাকেট পরা একজন নেপালী ও একজন মঙ্গোলীয়ান। তার হাতে একটি সাব মেশিনগান। দি র‍্যাভেন এর দরজার বাইরে তারা কিছুক্ষণ দাঁড়ালো যতোক্ষণ না ইণ্ডিয়ানা জোনসের গাড়ির পেছনের লাল বাতিটা মিলিয়ে গেলো।

চিমটেটা দিয়ে ম্যারিয়ন ফায়ার প্লেসের কয়লাগুলি নেড়ে চেড়ে দিলো। নিভু নিভু আগুনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার কান্না পেলো। প্রাণপণ চেষ্টা করলো চোখে যাতে পানি না আসে। কিন্তু না, পারলো না। ঐ হতচ্ছাড়া জোনস! দশ বছর আমার জীবন রক্তাক্ত করে এখন আবার ফিরে এসে নতুন প্রতিজ্ঞা করছে। দশ বছর আগের কথা মনে হলো, যখন তার বয়স মাত্র পনের। ভালোবেসেছিলো সে তরুণ সুদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদ জোনসকে। তার বাবার সায় ছিল না এতে। বলেছিলেন শুধু শুধু কষ্ট পাবে মনে। সবই সত্যি, কিন্তু ঐ যে প্রবাদ আছে প্রথম প্রেম, প্রথম পুরুষকে ভোলা যায় না। এখনও মনে পড়ে সেই চুম্বনের সুখ স্মৃতি, আলিঙ্গনের শিহরণ।

না, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মহাশয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ঢুকলো দরজা দিয়ে আর তার চোখের পানি ঝরতে লাগলো। যত্তোসব! জোনসের প্রয়োজন এখন অর্থের জন্য।

বারে ফিরে এলো আবার ম্যারিয়ন। গলার চেইনটা খুলে সেই লকেটটা রাখলো বারের এককোনে। ইণ্ডি যে টাকাগুলি রেখে গিয়েছিলো সেগুলি গুছিয়ে বারের পেছনে রাখলো ছোট একটি কাঠের বাক্সে। তারপর অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলো বারের উপর সাজানো দাঁড় কাকটার পাশে রাখা লকেটটার দিকে। আর ঠিক তখনই দরজায় একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফেরালো ম্যারিয়ন এবং দেখলো চারজন লোক ঢুকছে দরজা দিয়ে। বুঝলো ম্যারিয়ন, শুরু হলো ঝামেলা এবং তা ইণ্ডিয়ানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনসকে নিয়েই। এগিয়ে এলো ওরা চারজন।

'দুঃখিত, বার বন্ধ হয়ে গেছে।' বললো ম্যারিয়ন।

রেইনকোট পরা লোকটি, যার মুখ ক্ষুরের মতো ধারালো, হাসলো। বললো, 'আমরা মদ খেতে আসি নি।'

'ওহ।' ম্যারিয়ন দেখলো নেপালী ও মঙ্গোলিয়ানটা ঘরের এদিক সেদিক দেখছে, কাউন্টারের একপাশে রাখা লকেটটার কথা ভাবলো ম্যারিয়ন। চোখে পট্টিবাঁধা লোকটা ওটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।

'কি চাও তোমরা?' জিজ্ঞেস করলো ম্যারিয়ন।

'যা তোমার বন্ধু ইণ্ডিয়ানা জোনস চাচ্ছে।' বললো জার্মানটি, 'আমি নিশ্চিত যে, বিষয়টির কথা সে তোমাকে বলেছে।'

'দুঃখিত, সে রকম কোন কথা সে আমাকে বলে নি।'

'আহ,' বললো লোকটি, 'না হলে কি সে ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেও।'

লোকটি রেইনকোট গুটিয়ে বসলো। বললো, 'নিজের পরিচয় দেই নি বলে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার নাম টোহ্ট, আর্নল্ড টোহ্ট, জোনস একটি মেডালিয়ানের খোঁজ করেছিলো, তাই না?'

'বোধহয় . . .।' ম্যারিয়ন চিন্তা করছিলো দাঁড়কাকের পাশে নিচে রাখা বন্দুকটির কাছে কি ভাবে পৌঁছানো যায়।

'দয়া করে আমার সাথে ফাজলেমি করো না।' বললো টোহ্ট।

'ঠিক আছে। জোনস আগামী কাল আবার আসবে। তোমরাও আসো না কেনো তখন। সবাই মিলে নিলাম ডাকা যাবে।'

'তা সম্ভব নয়,' বললো টোহ্ট, 'ফ্রাউলিন, আজ রাতেই জিনিষটি আমার চাই।' বলে উঠে দাঁড়লো টোহ্ট, এগিয়ে গেলো ফায়ার প্লেসটার সামনে। নিভু নিভু কয়লার মাঝ থেকে তুলে নিলো চিমটেটা।

'আমার কাছে ওটা নেই,' হাই তোলার ভান করে বললো ম্যারিয়ন। 'আগামীকাল এসো। আজ আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত।'

'আমি দুঃখিত যে তুমি ক্লান্ত। যা হোক . . .' বলে সে কি যেনো ইঙ্গিত করলো মঙ্গোলিয়ানটিকে। সে ঝট করে ম্যারিয়নের হাত দুটো পিছমোড়া করে ফেললো। আর টোহ্ট গরম হয়ে থাকা লাল চিমটেটা তুলে নিয়ে ম্যারিয়নের দিকে এগোলো।

'মনে হচ্ছে তোমার ইশারা আমি বুঝতে পারছি।' বললো ম্যারিয়ন, 'দেখো আমি একটু বুঝদার হতে পারি . . .'

'অবশ্যই অবশ্যই।' টোহ্ট শ্বাস ফেলে এমন একটা ভঙ্গি করলো যেনো সে এ ধরনের ভায়োলেন্সে ক্লান্ত। কিন্তু ভঙ্গিটাই সার। চিমটেটা সে ম্যারিয়নের মুখের কাছে ধরলো। গরম আঁচের স্পর্শ পেলো ম্যারিয়ন। মাথা এপাশ ওপাশ করে মঙ্গোলিয়ানের হাত ছুটে সে বেরুতে চাইলো। কিন্তু মঙ্গোলিয়ানটি অসীম শক্তিধর।

'ঠিক আছে। আমি দেখাচ্ছি ওটা কোথায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সে সুযোগ তো তোমাকে দেওয়া হয়েছিলো প্রিয়তম।' বললো টোহ্ট।

ঐতিহ্যবাহী স্কুলের একজন স্যাডিষ্ট। ভাবলো ম্যারিয়ন। ম্যাডালিয়নটা তার কাছে বড় জিনিষ নয়। চিমটে দিয়ে একটা মেয়ের গাল পোড়ানোটাই আনন্দ। আবার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো ম্যারিয়ন। পারলো না। ভাবলো, সব হারালে তুমি। বাকি রইলো চেহারাটা, তাও গেলো। মঙ্গোলিয়ানটির হাত কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করলো সে। বদলে লোকটা তাকে এমন এক চড় কষালো যে নিমেষেই সে থির হয়ে গেলো। গরম চিমটেটার দিকে তাকালো ম্যারিয়ন।

এগিয়ে আসছে। পাঁচ ইঞ্চি। চার, তিন। এবং তখনই —

ঘটনাটি এতো দ্রুত ঘটলো যে, মুহূর্তের জন্য সে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। সে দেখলো একটা বিকট শব্দ হলো, জার্মানটির হাত শূন্যে উঠে গেলো, চিমটেটা উড়ে গিয়ে পড়লো এক জানালার পর্দায় এবং পর্দায় জড়িয়ে ঢিমে তালে আগুন ছড়াতে লাগলো। মঙ্গোলিয়ানের হাতের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেলো এবং ম্যারিয়ন বুঝলো ইণ্ডিয়ানা জোনস ফিরে এসেছে। দরজার সমনে দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়ানা, এক হাতে পুরানো সেই চাবুক, আরেক হাতে পিস্তল। এতোক্ষণ লাগলো তোমার আসতে ইণ্ডিয়ানা, ভাবলো ম্যারিয়ন। ঝট্তি ম্যারিয়ন ঘরে গেলো। বারের ওপর দিয়ে হাত বাড়ালো একটি বোতলের দিকে আর তখনই গুলি ছুড়লো টোহ্ট। মেঝেতে নিচু হলো ইণ্ডিয়ানা। কিছু কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ, আরো গুলি, ধস্তাধস্তি।

মঙ্গোলিয়ানটি মেশিনগান তাক করেছে ইণ্ডিয়ানার দিকে। ম্যারিয়ন ভাবলো এখনই কিছু করা দরকার। গুড়ি মেরে মোহনের রেখে যাওয়া কুড়োলটি তুলে নিলো সে। সজোরে বসিয়ে দিলো তা মঙ্গোলিয়ানটির মাথায়। কাটা গাছের মতো গড়িয়ে পড়লে সে মেঝেয়। এমন সময় ঝড়ের মতো দরজা ঠেলে ঢুকলো গাট্টাগোট্টা এক শেরপা। ম্যারিয়ন তাকে চেনে। যে বোতল খাওয়াবে সে তার দিকে। ঝড়ের মতো এসে পেছন দিক থেকে জাপটে ধরলো সে ইণ্ডিকে এবং তাকে নিয়েই গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। 'গুলি ! দু'জনকেই গুলি করো।' চেঁচাতে লাগলো টোহ্ট।

চোখে পট্টি বঁধা লোকটা এ চিৎকার শুনে যেনো জীবন ফিরে পেলো। মেঝেতে পড়ে আছে একটি বন্দুক। গড়াগড়ি খাচ্ছে শেরপা আর ইণ্ডি। আর চোখে পট্টি বাঁধা লোকটা পিস্তল তাক করেছে। টিপবে ট্রিগার। এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। শেরপা এবং ইণ্ডি দু'জনেই নিজেদের জান বাঁচার জন্য একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলো বন্দুকটির দিকে। এবং চোখে পট্টি বাঁধা লোকটা কিছু বোঝার আগেই ট্রিগারে চাপ দিলো। ছিটকে পড়লো লোকটা বারের ওপর দুহাত তুলে। তারপর গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

আর ঠিক তখনই শেরপা ও ইণ্ডির মুহূর্তের শান্তি চুক্তি শেষ হয়ে গেলো। পরম বিক্রমে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। দু'জনেই চেষ্টা করতে লাগলো, একটু আগে গুলি করা বন্দুকটা নিজের দখলে আনতে। টোহ্ট এবার প্রস্তুত। ইণ্ডিয়ানাকে গুলি করার জন্যে সে প্রস্তুত। মুহূর্তে ম্যারিয়ন মৃত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মঙ্গোলিয়ানের মেশিনগানটা তুলে নিলো। জীবনে সে কখনও মেশিনগান হাতে নেয় নি, জানেও না কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু ট্রিগার তো আছে। ট্রিগারে চাপ দিলো সে। এক ঝাঁক গুলি উড়ে গেলো টোহটের মাথার ওপর দিয়ে। এমন সময় ম্যারিয়ন দেখলো, চিমটেটা যে ছিটকে পড়েছিলো পর্দার ওপর, তাতে আগুন লেগে গিয়েছিলো। এবং এখন তা ছড়িয়ে পড়ছে।

চোখের কোন দিয়ে দেখলো সে টোহট বারের এক প্রান্ত থেকে সরে আসার চেষ্টা করছে। কারণ, আগুন দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে। এবং মেডালিয়ানটাও তার নজরে পড়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বারের উপর দাঁড়কাকের পাশে রাখা মেডালিয়ানটির দিকে হাতে বাড়িয়ে দিয়েছে সে। আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল। খপ করে মেডালিয়ানটা তুলে নিলো সে। অন্যদিকে বারের ঐ কোন আগুনে জ্বলে নিঃশেষ। তারপরই এক আর্ত চিৎকার। আগুনে তেতে গনগনে হয়ে উঠেছিলো মেডালিয়ানটা। টোহট সেটা হাতে রাখতে পারলো না। ফেলে দিলো। কিন্তু এর মধ্যে গরম মেডালিয়ানটা তার ছাপ ফেলে দিয়েছে টোহটের হাতের তালুতে। ব্যথায় মুচড়ে উঠলো জার্মানটার শরীর। পোড়া হাতটি ধরে নিচু হয়ে কোন রকমে বেরিয়ে গেলো সে দরজা দিয়ে।

আগুন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ম্যারিয়ন তাকালো সামনে। ইণ্ডি ও শেরপা দু'জনেই ধস্তাধস্তি করছে। আর নেপালীটা মেঝ থেকে বন্দুকটা তুলে চারপাশে ঘুরছে। নিশানার মধ্যে সে শুধু ইণ্ডিকে চায়, তার দেশোয়ালীকে নয়। মেশিনগানের ট্রিগারটা আবার চাপ দেওয়ার চেষ্টা করলো ম্যারিয়ন। না, অকেজো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পিস্তল। দাঁড়কাকের পেছনে রাখা ছিলো পিস্তলটি। আগুন আর ধোঁয়া বাঁচিয়ে সেটা হাতে তুলে নিলো ম্যারিয়ন। চারদিকে মদের বোতল ফুটছে তখন মলোটভকটেলের মতো। তাক করলো পিস্তলটা নেপালীর দিকে ম্যারিয়ন। কিন্তু নেপালীটা ঘুরছে। নিশানা নেওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে ইণ্ডি শেষ বারের মতো লাথি দিয়ে শেরপাটিকে ঝেড়ে ফেলে দিলো শরীর থেকে। উঠে দাঁড়ালো সে। নেপালীটা এতোক্ষণে তাকে বাগে পেয়েছে। ট্রিগার টিপলো ম্যারিয়ন। শূন্যে উঠে গেলো নেপালীটা, তারপর ধপ করে পড়লো মেঝেতে। ম্যারিয়ন দেখলো, আগুন আর ধোঁয়ার ওপাশ থেকে ইণ্ডি হাসলো কৃতজ্ঞতার হাসি।

ইণ্ডি মেঝ থেকে চাবুকটা তুলে হাতে নিলো। আরেক হাতে টুপিটা পরে নিয়ে চিৎকার করে বললো, 'চলো, বেরোনো যাক এ নরক থেকে।'

'কিন্তু যে জিনিষটি চেয়েছিলে তা রেখেই?'

'আছে এটা এখানে?'

পুড়তে থাকা একটা চেয়ার লাথি দিয়ে সরিয়ে দিলো ম্যারিয়ন। তখনই ছাদ থেকে জ্বলন্ত একটুকরো কাঠ শব্দ করে পড়লো নিচে।

'বাদ দাও,' ইণ্ডি চিৎকার করে বললো, 'আমি এখনই চাই তুমি বেরিয়ে এসো।'

কিন্তু ম্যারিয়ন এগিয়ে যেতে লাগলো টোহট যেখানে মেডালিয়ানটি ফেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে। অনবরত কাশছে সে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। বন্ধ হয়ে আসছে নিশ্বাস। ঐ তো মেডালিয়ানটি। গলার স্কার্ফ খুলে ম্যারিয়ন মেডালিয়ানটি জড়িয়ে নিলো তাতে। তারপর তাকালো পেছন ফিরে।

'আমার টাকা!' আর্ত চিৎকার করে উঠলো ম্যারিয়ন। অবিশ্বাস্য! কাঠের বাক্সে রাখা পাঁচ হাজার ডলার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ইণ্ডিয়ানা জোনস এবার শক্ত করে ধরে ফেললো ম্যারিয়নের হাত। তারপর টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে এলো বাইরে।

বাইরের হিমশীতল রাতের বাতাস যখন তাদের ধুয়ে দিচ্ছে তখন তারা দেখলো 'দি র‍্যাভেন' দাউ দাউ করে জ্বলছে। রাস্তার অপর পাশ থেকে ইণ্ডি এবং ম্যারিয়ন তাই দেখতে লাগলো।

ম্যারিয়ন এক সময় খেয়াল করলো জোনসের হাত তার কোমর জড়িয়ে রেখেছে। দশ বছর আগের সে পুরনো স্পর্শ। শিহরিত হলো সে। কিন্তু না, আর পুরনো স্মৃতি নয়। ইণ্ডির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো সে।

লকলকে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে ম্যারিয়ন বললো, 'তোমার কাছে আমার পাওনা বাড়ছে ইণ্ডি।'

'কি করা যায় তা' হলে এখন?'

'কি করা যায়?' মেডালিয়ানটা বাড়িয়ে দিলো ম্যারিয়ন ইণ্ডিয়ানার দিকে, 'আবার সব শুরু করা যায় এবং এখন থেকে আমি তোমার পার্টনার। কারণ এই সম্পদটির মালিক এখনও আমি।'

'পার্টনার?'

'হ্যা, পার্টনার।'

আরো কিছুক্ষণ তারা তাকিয়ে দেখলো আগুনের শিখা। কিন্তু লক্ষ্য করলো না মেঠো ইঁদুরের মতো আর্নল্ড টোহট অন্ধকার এক গলি থেকে বেরিয়ে মিলিয়ে গেলো সদর রাস্তার অন্য দিকে।

গাড়িতে উঠে ম্যারিয়ন বললো, 'এবার?' উত্তর দেয়ার আগে ইণ্ডি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'মিশর।'

'মিশর!' ম্যারিয়ন তাকালো তার দিকে। গাড়ি চলা শুরু করেছে। 'আহ্, তুমি তা' হলে চমৎকার এক জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছো।' তারপর অন্ধকারে পর্বত মালার দিকে তাকিয়ে ম্যারিয়ন শব্দ করে হাসলো।

'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করলো ইণ্ডি।

'তুমি এবং তোমার চাবুক।'

'এটা নিয়ে ঠাট্টা করো না বাছা। এই চাবুকই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'তোমাকে দরজায় দাঁড়ানো দেখে আমি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। ঐ পুরনো চাবুকটা কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ছে, প্রতিদিন ঐ চাবুক নিয়ে কি প্র্যাকটিসই না তুমি করতে! দেয়ালের উপর সাজানো থাকতো বোতলের সারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর পাশে চাবুক হাতে দাঁড়ানো তুমি,' আবার থামলো ম্যারিয়ন।

স্মৃতি, ভাবলো ইণ্ডি। সাত বছর বয়সে ভ্রাম্যমান এক সার্কাসে একজনকে দেখেছিলো সে চাবুক হাতে খেলা দেখাতে। আশ্চর্য সব কেরামতি দেখাচ্ছিলো সে চাবুক দিয়ে। ইণ্ডি সে কথা কখনও ভুলতে পারে নি। সেই মোহই তার হাতে তুলে দিয়েছিলো চাবুক। এবং বছরের পর বছর একাগ্র ভাবে হাতিয়ার হিসাবে চাবুকের ব্যবহার প্র্যাকটিস করেছে সে। রপ্ত করেছে।

'চাবুক ছাড়া তুমি কখনও কোথাও যাও?' জিজ্ঞেস করলো ম্যারিয়ন।

'ক্লাসে যখন ছাত্র পড়াতে যাই তখন নিই না।'

'বাজি ধরে বলতে পারি এটা নিয়ে তুমি ঘুমাও।'

'হ্যা, সেটা নির্ভর করে . . .'

চুপ করে রইলো ম্যারিয়ন। অন্ধকার রাতের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'নির্ভর করে কিসের ওপর?'

'নিজে ভেবে নাও।'

'মনে হয় বুঝতে পারছি।'

ইণ্ডি তাকালো একবার ম্যারিয়নের দিকে । তারপর মন দিলো অন্ধকার রাস্তায়।

৬. তানিস, মিশর

জলন্ত সূর্য পায়ের নিচের বালুকে করে তুলেছে তপ্ত কড়াই-র মতো। দূর দিগন্তে যতোদূর চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। কোন গাছ নেই, মানুষ নেই, কিছু নেই। জনশূন্য বিরান ভুমি, যেনো অন্য কোন গ্রহ। জনশূন্য কথাটা আবার ভাবলো বেল্লোক। জনশূন্য কথাটা মনঃপূত হলো তার। মানুষের মধ্যে একটি মুদ্রাই সে চালু দেখেছে তা হলো বিশ্বাসঘাতকতা। বর্তমানে সে নিজেও ব্যবহার করছে এই মুদ্রা। আর যেখানে ব্যবহার করা যায় না এই মুদ্রা সেখানে ব্যবহৃত হয় ভায়োলেন্স। কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করার বৃথা চেষ্টা করে সে হাঁটা শুরু করলো।

তানিসে খনন কার্য চলছে। এ বালির স্তূপের নিচেই শুয়ে আছে তানিস শহর। আর এই শহরের একটি জায়গায় আছে সেই কিংবদন্তীর মানচিত্র-ঘর। যতোবার এ কথা মনে হয় ততবারই শরীর শিউরে উঠে বেল্লোকের।

খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালাচ্ছে জার্মানরা। পকেটে হাত পুরে চারদিকে একবার নজর দিলো বেল্লোক। ট্রাক, বুলডজার, আরব মজুর, জার্মান সুপার-

www.BanglaBook.org

ভাইজার। আর আছে সেই ডিয়েট্রিচ। নিজেকে মনে করছে সে এলাকার প্রভু। অনবরত ছুটোছুটি আর হাঁকডাক করে বেড়াচ্ছে ডিয়েট্রিচ, জাহির করছে তার ক্ষমতা।

অন্যমনস্ক ভাবে এসব দেখতে দেখতে ফুয়েরারের সঙ্গে তার সাক্ষাতকারের কথা মনে হলো।

'এ বিষয়ে আপনিই নাকি পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ,' বলেছিলো ফুয়েরার তাকে। 'সর্বোৎকৃষ্ট জিনিষ আমার চাই।' তারপর বক্তিমে। বেল্লোক অবশ্য সেগুলি শুনে নি। সে ভাবছিলো, এরকম একটি পাগলের হাতে দেশের শাসনভার থাকলে কি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। ফুয়েরার বলে চলছিলো, 'সিন্দুকটি আমার চাই। এটি রাইখের সম্পদ। এতো পুরনো ঐতিহাসিক জিনিষ জার্মানি ছাড়া আর কারো হতে পারে না।'

খনন কাজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলো বেল্লোক। সিন্দুকটি একা কারো সম্পত্তি নয়, কোন অঞ্চলের নয়। পকেট থেকে বের করে আনলো মেডালিয়ানটি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাতের তালুতে মেডালিয়ানটি রেখে সে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু বেল্লোক দেখেছে, এই সিন্দুক যখন তার জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন থেকে সে একটা ঘোরের মধ্যে থাকে, যেন এক ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে সে। মেডালিয়ানটি হাতের মুঠোই শক্ত করে ধরে সে আবার ভাবলো সেই পাণ্ডাদের কথা। যাদের ডিয়েট্রিচ পাঠিয়েছিলো নেপালে। ব্যাটারা পুরো জিনিষটা মাটি করে দিয়েছে। বিরক্তি অনুভব করলো বেল্লোক। তবে, একটা জিনিষ টোহ্‌ট নিয়ে এসেছিল যা তার কাজে লেগেছে।

নেপাল থেকে ফিরে সহানুভূতির আশায় ফোসকা পড়া হাতটা টোহ্‌ট দেখিয়েছিলো বেল্লোককে। গাধাটা একবারও খেয়াল করে নি যে তার হাতের তালুতে মেডালিয়ানটার অবিকল ছাপ ফোসকার মতো ফুটে উঠেছে। বেল্লোক এটা দেখে কয়েকদিন টোহ্‌টকে নিয়ে বসে হাতের তালুর ফোসকা থেকে মেডালিয়ানটির কপি তৈরী করেছে।

তার হাতেরটি ঐ কপি থেকে তৈরী। ঘরে ম্যাপরুম খুঁজে পেলে এটা কাজে লাগতে পারে, ভাবলো বেল্লোক। কিন্তু আসলটি না পাওয়ায় মেজাজ খিচড়ে আছে তার।

মেডালিয়ানটি পকেটে পুরে বেল্লোক ডিয়েট্রিচ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গেলো। দাঁড়িয়ে থাকলো বেল্লোক সেখানে বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু কোন কথা বললো না। সে জানে তার উপস্থিতিতে এই জার্মানটি অস্বস্তি বোধ করে। এবং বেল্লোক তা উপভোগ করে। অবশেষে ডিয়েট্রিচ মুখ খুললো, 'কাজ ভালোই চলছে, তাই না।'

মাথা নাড়লো বেল্লোক। একটা সংবাদ তার মনে কাঁটার মতো খচ খচ করছে। ডিয়েট্রিচের একটা পাণ্ডা নেপাল থেকে খবর এনেছে, ইণ্ডিয়ানা জোনসকে দেখা গেছে সেখানে। অবশ্য তার বোঝা উচিত ছিলো, ভবলো বেল্লোক, ইণ্ডিয়ানা আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বা পরে সেখানে আসতোই। জোনস একটু ঝামেলা করে। যদিও দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিবারই জোনস হয়েছে পরাজিত। আসলে, তার কারণ, ভাবলো বেল্লোক, আসলে ব্যাটা ধূর্ত নয়।

এখন আবার কায়রোয় তাকে দেখা গেছে র‍্যাভেনউডের মেয়ের সঙ্গে।

'অন্য যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেছিলাম সে বিষয়ে কি আপনি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?' জিজ্ঞেস করলো ডিয়েট্রিচ।

'হ্যা।'

'মনে হয়, আমি যে ধরণের সিদ্ধান্ত ভেবেছিলাম আপনি ও পৌঁছেছেন সে রকম সিদ্ধান্তে।'

'মনে হওয়াটা সব সময় ঠিক হয় না।'

ডিয়েট্রিচ নিরবে শুধু তাকালো বেল্লোকের দিকে। 'তবে এ ব্যাপারে মনে হয় তুমিই ঠিক।' বললো বেল্লোক হেসে।

'ব্যাপারটা আমি দেখবো?'

'অবশ্যই বিস্তারিত তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম।'

'সেটাই স্বাভাবিক।' জবাব দিলো ডিয়েট্রিচ।

৭. কায়রো

চারদিক থেকে গরম জড়িয়ে ধরেছে। আদ্রতা সব শুষে নিয়েছে সূর্য। নিঃশ্বাস নেওয়াও কষ্টকর। ইণ্ডি ম্যারিয়নকে নিয়ে বসে আছে এক কফি হাউজে। দরজা থেকে ইণ্ডি চোখ সরাচ্ছে না। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে তারা কায়ারোর গলিঘুঁজিতে ঘুরেছে। এড়িয়ে চলেছে সদর রাস্তা। কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে কে যেনো নজর রাখছে তাদের ওপর। ম্যারিয়নকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত। ঘামে তার চুল ভেজা। মুখ শুকনো। এবং ইণ্ডি বুঝতে পারছে ক্রমেই ম্যারিয়ন তার প্রতি অধৈর্য হয়ে উঠছে — এই যে এখন কফি কাপের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে ইণ্ডির দিকে, অভিযুক্ত করছে চোখ দিয়ে। ইণ্ডি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে, খদ্দের আসছে যাচ্ছে, আর তিক্ষ্ণভাবে তাদের দেখছে ইণ্ডি।

'এটুকু জানাবার ভদ্রতা থাকা তোমার উচিত,' বললো ম্যারিয়ন, 'যে আর কতোক্ষণ এরকম হামাগুড়ি দিয়ে কাটাতে হবে?'

'আমরা কি তাই করছি?'

'যে কোন অন্ধও বুঝতে পারবে যে আমরা কোন কিছু থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।

www.BanglaBook.org

আর এখন আমার মনে হচ্ছে কেনো আমি নেপাল ছেড়ে এলাম। ভুলে যেও না, সেখানে আমার রমরমা এক ব্যবসা ছিলো। রমরমা এক ব্যবসা যা তুমি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছো।'

ইণ্ডি তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। রাগলে ম্যারিয়নের সৌন্দর্য আরো কতগুণ বেড়ে যায়। টেবিলের উপর রাখা ম্যারিয়নের হাত ছুঁয়ে বললো ইণ্ডি, 'নেপালে যে পাণ্ডা গুলির মুখোমুখি আমরা হয়েছিলাম এখানে তাদের থেকেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু কতোক্ষণ?'

'যতোক্ষণ না আমার মনে হয় যাওয়ার জন্যে আমরা নিরাপদ।'

'কোথায় যাওয়ার জন্যে নিরাপদ?'

'আমি নিশ্চয় এখানেও বন্ধুহীন নই।'

শ্বাস ফেলে ম্যারিয়ন কফি শেষ করলো। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে, টেবিলের নিচে দু' পা মেলে দিয়ে চোখ বুঁজলো — 'যখন মন ঠিক করবে তখন আমায় উঠিয়ে দিয়ো।'

উঠে দাঁড়ালো ইণ্ডি। টেনে উঠালো ম্যারিয়নকে। 'সময় হয়েছে,' বললো সে, 'এখন যেতে হবে।'

একটা গলিতে ঢুললো দু'জন। প্রায় নির্জন গলি। চারদিকে সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করলো ইণ্ডি। তারপর ম্যারিয়নের হাতি ধরে হাঁটতে লাগলো।

'আমরা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছি সে বিষয়ে কি আমি কোন ধারণা পেতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো ম্যারিয়ন।

'সালাহ্‌র বাড়িতে।'

'সালাহটা কে?'

'মিশরের শ্রেষ্ঠ খননকারী।'

ইণ্ডি শুধু আশা করছিলো সালাহ যেনো ঠিক আগের বাড়িতেই থাকে। আরো আশা করছিলো, তানিস খননকার্যে নাজীরা যেনো সালাহকে নিয়োগ করে। গলিটা এদিকে দুভাগ হয়ে গেছে। 'এদিকে,' বলে ম্যারিয়নের হাত ধরে এদিকে টেনে নিয়ে চললো ইণ্ডি।

ঠিক তাদের ছায়ার আড়ালে কি যেনো সরে গেলো। নিঃশব্দে, কনক্রিটের উপর দিয়ে এগুচ্ছে সে। সে শুধু জানে, সামনের দু'টি প্রাণীকে অনুসরণ করে যেতে হবে।

সালাহ বাড়িতে, ইণ্ডিকে এমন ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হলো, যেনো, ইণ্ডির সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। সালাহ্‌র স্ত্রী ফায়াহ তাদের সাদরে নিয়ে বসালে খাবার ঘরে। ইণ্ডি, ম্যারিয়ন, সালাহ বসলো টেবিলে। লক্ষ্য করলো ইণ্ডি, ঘরের আরেক কোনে আরেকটি টেবিল ঘিরে বসে আছে সালাহ্‌র ছেলেমেয়েরা।

'গত বারতো সংখ্যা এতো বেশী ছিলো বলে মনে হয় না?' এক টুকরা মাংস চিবুতে চিবুতে বললো ইণ্ডি, 'যদ্দুর মনে পড়ে তিন জনকে দেখছিলাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যা, এখন আছে ন' জন।' সালাহ্ ও তার স্ত্রীকে বেশ গর্বিত দেখাচ্ছে।

অবাক হয়ে ঘাড় নাড়লো ইণ্ডি। ম্যারিয়ন টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে বাচ্চাদের সাথে একটু খুনসুটি করে এলো। তা দেখে ফায়াহর মুখ ভরে উঠলো হাসিতে। সালাহ্ বললো, 'আমারা ন' থেকে আর ওপরে উঠবো না বলেই ঠিক করেছি।'

'বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত!' গম্ভীর সুরে বললো ইণ্ডি।

খাওয়া দাওয়া শেষ। এমন সময় বাচ্চাদের টেবিল থেকে হৈ চৈ ভেসে এলো। ফায়াহ্ গিয়ে ধমক দিলো তাদের। 'এ কি হচ্ছে মেহমানদের সামনে অভদ্রতা করছো?' কিন্তু বাচ্চারা হৈ হল্লা করেই যাচ্ছে। তারপর হৈ হট্টগোলের কারণ খুঁজে পেলো ফায়াহ্। টেবিলের ঠিক মাঝখানে বসে আছে একটা বানর। বাচ্চাদের প্লেট থেকে একটুকরা রুটি নিয়ে নিশ্চন্ত মনে খাচ্ছে।

'কে এনেছে এটাকে ঘরে,' চটে গেলো ফায়াহ্।

কেউ উত্তর দিলো না। বানরটা ভাবভঙ্গি দেখে বাচ্চারা হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। বানড়টি হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়লো ম্যারিয়নের কোলে। তারপর দ্রুত চুমো খেলো ম্যারিয়নের গালে। ম্যারিয়ন হেসে উঠে বললো, 'বা বা, এ যে দেখছি প্রেমিক বানর!' ফায়াহ্ বললো, 'এটা এলো কি ভাবে এখানে?' সে আবার এ সব পছন্দ করে না।

'আমরা জানি না।' বললো ফায়াহর বড় ছেলে, 'হঠাৎ দেখি সে বসে আছে টেবিলের ওপর।'

'থাকুক এটা আমার কাছে।' বললো ম্যারিয়ন।

'ম্যারিয়ন, তুমি যদি চাও এটা অশ্যই থাকবে এখানে।' বললো ফায়াহ্।

'চলো সালাহ, আমরা একটু বৈষয়িক আলাপ সেরে নিই।' বললো ইণ্ডি।

মাথা নাড়লো সালাহ। দু' জনে চলে এলো উঠোনে। গরম ক্লান্তি সব কিছু অবসন্ন করে তুলছিলো ইণ্ডিকে ।

'বন্ধু,' বললো সালাহ্, 'এত বছর পর নিশ্চই তুমি আমার খোঁজ করতে এখানে আসো নি?'

'তোমার অনুমান ঠিক।'

'শুধু তাই নয়, আমি আরো বলতে পারি, তুমি ঠিক কি জানতে চাও আমার কাছে।'

'শুনি তোমার অনুমান।'

'তুমি জানতে চাও, তানিসের খনন কাজ কেমন এগুচ্ছে, তাই না?'

'তা' হলে তুমি সেখানে কাজ করছো?' খুশী হয়ে বললো ইণ্ডি।

'ইণ্ডি', বললো সালাহ্, 'আজ আমরা তানিসের ম্যাপরুম খুঁজে পেয়েছি এবং নিজে ব্যক্তিগত ভাবে প্রথম ঢুকেছি।'

যদিও এ খবরটিই আশা করছিলো ইণ্ডি, কিন্তু তা সত্তেও সালাহর মুখে খবরটি শুনে কেঁপে উঠলো। মাথাটা শুন্য মনে হলো কয়েক মুহুর্তের জন্যে। তানিসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাপরুম! এবনার র‍্যাভেনউডের কথা মনে হলো তার। সারা জীবন এর খোঁজ করে প্রায় পাগলপারা হয়ে ভদ্রলোক পরপারে চলে গেলেন। তারপর নিজের কথা মনে হলো তার। একটু বিষন্ন লাগলো, হিংসাও। তানিসের ম্যাপরুমে প্রথম ঢোকার গৌরবটা সে অর্জন করতে পারলো না।

'তারা খুব দ্রুত কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে।' জিজ্ঞেস করলো ইণ্ডি।

'হ্যা, নাজীরা শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দক্ষ,' বললো সালাহ্, 'আর তা ছাড়া তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে একজন ফরাসী।'

'ফরাসী?'

'হ্যা, বেল্লোক।'

চেয়ারে সোজা হয়ে চুপচাপ বসে রইলো ইণ্ডি। সেই বেল্লোক। পৃথিবীর এমন কোন জায়গা কি নেই যেখানে এই হারামজাদা যাবে না! রাগে গা জ্বালা করতে লাগলো ইণ্ডির। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রাগ কেটে গেলো, বরং অন্য এক ধরণের অনুভূতির জন্ম হলো। ভালোই লাগছে তার। এক ধরণের প্রতিযোগীতা না হলে কিছুই ঠিক জমে না। তবে, বেল্লোক, এবার তোমার হারার পালা, মনে মনে বললো ইণ্ডি। পকেট থেকে মেডালিয়ানটা বের করে সালাহ্‌র হাতে দিয়ে বললো ইণ্ডি — 'তারা ম্যাপরুম আবিষ্কার করতে পারে বটে, কিন্তু এটা ছাড়া কি এগুতে পারবে?'

'এটা নিশ্চয় রা-এর লাঠির হাতলটা।'

'ঠিক। তবে, হাতলের উপরের চিহ্নগুলি আমার অচেনা। তুমি কিছু বুঝতে পারছো?'

'না' বললো, সালাহ্, 'তবে তোমাকে এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি যে এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করবে।'

'হ্যা, তাহলে তো খুব ভালোই হয়।' সালাহ্‌র হাত থেকে মেডালিয়ানটি নিয়ে পকেটে রাখলো ইণ্ডি। নিরাপদ ভাবলো সে। এটি ছাড়া বেল্লোক অন্ধ। এবার রেনে, দেখে নেবো তোমাকে। এখন যদি কোন রকমে নাজীদের ধারে কাছে পৌঁছা যায়!

'খনন কাজে কতজন জার্মান লাগানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ইণ্ডি।

'শ খানেক হবে,' বললো সালাহ্, 'এবং সবরকম ভাবে তারা প্রস্তুত।'

'হু, যা ভেবেছিলাম।' চোখ বুঁজে পা টান করে বসলো ইণ্ডি। অন্যকিছু ভাবতে হবে, ভাবলো ইণ্ডি।

'কিন্তু ইণ্ডি, আমি চিন্তিত।' বললো সালাহ্।

'কেনো?'

'সিন্দুক। যদি এটা তানিসে থেকে থাকে ...' বলে চুপ হয়ে গেলো সালাহ্। তারপর আবার থেমে থেমে বললো, 'মানুষের এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা বোধ হয় ঠিক নয়। এর আশে পাশে সব সময় ঘোরাঘুরি করছে মৃত্যু। সব সময়। এটা এ পৃথিবীর জিনিষ নয়। তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে — আমি কি বলতে চাইছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বুঝেছি।'

'আর সেই ফরাসী — বুঝেছো, সে এ বিষয়ে একেবারে পাগল। তার চোখের দিকে তাকালে এমন কিছু দেখি যা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। জার্মানরাও তাকে পছন্দ করে না। সিন্দুকটি ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই তার মাথায়। আর যেভাবে চারদিক সে নজর রাখে তাতে মনে হয় না কোন জিনিষ তার চোখ এড়িয়ে যায়। আর যখন সে ঢুকলো ম্যাপরুমে . . . তার মুখের ভাব যা হয়েছিলো তা আমি বর্ণনা করতে পারবো না।'

আরো কিছুক্ষণ তারা চুপ করে বসে রইলো। তারপর সালাহ্ বললো, 'চলো, এবার ঘুমোতে যাওয়া যাক। আমার এ ঘর তোমারই।'

দু'জনে উঠোন পেরিয়ে ঢুকলো ঘরে। ভেতরে সব নিথর, অন্ধকার। সালাহ্ পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো ইণ্ডিকে। ম্যারিয়নের ঘরের সামনে থামলো ইণ্ডি। অন্ধকার ঘর থেকে শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। ম্যারিয়ন এখন কিশোরী নয়, রমণী — এ ভাবনা তাকে সুখী করে তুললো। তারপর আবার চলা শুরু করলো নিজের ঘরের দিকে।

'প্রলোভন জয় করলে বুঝি ইণ্ডি?' জিজ্ঞেস করলো সালাহ্।

'আমি যে সাধুর পর্যায়ে পৌছে গেছি তা বোধ হয় তুমি জানে না।' বললো ইণ্ডি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসলো সালাহ্।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছে না ইণ্ডির। ছটফট করছে। প্রলোভন তুমি জয় করেছো ইণ্ডি? নিজেই প্রশ্ন করলো নিজেকে। যতবারই অন্য কিছু ভাবতে চায় ইণ্ডি, ততোবারই চোখের সামনে ভেসে উঠে, অন্ধকার বিছানায় শুয়ে আছে ম্যারিয়ন। এক সময় আর পারলো না ইণ্ডি। দরজা খুলো পা রাখলো করিডোরে। তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো ম্যারিয়নের ঘরের সামনে।

আস্তে করে ম্যারিয়নের ঘরের দরজার হাতল ঘোরালো ইণ্ডি। খুলে গেলো দরজা। চাঁদের আলোর বন্যায় ঘর ভেসে যাচ্ছে। পুরো ঘরটা হয়ে উঠেছে রুপোলী। আর সে রুপোলী আলোয় নিথর হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে ম্যারিয়ন। পা টিপে টিপে খাটের পাশে নিচে বসলো ইণ্ডি। কিছুক্ষণ তাকালো ম্যারিয়নের ঘুমন্ত মুখের দিকে। তারপর আস্তে আঙ্গুল দিয়ে আলতো ভাবে ছুঁলো ম্যারিয়নের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললো ম্যারিয়ন। ইণ্ডি আঙ্গুলটা রাখলো ম্যারিয়নের ঠোঁটের ওপর।

'তুমি নিশ্চয় জানতে চাও, কেনো এই সময় আমি বসে আছি তোমার খাটের পাশে?' জিজ্ঞেস করলো ইণ্ডি।

'হ্যা, জানি,' বললো ম্যারিয়ন, 'প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিউ ডীল নিয়ে তুমি আমার সাঙ্গে আলোচনা করতে এসেছো। নাকি তুমি আশা করছো চাঁদের আলোর মতো তুমিও আমায় ভাসিয়ে নেবে?'

'আমি কিছুই আশা করছি না।'

'সবাই কিছু না কিছু আশা করে,' হাসলো ম্যারিয়ন, 'বড় হতে হতে ছোট্ট এই

www.BanglaBook.org

শিক্ষাটুকু আমি পেয়েছি।'

ম্যারিয়নের একটা হাত তুলে নিলো ইণ্ডি নিজের হাতে। একটু কেঁপে উঠলো ম্যারিয়নের হাত। কিন্তু কিছু বললো না ম্যারিয়ন। চুমো খেলো ইন্ডি, ম্যারিয়নের ঠোঁটে। ম্যারিয়নও তাতে সাড়া দিলো কিন্তু আবেগহীনভাবে। মুখ সরিয়ে ইন্ডি তাকালো ম্যারিয়নের দিকে। চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে ম্যারিয়ন উঠে বসলো।

'আমি চলে যেতে চাই', বললো ম্যারিয়ন শান্ত স্বরে।

'কেনো?'

'কাউকে আমি জবাবদিহি করি না।'

'তুমি কি এতোই ঘৃণা করো আমাকে?' শ্বাস ফেলে বললো ইন্ডি।

'সুন্দর চাঁদ উঠেছে।' জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো ম্যারিয়ন।

'তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম।'

'ইচ্ছে করলেই তুমি আমার জীবনে ফিরে আসতে পারো না ইন্ডি। এতো বছর পর, এতো কিছু ঘটার পর হঠাৎ তুমি এভাবে আসতে পারো না ইন্ডি। তুমি কি এটা বোঝ না?'

'বুঝেছি।'

'আমার বক্তৃতা শেষ হলো। এখন আমি ঘুমোবো। সুতরাং তুমি যেতে পারো।'

আস্তে উঠে দাঁড়ালো ইন্ডি।

এগোলো দরজার দিকে। হাত রাখলো দরজার হাতলে। বললো ম্যারিয়ন, 'আমিও তোমাকে চাই। তুমি কি সেটা জানো না? কিন্তু একটু সময় তো দেবে। তারপর দেখা যাক না কি হয়।'

করিডোরে পা রাখলো ইন্ডি। মনে হলো, শরীরে কে যেনো এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে। নিজের ঘরে ঢুকে তার মনে হলো নিজেকে এরকম গাধা হিসেবে জাহির করলাম! তবে হয়তো এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটবে, ভাবলো ইন্ডি।

ঘুম এলো না ম্যারিয়নেরও। জানালার পাশে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে তার মনে হলো, এতো তাড়াতাড়ি হাত বাড়ালো কেনো ইন্ডি? এই হতচ্ছাড়া কি ধৈর্য বলে কোন জিনিস শিখবে না? অন্যসব বিষয়ের মতো হৃদয়ের ব্যাপারেও লোকটা বেপরোয়া। সে কিছুতেই বুঝতে চায় না, ঘা শুকোবার জন্যে সময়ের দরকার।

ভাড়ার ঘরে রাখা ছিলো ইন্ডি আর ম্যারিয়নের স্যুটকেশ ও অন্যান্য জিনিসপত্র। ছায়াটা ঢুকলো সে ঘরে। নিপুণভাবে খুলে ফেললো স্যুটকেশ, তারপর ঘাঁটতে লাগলো কাপড়চোপড়। যে জিনিসটি তুলে নেওয়ার জন্যে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা সে পেলো না। ছায়াটি জানে, তাকে নিতে হবে নির্দিষ্ট আকারের একটি বস্তু বা ড্রইং। হতাশ হলো সে। তার মানে, আজও তাকে খাবার দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, শাস্তিও দেওয়া হতে পারে তাকে। আরেকবার চিন্তা করলো সে জিনিসটার কথা — সূর্যের আকারের, চারপাশে ছোট ছোট প্রতীক চিহ্ন, মাঝখানে

www.BanglaBook.org

একটা ছিদ্র। আবার ঘাটতে লাগলো সে স্যুটকেশ।

না, এবারও কিছু পেলো না।

বানরটি করিডোরে ফিরে এলো, তারপর খাবার ঘরে। টেবিল থেকে তুলে নিলো রাতের খাবারের কিছু অবশিষ্টাংশ। তারপর খোলা এক জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বাইরে।

অপরাহ্ন। কিন্তু সূর্যের তেজে মনে হচ্ছে সবকিছু জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে! আকাশ একেবারে কাঁচের মতো পরিষ্কার, ঝকঝকে।

'বানরটা কি সঙ্গে নেওয়ার দরকার ছিলো?' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি। ভিড় ঠেলে তারা দু'জন এক বাজারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো।

'আমি আনলাম কই, বললো ম্যারিয়ন, 'এটা দেখি আমার পিছু পিছু আসছে।'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তুমি তার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছো।'

'আমিই যে ঠিক এব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছি তা বোধহয় ঠিক নয় ইন্ডি। বরং মনে হচ্ছে, সে তোমাকে বাবার মতো দেখছে। ওর দিকে তাকাও, দেখবে ওর চাহনি অনেকটা তোমার মতো।'

'হ্যাঁ, চাহনি আমার, মগজ তোমার।'

উত্তর দেওয়ার আগে ম্যারিয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'ভালো একটা মেয়ে দেখে থিতু হয়ে বসোনি কেনো, যে তোমাকে উপহার দিতে পারতো ন'টি সন্তান।'

'কে বললো আমি থিতু হইনি?'

ম্যারিয়ন তাকালো তার দিকে। ইন্ডি খুশি হলো, মুহূর্তের জন্যে হলেও ম্যারিয়নের মুখে ঈর্ষার ছাপ দেখে।

'দায়িত্ব কখনও নাওনি তুমি,' বললো ম্যারিয়ন, 'আমার বাবা তোমাকে ভালোভাবেই চিনেছিলেন ইন্ডি। ওঁর মতে তুমি হচ্ছো একটা হতভাগা।'

'আমি বলবো এ শব্দ প্রয়োগে তিনি উদারতা দেখিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত যতো জনকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী হতভাগা, কিন্তু যা হোক, একটা হতচ্ছাড়া তো বটে। তিনি তোমাকে ভালোবাসতেন, জানতে তুমি সেটা? তাকে শত্রুতে পরিণত করতে তোমার অনেক সময় লেগেছে।'

'পুরনো কথা আমি আর তুলতে চাই না ম্যারিয়ন,' বললো ইন্ডি।

'আমিও,' উত্তর দিলো ম্যারিয়ন,' তবে মাঝে মাঝে তুমি কী, তা মনে করিয়ে দিতে চাই। কিন্তু সে থাক, আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'সালাহ্‌র সঙ্গে দেখা করবো তারপর ওর সঙ্গে যাবো অপর বিশেষজ্ঞ বন্ধু ইমামের কাছে।'

'তুমি আমাকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছো তাতে বাবার কথা মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ছে,' বললো ম্যারিয়ন, 'অর্ধেক পৃথিবী তিনি আমাকে নিয়ে এভাবে ঘুরেছেন, যেনো আমি একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া।'

রাস্তার এক প্রান্তে পৌঁছুলো তারা। এরপর রাস্তাটি বাঁক নিয়েছে। এমন সময় বানরটি ম্যারিয়নের হাত গলিয়ে সামনের ভিড়ে দ্রুত মিলিয়ে গেলো।

'এই,' চিৎকার দিয়ে বললো ম্যারিয়ন, 'ফিরে আয়।'

'যেতে দাও।' খুশির স্বরে বললো ইন্ডি।

'হ্যাঁ, মাত্র জিনিসটা আমার প্রিয় হয়ে উঠছিলো।'

তীব্র চোখে ইন্ডি ম্যারিয়নের দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরে দ্রুত আবার হাঁটতে লাগলো।

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে বানরটা। কয়েকজন ধরত চাইলো তাকে। পারলো না। ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো রাস্তা পেরিয়ে, গলির ভেতর এক বাড়ির সামনে এসে থামলো। বাড়ির দরজায় এক লোক দাঁড়িয়ে। ঝাঁপ দিয়ে তার কোলে উঠলো বানরটা। লোকটি খুব ভালোভাবে ট্রেনিং দিয়েছে বানরটিকে। আদর করে এক টুকরো মিষ্টি খেতে দিলো সে বানরটিকে। গোয়েন্দারা অপরাধী খোঁজার জন্যে যে ব্লাড হাউন্ড ব্যবহার করে বানরটি তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, কৌশলী।

সরু গলির দিকে একবার নজর করে সামনের বাড়ির ছাদগুলির দিকে তাকালো লোকটি। তারপর ইশারা করলো হাত দিয়ে।

কাছের আরেকটি ছাদ থেকে আরেকজন হাত নাড়লো।

না, বানরটি যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে, আদেরের চাপড় মারতে মারতে ভাবলো লোকটি, যে দু'জনকে খুন করা হবে তাদের সে খুব ভালোভাবে অনুসরণ করেছে। ভালো। খুব ভালো। আবার ভাবলো বানর-কোলে লোকটি।

ইন্ডি আর ম্যারিয়ন এক চৌরাস্তার সামনে এসে পৌঁছুলো। চৌরাস্তার চারদিকে দোকানপাট, লোকজন, হৈ হল্লা। হঠাৎ থেমে পড়লো ইন্ডি। সেই পুরনো অনুভূতিটা কাজ করছে আবার তার মনে। সৃষ্টি করছে অস্বস্তির। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, ভাবলো সে। সামনের ভিড়ভাট্টার দিকে ভালোভাবে তাকালো ইন্ডি।

'এখানে থামলে কেনো?' জিজ্ঞেস করলো ম্যারিয়ন। উত্তর দিলো না ইন্ডি।

ভিড়। এতো লোকের মধ্যে কিছু ঠাহর করা সম্ভব? তবুও। জ্যাকেটের মধ্যে হাত গলিয়ে চাবুকের হাতটা শক্ত মুঠিতে ধরলো ইন্ডি। আবার তাকালো লোকজনের ভিড়ের দিকে। একটি ছোট দল এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বোঝা যাচ্ছে যারা কেনাকাটা করতে এসেছে দোকানে তাদের থেকে এদের উদ্দেশ্য আলাদা। কয়েকজন আরব। জনা দু'য়েক ইউরোপীয়ান।

দেখলো ইন্ডি, এদের একজনের হাতে হঠাৎ করে ধাতব কি যেনো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। নিশ্চয় ছুরি। দেখলো যার হাতে এ বস্তুটি, সে দ্রুত এগিয়ে আসছে। বের করে আনলো ইন্ডি চাবুকটি, শব্দ করে বাতাস কেটে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো চাবুকের ডগা, মুহূর্তের মধ্যে তা প্রবল আক্রোশে জড়িয়ে ধরলো ছুরি ধরা আরবের

www.BanglaBook.org

হাতটি। ছিটকে পড়লো ছুরিটি। আরো কয়েকজন এগিয়ে আসছে। দ্রুত ভাবলো ইন্ডি।

'এখান থেকে পালাও,' ম্যারিয়নের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বললো ইন্ডি, 'দৌড়াও।'

ম্যারিয়ন তেমন কিছুই করলো না। বরং পাশের এক দোকান থেকে একটি ঝুলঝাড়নি নিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে থাকা আরেকটি আরবের গলা লক্ষ্য করে সজোরে চালালো তা। ধপ করে শব্দ হলো একটি। গড়িয়ে পড়লো আরবটি।

'পালাও,' বললো ইন্ডি আবার, 'পালাও।'

আরো কয়েকজন এগিয়ে আসছে। এতোজনের সঙ্গে একা লড়াই করা যাবে না। দেখলো সে, আরেকজন আরবের হাতে শূন্যে উঠলো একটি কুঠার। ঝিলিক দিয়ে উঠলো ইস্পাতের ফলা। ইন্ডি এবার এই লোকটির গলা বরাবর চালালো চাবুক। চাবুকের ডগা পেঁচিয়ে নিলো লোকটির গলা। চাবুকটা টানলো আরেকটু। শব্দ করে লোকটি গড়িয়ে পড়লো। এমন সময় ইউরোপীয়ান একজন এগিয়ে এলো, শক্ত হাতে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো চাবুকটি। সজোরে ইন্ডি লাথি চালালো তার বুক বরাবর। বুক চেপে ধরে, সে পড়লো গিয়ে এক ফলের দোকানে এবং তারপর নিমিষে অজস্র ফল লুটোপুটি খেতে থাকলো ফুটপাতে আর লোকটি বুক চেপে বসে রইলো তার মাঝে। এরই মাঝে ইন্ডি খেয়াল করলো, চৌরাস্তার পাশে একটি দেয়াল, তাতে দরোজাও আছে একটি। ঝট করে পিছু হটে দরজাটি খুলে ফেললো ইন্ডি, তারপর ম্যারিয়নের কাঁধ ধরে হেঁচকা টানে তাকে ঢুকিয়ে দিলো ভিতরে। তারপর ঝটপট দরজা লাগিয়ে বাইরের হাতলটা আটকে দিলো। ম্যারিয়ন চিৎকার করে দরজা ধাক্কাতে লাগলো। তারপর সামনে-পাশে কয়েকবার চাবুক চালালো। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। এ বিশৃঙ্খলা ইন্ডির মনে খুশির ভাব এনে দিলো। আরেকটি ইস্পাতের ফলা ছুটে আসছে তার দিকে। ঝট করে নিচু হয়ে গেলো ইন্ডি। ছুরিটা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলো। ঝটতি ইন্ডি হাঁটু গেড়েই চাবুক চালালো আরবটির গোড়ালি লক্ষ্য করে। লোকটি তাল হারিয়ে পড়লো পাশের বাসনপত্রের দোকানে। ঝনঝন করে এক সঙ্গে গড়িয়ে পড়লো কাঁচের পাত্র। রাস্তায় গড়াগড়ি করতে লাগলো কিছু। একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো দোকানী ও আক্রমণকারী আরবটি। একজন ক্রুদ্ধ ও বিস্ময়ে, আরেকজন যন্ত্রণায়।

চারদিকের ধ্বংসস্তূপ চকিতে একবার দেখে নিলো ইন্ডি। যারা তাকে ঘায়েল করতে এসেছিলো তাদের কেউ-ই নড়ছে না। হঠাৎ চারপাশের দোকানঅলারা তৎপর হয়ে উঠলো। চাবুক হাতে একটি পাগল এরকম ধ্বংসযজ্ঞ করে চলে যাবে, তা হতে পারে না। ধেয়ে আসতে লাগলো তারা তার দিকে। পিছু হটলো ইন্ডি। আস্তে আস্তে পিছুতে লাগলো দেওয়ালের সেই দরজা বরাবর। দরজার হাতলে হাত রাখতেই ধারালো দা হাতে একজন ঝাঁপ দিলো তার দিকে। ইন্ডি ধরে ফেললো তার কবজি। শক্তি পরীক্ষা শুরু হলো দু'জনের।

দরজা খুলতে না পেরে ম্যারিয়ন পিছিয়ে এলো। পথ খুঁজতে লাগলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চৌরাস্তায় পৌঁছুবার। ইন্ডি ভেবেছে কি, ম্যারিয়নকে রক্ষা করার জন্য কোন ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা পেয়েছে সে! মধ্যযুগের পুরুষদের মতো দৃষ্টিভঙ্গি। পেছন ফিরে সে গলির মতো পথটি ধরে হাঁটতে লাগলো এবং তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেলো! একজন আরব দ্রুত এগিয়ে আসছে তার দিকে। পাশের আরেকটি সরু পথ ধরে হাঁটতে লাগলো ম্যারিয়ন। পেছনে সেই আরবের পায়ের শব্দ।

পথ আর নেই।

সামনে দেয়াল।

দেয়াল ধরে, দেয়ালের ওপর চড়ে বসলো ম্যারিয়ন। গড়িয়ে পড়লো অন্য পাশে। অনেকগুলো বিল্ডিংয়ের মাঝে চোরা কুঠুরির মতো একটি জায়গা। নিজেকে গুটিয়ে নিলো ম্যারিয়ন সেখানে।

আরবটিও একইভাবে দেওয়াল পেরুলো। ম্যারিয়নের লুকোনো জায়গাটা ছেড়ে সামনে চলে গেলো। আবার ফিরে এলো, সঙ্গে এবার একজন ইউরোপীয়ান। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে রইলো ম্যারিয়ন। কি করা, আরেকটু ভিতরে গেলো সে। অন্ধকারে বেতের বেশ বড় বড় একটা বাক্স রাখা, ডুলির মতো। ম্যারিয়ন নিজেকে গলিয়ে নিলো সেখানে, ঢাকনাটাও তুলে দিলো। কথা বলছে দু'জন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে।

'এখানে দেখো।'

'দেখেছি একবার।'

একেবারে নিথর হয়ে রইলো ম্যারিয়ন। কিন্তু যা সে দেখেনি তা' হলো, চোরা কুঠুরিটার পাশে দেয়ালে বসেছিলো সে বানরটি। এখন সে বেদম চিৎকার করতে লাগলো। হঠাৎ ম্যারিয়ন অনুভব করলো, ডুলিটা তুলে নেওয়া হয়েছে। বেতের ফাঁক দিয়ে আবছা দেখলো তার বাহক হচ্ছে সেই আরব আর ইউরোপীয়ানটা। ম্যারিয়ন ঢাকনা খুলে বের হবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তা সেঁটে দেওয়া হয়েছে বেশ শক্তভাবে।

ধারালো দা হাতের লোকটিকে ইন্ডি সরিয়ে দিতে পারলো একদিকে। এদিকে সব দোকানদাররা দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসছে চাবুক হাতে লোকটিকে শিক্ষা দিতে। দরজার হাতলটা খুলে ফেললো ইন্ডি। এমন সময় দেখলো সরিয়ে দেওয়া লোকটি আবার ছুটে আসছে তার দিকে। কাছাকাছি আসতেই কষে এক লাথি চালালো ইন্ডি লোকটির পেট বরাবর, আর্তনাদ করে লোকটি গিয়ে পড়লো দৌড়ে আসা দোকানীদের মাঝে। দরজা খুলে প্রাচীরের ভেতর ঢুকলো ইন্ডি। না, ম্যারিয়ন কোথাও নেই। শুধু বেতের ডুলি কাঁধে দু'জন লোক গলির অন্য প্রান্তে হেঁটে যাচ্ছে।

হতচকিত হয়ে চারদিকে তাকালো ইন্ডি। এমন সময় মনে হলো, ম্যারিয়ন তার নাম ধরে ডাকছে।

এগিয়ে গেলো ইন্ডি কয়েক পা। ডুলিঅলারা বেশ দ্রুত পা চালাচ্ছে। ডুলিটা নড়ছে ভীষণভাবে আর তার ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছে ম্যারিয়নের বিকৃত স্বর।

www.BanglaBook.org

এমন সময় কিচির মিচির আওয়াজ। ডুলি থেকে চোখ সরিয়ে দেখলো, সেই বানরটা বসে আছে দেয়ালের ওপর। খুব ইচ্ছে করতে লাগলো ইন্ডির পিস্তলের এক গুলিতে বানরটার মাথা চৌচির করে দেয়। কিন্তু সে তা না করে দৌড়তে লাগলো ডুলির পেছনে।

হঠাৎ একটা বিষণ্ন সুর কানে এলো ইন্ডির। মুহূর্তের জন্যে মনোযোগ হারালো সে। সুরটা আবারও শোনা যাচ্ছে। সেদিকে আর কান না দিয়ে ডুলিটার দিকে তাকালো। না, ডুলির কোন চিহ্ন নেই।

বড় রাস্তায় পড়েছে এখন ইন্ডি। চারদিকে ভিড় ঠেলে পাগলের মতো এগোতে লাগলো সে। আর তখনই সেই বিষণ্ন সুর আরো জোরালো হয়ে উঠলো।

রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে থামলো ইন্ডি।

ঠিক তার সামনেই দু'জন আরব কাঁধে করে একটি ডুলি নিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে চাবুকের ডগা লাফিয়ে উঠলো। জড়িয়ে ধরলো একজনের পা। হাঁটু গেড়ে সে বসে পরলো। ডুলিটা ছিটকে পড়লো কাঁধ থেকে।

ম্যারিয়ন। না, ম্যারিয়ন নেই।

বরং ডুলি থেকে বেরিয়ে আসছে রাইফেল, গুলি আর নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। পেছন ফিরে আবার বাজারের দিকে চললো ইন্ডি। আর ঠিক তখনই সেই বিষণ্ন সুর জোরালোভাবে কানে ধাক্কা মারলো।

আরেকটু এগিয়ে দেখলো ইন্ডি, বিরাট এক শব শোভাযাত্রা চলছে। শোককারীরা সুর করে কি যেনো বলছে। করুণ এক সুর। ইন্ডি এতোক্ষণ এটাই শুনে আসছে।

তাকিয়ে দেখলো ইন্ডি শোভাযাত্রা। এটা পেরুবে সে কিভাবে?

কফিনটির দিকে তাকালে ইন্ডি। চমৎকার কারুকাজ করা। নিশ্চয় কোন বড় লোকের। শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেই শোভাযাত্রার মাঝে একটু ফাঁক দিয়েই দেখলো ইন্ডি, সেই রকম বেতের ডুলি কাঁধে দু'জন লোক চলছে। রাস্তার এক পাশে ক্যানভাসের ঢাকনা লাগানো একটি ট্রাক। লোক দু'টি ডুলি নিয়ে যাচ্ছে। মিছিলকারীদের শোক–ধ্বনির জন্যে কিছুই শোনা যাচ্ছিলো না, কিন্তু তবুও ইন্ডির মনে হলো, ডুলির ভেতর থেকে সে ম্যারিয়নের গলার আওয়াজ পেলো।

ইন্ডি মিছিল ঠেলে অন্যদিকে যেতে মনস্থ করলো আর ঠিক তখনই ঘটনাটি ঘটলো।

ট্রাক থেকে উড়ে এলো এক ঝাঁক গুলি, মিছিলের ওপর, আশেপাশের ফকিরদের জটলার ওপর। হুটোপুটি পড়ে গেলো সবদিকে। শব বহনকারীরা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একই সুরে সুরা আওড়ে যাচ্ছে। আরেক ঝাঁক গুলি এসে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দিলো কফিনটা। কাপড়ে মোড়া লাশটা গড়িয়ে পড়লো নিচে। ইন্ডি ভিড়ভাড়াক্কা ঠেলে চলে এলো রাস্তার অপর দিকে। ইতিমধ্যে ডুলিটা তুলে দেওয়া হয়েছে ট্রাকে। আরেকটি কালো সেডান হঠাৎ এসে থাকলো ট্রাকের সামনে। তারপর দুটি গাড়িই চলা শুরু করলো। একটি দোকানের পাশ থেকে ইন্ডি হাতে তুলে নিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিস্তল।

অনেকক্ষণ ধরে ইন্ডি নিশানা নিলো ট্রাক ড্রাইভারের মাথা লক্ষ্য করে। আর কোনো দিন সে এভাবে নিশানা করেছে কিনা সন্দেহে। ট্রিগার টিপলো। ড্রাইভারের মাথাটা ঝুলে পড়লো হুইলের ওপর। ট্রাকটা সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারলো সামনের এক দেয়ালে।

এরপর যা ঘটলো তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না ইন্ডি, ভীষণ শব্দ করে ট্রাকটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। ভাঙা লোহা-লক্কর শূন্যে উঠে গেলো ছিটকে। আসলে ট্রাকটার ভেতর ছিলো গোলাবারুদ।

আর ম্যারিয়ন ছিলো ভেতরে, ভাবলো ইন্ডি।

এবং ম্যারিয়ন এখন পরপারে।

এবং ঘটনাটা ঘটলো ইন্ডির একটি বুলেটের কারণে।

যন্ত্রণায় ইন্ডির শরীর অবশ হয়ে আসছিলো। এ কি ঘটলো!

যখন সে কিশোরী ছিলো তখন তুমি তার জীবন নষ্ট করে দিয়েছিলে। এখন যখন সে রমণী তখন তুমি তাকে একেবারে শেষ করে দিলে।

আচ্ছন্নের মতো ইন্ডি হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলো সে এক এঁদো বারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ম্যারিয়নকে নিয়ে এখানেই সে সালাহ্‌'র সঙ্গে দেখা করবে বলে কথা হয়েছিলো।

দেখেই বোঝা যায় বারটি তৃতীয় শ্রেণীর। ভেতরে ঢোকামাত্র তামাক ও মদের তীব্র গন্ধ নাকে এসে লাগলো। বারের পাশে একটা টুলে বসলো ইন্ডি। বুর্বোর একটা বোতল নিয়ে আপন মনে খেতে লাগলো।

এমন সময় কে যেনো স্পর্শ করলো তার হাত। চোখ তুলে দেখলো, বারের ওপর সেই বানরটি বসে আছে। সেই স্টুপিড বানরটা, ম্যারিয়ন যাকে ভালোবাসতো। ম্যারিয়ন, তোমাকে আমি পছন্দ করতাম। বানরটাকেও সে জন্যে সহ্য করে নেবো।

'কি রে ব্যাটা, মদ খাবি?' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি বানরটাকে। একপাশে ঘাড় কাত করে বানরটা দেখতে লাগলো ইন্ডিকে। ইন্ডির মনে হলো বারম্যানও তাকে দেখছে, যেনো পাগলাগারদ থেকে এ মাত্র বেরিয়ে এসেছে সে। না, শুধু বারম্যান নয়, আরো তিনজন তাকে দেখছে, তিনজন জার্মান শুধু তাকে দেখছে না ঘিরে ফেলেছে।

'একজন তোমার সঙ্গ চান।' বললো তাদের একজন।

'আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এখানে পান করছি,' বললো ইন্ডি। বানরটা নড়ে চড়ে বসলো।

'তোমার সঙ্গের জন্যে অনুরোধ করা হয়নি। হুকুম করা হয়েছে।'

প্রায় জোর করে টুল থেকে নামিয়ে ইন্ডিকে নিয়ে যাওয়া হলো পেছনের এক রুমে। কিচিরমিচির করতে করতে বানরটাও পিছু নিলো। ঘরটা আধো অন্ধকার,

www.BanglaBook.org

তার ওপর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চোখ জ্বালা করতে লাগলো ইন্ডির।

এক কোনে এক টেবিলে বসে আছে একজন।

ইন্ডি বুঝে নিলো এই সংঘাত ছিলো অনিবার্য।

আস্তে আস্তে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলো রেনে বেল্লোক। আরেক হাতে দোলাচ্ছিলো চেন লাগানো একটি ঘড়ি।

'শেষমেশ একটি বানর,' বললো বেল্লোক, 'বন্ধু বাছাইয়ে তোমার রুচি চমৎকারই বলতে হবে।'

'তা ঠিক, তোমার নিজের তাই মনে হবে। কারণ তুমি নিজে একজন ভাঁড়।'

'তোমার সরস কথা বলার ভঙ্গি আমাকে বিচলিত করে।' বললো বেল্লোক মুখ কালো করে, 'ছাত্র জীবনেও তাই হতো ইন্ডিয়ানা।'

'এ মুহূর্তে তোমাকে খুন করা উচিত —'

'হ্যাঁ, তোমার ব্যাকুলতা আমি বুঝি। কিন্তু তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, এই বিশ্রী ব্যাপারটাতে মিস র‍্যাভেনউডকে আমি জড়াইনি। আর তুমি কেনো ব্যাকুল বন্ধু? কারণ, তুমি জানো তার মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। ঠিক না?'

বেল্লোকের সামনে রাখা চেয়ারে বসে পড়লো ইন্ডি।

'তুমি আরো বিচলিত এ কারণে যে,' বললো বেল্লোক, 'আমি তোমার ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। সত্যি কথা কি ইন্ডি, আমরা দু'জনে একই রকম।'

'নোংরা কথা বলার দরকার নেই।'

'আচ্ছা, একবার ভেবে দেখো,' বললো বেল্লোক, 'প্রত্নতত্ত্ব আমাদের ধর্মের মতো, আমাদের বিশ্বাস। আমরা দু'জনেই যাকে বলে সত্যের পথ তা' থেকে মাঝে মাঝে বিচ্যুত হয়েছি। মাঝে মাঝে, যাকে বলে, সন্দেহজনক ব্যবসাও করেছি প্রত্নসম্পদ নিয়ে। তুমি যেমন ভান করো, আমাদের পদ্ধতিতে কিন্তু তেমন কোন পার্থক্য নেই। তুমি আমার মতো নও কেনো প্রফেসর? বা তোমাতে-আমাতে পার্থক্য একটিই, ঠিক মুহূর্তে শিকার ধরার শিকারীর সেই অনুভূতিটা তোমার নেই, ঠিক না?'

কিছুই শুনছিলো না ইন্ডি। তার মনে হচ্ছিলো হিস হিস একটি শব্দ হচ্ছে মাত্র।

'আচ্ছা, এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে জোনস্। ঠিক আছে — তুমি এখানে এসেছো কেনো? সিন্দুকের লোভে, তাই না? ঐতিহাসিক সম্পদ, আবিষ্কার, প্রত্নতত্ত্বের জন্যে পুরনো স্বপ্ন — যা বলা যেতে পারে আমাদের রক্তে ছড়িয়ে আছে ভাইরাসের মতো।' হাসলো বেল্লোক, চেনঅলা ঘড়িটা ইন্ডির নাকের সামনে দুলিয়ে বললো, 'এই ঘড়িটি দেখো। সস্তা। মরুভূমিতে নিয়ে বালির নিচে এটা রেখে দাও এক হাজার বছর পর্যন্ত, তা'হলে এটা হয়ে যাবে অমূল্য, এটার জন্য মানুষ মানুষকে খুন করবে। তোমার-আমার মতো মানুষ, জোনস্। হ্যাঁ, স্বীকার করি সিন্দুকের ব্যাপারটা ভিন্ন। তুমি এবং আমি সেটা বুঝি। কিন্তু মনের সেই দুর্বার লোভ তো আমাদের দু'জনের মধ্যেই আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসিটা হঠাৎ উবে গেলো বেল্লোকের মুখ থেকে। তার চোখের দৃষ্টিও মনে হলো শূন্য। মনে হচ্ছে নিজের সঙ্গেই যেনো সে কথা বলছে, 'সিন্দুকটা কি তা' তো তুমি জানো? এটা একটা ট্রান্সমিটারের মতো। বেতার যন্ত্রের মতো, যার সাহায্যে তুমি যোগাযোগ করতে পারো ঈশ্বরের সঙ্গে। আর আমি তা পাবার পথে। এতো কাছে আসার জন্যে বছরের পর বছর আমি অপেক্ষা করেছি। আর এই যে আমি বলছি, এর মধ্যে লাভ বা সম্পদ কুক্ষিগত করার কোন ব্যাপার নেই। আমি সিন্দুকে শুধু যা আছে তার সঙ্গেই যোগাযোগ করতে চাই।'

'হুঁ বুঝলাম, আধ্যাত্মিকতার দিকেই দেখছি ঝোঁকটা বেশি? ক্ষমতাধর হওয়ার স্বপ্ন বেল্লোক?'

'কেনো, তুমি চাও না?'

কাঁধ ঝাঁকালো ইন্ডি।

'তার মানে সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত নও।' গলার স্বর নিচু করে বললো বেল্লোক, 'আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত জোনস্। আমি জানি আমার সব গবেষণা এ পথে পরিচালিত হয়েছে।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছো।'

'বটে। যা হোক, এ ক্লান্তিকর পৃথিবীতে মাঝে মাঝে তোমার কারণেই উজ্জীবিত বোধ করতাম।'

'শুনে আনন্দিত হলাম বেল্লোক।'

'আমিও খুশি হলাম। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা ইতি আছে।'

'খুন করার জন্যে জায়গাটা কি প্রকাশ্য নয়?'

'কিছু আসে যায় না। শ্বেতাঙ্গের ব্যাপারে আররা মাথা গলাবে না। আমরা দু'জন দু'জনকে খুন করে ফেললেও তাদের কিছু আসে যায় না।'

বেল্লোকে উঠে দাঁড়ালো। মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো জার্মানদের। ইন্ডি বসে রইলো স্থানুর মতো। চাবুক বা পিস্তলে যে হাত রাখবে তারও উপায় নেই।

এমন সময় বাইরে বেশ হৈ চৈ শোনা গেলো। বেশ কিছু বাচ্চার গলার আওয়াজ। হাসি-খুশি। বসে বসেই মনে হলো ইন্ডির, ক্রিসমাসের সকালে বাচ্চারা এমনভাবে হৈ চৈ করে।

বেল্লোক অবাক হয়ে তাকালো দরজার দিকে। ইন্ডির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সালাহ্'র ন'টি ছেলেমেয়ে ঢুকছে ঘরে। তারা এসে ইন্ডিকে ঘিরে ধরলো। একেবারে ছোটটি চড়ে বসলো কোলে। তার বড়টি কাঁধে। বাকি সাতজন একেবারে গোল হয়ে ঘিরে আছে ইন্ডিকে প্রাচীরের মতো।

'তোমার কি মনে হচ্ছে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে?' বিরক্ত সুরে বললো বেল্লোক, 'তোমার ধারণা মনুষ্য নির্মিত এই ভঙ্গুর প্রাচীর তোমাকে রক্ষা করবে?'

বাচ্চারা এখন ইন্ডিকে ঘিরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। সালাহ্! ইন্ডিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এভাবে উদ্ধার করার পরিকল্পনা নিশ্চয় সালাহ্‌'র। কিন্তু সালাহ্‌ এ ধরনের একটা ঝুঁকি নেয় কিভাবে?

বেল্লোক বসে পড়লো। মুখের চেহারা অনেকটা ক্ষুব্ধ অভিভাবকের মতো। মাথা নাড়তে নাড়তে বললো বেল্লোক, 'আন্তর্জাতিক প্রত্নতত্ত্ব সমিতির পরবর্তী মিটিংয়ে শিশু শ্রম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুমি আন্তর্জাতিক যে রীতিনীতি ভঙ্গ করেছো সে ব্যাপারে আমি কথা তুলবো।'

'তুমি তার সদস্যও নও।'

একফালি হাসি এসে মিলিয়ে গেলো বেল্লোকের মুখ থেকে। সে তাকিয়ে রইলো চলমান মনুষ্য প্রাচীরের দিকে। তারপর জার্মানদের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করলো। যার অর্থ — অস্ত্র গুটিয়ে ফেলো।

'কুকুর এবং বাচ্চাদের জন্যে হৃদয়ে আমার একটা কোমল স্থান আছে জোনস্‌। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। কিন্তু এর পরের বার যখন আমাদের দেখা হবে তখন শিশুরাও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

দরজার বাইরে নিয়ে এলো বাচ্চারা ইন্ডিকে। ভালোভাবে একবার দম নিলো ইন্ডি। ঐ তো সালাহ্‌'র ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্যই ইন্ডির মন আনন্দে ভরে তুললো। সারাদিনে মনে হলো এই একটিই মন ভালো করা ঘটনা ঘটলো।

গ্লাসের মদ শেষ করলো বেল্লোক। শুনলো, বাইরে ট্রাকের মিলিয়ে যাওয়ার শব্দ। ভাবলো এবং ভাবনাটাই তাকে অবাক করে দিলো — ইন্ডিকে হত্যার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না। এখনও সময় হয়নি। বাচ্চারা কোন সমস্যাই ছিলো না। আসলে, হৃদয়ের গহীন গভীরের অনুভূতি ছিলো, ইন্ডিকে আরো কিছু দিন বাঁচতে দেওয়ার।

হত্যা করলোই তো ইন্ডির সব যন্ত্রণা হয়ে যেতো শেষ। এখন তাকে কুরে কুরে খাবে ম্যারিয়নের মৃত্যুটা। এবং তারপর যখন সিন্দুকটিও ফসকে যাবে হাত থেকে তখন — এ দৃশ্য কল্পনা করে সুখে হেসে উঠলো বেল্লোক। জার্মানরা, একে তো হত্যার খিদে মেটেনি, তারপর এই হাসি — বিমূঢ় হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলো।

ট্রাকের ভেতর ইন্ডি বললো সালাহ্‌কে, 'তোমার ছেলেমেয়েদের সময়জ্ঞান মার্কিন মেরিনদেরও হার মানায়।'

'আমাকে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো,' বললো সালাহ্‌।

ইন্ডি তাকালো সামনের রাস্তার দিকে। অন্ধকার, মাঝে মাঝে আলো, ট্রাকের পথের সামনে থেকে লোক সরে যাচ্ছে। বাচ্চারা ট্রাকের পিছে গান গাইছে, হাসছে।

'ম্যারিয়ন . . . '

'আমি জানি,' বললো সালাহ, 'খবরটা অনেক আগেই আমি পেয়েছি। আমি দুঃখিত। শুধু দুঃখিত বললে ভুল হবে। তারও বেশি। কিন্তু তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আমি কি বলবো? তোমার দুঃখে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'এ দুঃখে সহায়তা করার কিছুই নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নাড়লো সালাহ্।

'কিন্তু তুমি অন্যভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারো। ঐ জারজদের হারিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারো।'

'এ কাজে ইন্ডিয়ানা,' বললো সালাহ, 'যে সাহায্য তোমার দরকার তাই আমি করবো।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সালাহ্ বললো, 'তোমার জন্যে একটি খবর আছে। খবরটি যে খুব ভালো তা' নয়। তবে এটি সিন্দুকের ব্যাপারে।'

'বলে ফেলো।'

'বলবো, আগে বাড়ি ফিরি। তারপর তুমি যদি চাও আমরা ইমামের কাছে যেতে পারি মেডালিয়ানের লেখা পড়ানের জন্যে।'

শ্রান্ত ক্লান্ত বিমর্ষ ইন্ডি তাকিয়ে রইলো অন্ধকার পথের দিকে। শরীরের সমস্ত অনুভূতিও যেনো গেছে ভোঁতা হয়ে। সে যদি সতর্ক থাকতো তা'হলে দেখতে পেতো, মোটর সাইকেলে করে একজন ট্রাকটিকে অনুসরণ করছে। ট্রাক চলার সময় থেকেই সে আসছে পিছু পিছু। মোটর সাইকেল আরাহীটি হচ্ছে বানর ট্রেনিং দেওয়ার সেই বিশেষজ্ঞ।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর, সালাহ্র উঠোনে বসলো ওরা দু'জন — সালাহ্ এবং ইন্ডি।

'বেল্লোকের কাছে মেডালিয়ানটি আছে,' বললো সালাহ্।

'কি?' সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিলো ইন্ডি। স্পর্শ পেলো ম্যারিয়নের দেওয়া মেডালিয়ানটির। 'না, তুমি ভুল বলছো।' বললো ইন্ডি।

'তা'হলে তার কাছে আছে একটি কপি, অবিকল তোমারটির মতো দেখতে, মাঝখানে বসানো স্ফটিক। তোমারটায় যেসব চিহ্ন আছে তারটায়ও আছে সেসব।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি বলছো তুমি।' আর্তস্বরে বললো ইন্ডি, 'আমি সব সময় বিশ্বাস করে এসেছি এর ছবিও কোথাও ছাপা হয়নি। কোন ডুপ্লিকেট নেই। একমাত্র আমারটাই আসল। বলছো কি তুমি?'

'আরো কিছু খবর আছে ইন্ডিয়ানা,' বললো সালাহ্।

'বলো, আমি শুনছি।'

'আজ সকালে বেল্লোক ঢুকেছিলো ম্যাপরুমে। বেরিয়ে এসে তারপর আমাদের নির্দেশ দিয়েছে ঠিক কোথায় খুঁড়তে হবে। নতুন একটা জায়গা, সাধারণভাবে যেখানে খোঁড়া হচ্ছে সেখানে নয়।'

'ওয়েল অফ দি সোলস,' বিষণ্ন স্বরে বললো ইন্ডি।

'আমারও তাই মনে হয়। ম্যাপরুমে বসেই সে ক্যালকুলেশনটা করেছে।'

ইন্ডি পকেট থেকে মেডালিয়ানটি বের করে আবার সালাহ্কে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা দেখো তো, বেল্লোকেরটা কি এটার মতই?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, এর মতোই।'

'আবার দেখো। ভালো করে দেখো সালাহ্।'

নিরাসক্তভাবে সালাহ্ মেডালিয়ানটি হাতে তুলে নিলো। মনোযোগ দিয়ে দেখলো খানিকক্ষণ। তারপর বললো, 'হয়তো একটা পার্থক্য আছে!'

'আমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ো না।'

'আমার মনে হয় বেল্লোকের মেডালিয়ানের এক দিকেই শুধু চিহ্ন আছে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত।'

ব্যাস, যথেষ্ট,' বললো ইন্ডি, 'এখন আমাকে জানতে হবে, এই চিহ্নগুলির মানে কি?'

'তা'হলে এখনিই আমাদের ইমামের বাসায় যেতে হবে। এখুনিই।'

ইন্ডি কিছুই বললো না। উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে এলো তারা গলিতে। ইন্ডির মাথায় এখন শুধু ঘুরছে সিন্দুকের চিন্তা। ম্যারিয়নের জন্যেই এখন এটা তার দরকার। মারিয়নের মৃত্যুর বদলা নিতে হবে বেল্লোকের আগে ওয়েল অফ সোলস-এ পৌঁছে।

সালাহ্‌র ট্রাকে উঠে বসলো দু'জন। এমন সময় ইন্ডি খেয়াল করলো, বানরটা বসে আছে ট্রাকের পিছে। এটা দেখেই ম্যারিয়নের কথা তার আবার মনে হলো। বানরটিকে কিছুই বললো না সে। বানরটা কিচিরমিচির করে দু'টো থাবা ঘষতে লাগলো, যেনো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ইন্ডিকে।

ট্রাকটা সামান্য এগোতেই, অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো সেই মোটর সাইকেলটা এবং চলতে লাগলো ট্রাকের পিছু পিছু।

কায়রোর শহরতলিতে বাসা ইমামের। বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে একটু উঁচুমতো জায়গায়। প্রথম দেখে মনে হয় এটা বুঝি কোন অবজারভেটরি। এবং ঠিক ঠিকই বানরটাকে নিয়ে যখন তারা সদর ফটক পেরুচ্ছে তখন ইন্ডি দেখলো ছাদের ওপর বসানো আছে একটা টেলিস্কোপ।

'ইমাম কিন্তু অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা,' বললো সালাহ্, 'মৌলবী, পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ। যদি এই চিহ্ন কেউ পড়তে পারে তা' হলে তিনিই পারবেন।'

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এক কিশোর। সালাহ্ তাকে দেখে বললো, 'কি খবর আবু? ইনি আমার বন্ধু ইন্ডিয়ানা জোনস্। আর জোনস্, এ হলো আবু, ইমামের সহকারী।'

ইন্ডি হাসলো। মনে মনে সে অধৈর্য, কখন দেখা হবে ইমামের সঙ্গে। ঘরে ঢুকে দেখলো, এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ইমাম। বৃদ্ধ। পরনে জীর্ণ শীর্ণ পোশাক। চোখ দুটি জীবন্ত। পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর ইমাম তাদের নিয়ে গেলেন নিজের পড়ার ঘরে। বিশাল ঘর। মেঝেতে কার্পেট পাতা। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে কুশন, পরনো পাণ্ডুলিপি, মানচিত্র, বইপত্র। ইন্ডি ইমামের হাতে তুলে দিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেডালিয়ানটি। ইমাম নিঃশব্দে তা নিয়ে চলে গেলেন ঘরের এক কোনে। সেখানে ছোট একটি টেবিল আর চেয়ার। চেয়ারে বসে ইমাম টেবিলের ওপর রাখা বাতিটা জ্বাললেন। নিবিষ্ট মনে তারপর দেখতে লাগলেন মেডালিয়ানের ওপর খোদাই করা চিহ্নগুলি। সালাহ্ আর ইন্ডি কুশনে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো কার্পেটে। সালাহ্ বানরটির মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

নৈঃশব্দ।

ইমাম এক টুকরো কাগজে কি যেনো লিখলেন।

অধৈর্য হয়ে দেখতে লাগলো ইন্ডি।

'ধৈর্য ধরো।' বললো সালাহ্ ইন্ডিকে।

'তাড়াতাড়ি।' মনে মনে বললো ইন্ডি।

ইমামের বাড়ির কিছু দূরে মোটর সাইকেলটি পার্ক করলো বানর বিশেষজ্ঞ। অন্ধকারে বাড়ির পাশে চলে এলো। তারপর খুঁজে খুঁজে রান্নাঘরের জানালার নিচে এসে দাঁড়ালো। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো আবু কি করছে। আবু কিছু খেজুর নিয়ে ভালো করে ধুলো। লোকটি নড়লো না। আবু একটি ডিকেন্টার ও কয়েকটি গ্লাস ট্রেতে তুলে নিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরুলো। আর অন্ধকার থেকে ঠিক তখনই লোকটি ঢুকলো জানলা গলিয়ে ভেতরে। জোব্বার ভেতর থেকে বের করলো একটি বোতল। তারপর সর্তকভাবে চারপাশ দেখে, খেজুরগুলোর ওপর বোতল থেকে কি যেনো ছিটিয়ে দিলো। আবুর পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। লোকটি নিঃশব্দে যেভাবে ঢুকেছিলো, আবার নিঃশব্দে সেভাবে বেরিয়ে গেলো। মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।

ইমাম এখনও কিছু বলছেন না। ইন্ডি তাকালো সালাহ্র দিকে। অসীম ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মতো বসে আছে সে। দরজা খুলে, ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলো আবু। ছোট একটা টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলো ডিকেন্টার, গেলাস, টুকরো পনির, ফল আর একপাত্র খেজুর। অন্যমনস্কভাবে সালাহ্ এক টুকরো পনির নিয়ে চিবুতে লাগলো। খেজুরগুলো দেখতে লোভনীয়, ইন্ডি একবার হাত বাড়িয়েও বাড়ালো না। খিদে নেই। বানরটা গিয়ে বসলো টেবিলের নিচে। সবাই চুপচাপ। ইন্ডি এবার তুলে নিলো একটা খেজুর, ছুঁড়ে দিলো শূন্যে, হাঁ করলো মুখ, যাতে টপ্ করে খেজুরটা মুখের ভিতর চলে যায়। খেজুরটা মুখে না পড়ে পড়লো চিবুকে, তারপর ছিটকে পড়লো কার্পেটে। আবু অদ্ভুত চোখে পুরো দৃশ্যটা একবার দেখলো। ভাবলো, সাদা মানুষরা বোধহয় এমন খাপছাড়াই হয়। তারপর কার্পেট থেকে খেজুরটা তুলে এনে রাখলো ছাইদানীতে। ধুৎ, ভাবলো ইন্ডি, সমন্বয় করার ক্ষমতাই আমার কমে যাচ্ছে।

'এসো, এদিকে এসে দেখে যাও।' হঠাৎ বলে উঠলেন ইমাম।

ছুটে গেলো দু'জন ইমামের কাছে। ইমাম বললেন, 'দেখো, এখানে একটা সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে . . . স্বর্গীয় সিন্দুকটিকে যেনো কেউ বিরক্ত না করে।'

'হ্যাঁ, তাই চাচ্ছি।' বললো ইন্ডি, ঝুঁকে পড়লো ইমামের শীর্ণ কাঁধের ওপর।

www.BanglaBook.org

'অন্যান্য চিহ্নগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে রা-এর লাঠির মাপ যেখানে এই হাতলটি লাগাতে হবে। মাপ ঠিক না হলে হাতলটি কোন কাজেই আসবে না।'

'তা' হলে বেল্লোক লাঠির মাপ নিয়েছে তার কপি থেকে।' বললো ইন্ডি।

মাথা নাড়লো সালাহ্।

'মাপটা কতটুকু?' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি।

'পুরনো মতে ছ' কদম উঁচু।'

'তার মানে প্রায় বাহাত্তর ইঞ্চি।' বললো সালাহ্।

ইন্ডি একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলো বানরটা খাবার টেবিলের এদিক-সেদিক ঘুরছে। মাঝে মাঝে এটা-সেটা মুখে পুরছে। বানরটা একটা খেজুরের দিকে হাত বাড়ালো। তার আগেই ইন্ডি একটু এগিয়ে এসে খেজুরটি নিজের হাতে তুলে নিলো।

'আমি এখনও শেষ করিনি,' বললেন ইমাম, 'হাতলটার অন্যপাশে আরো অনেক কিছু লেখা আছে। এই তো, যে হিব্রু দেবতার এই সিন্দুক তার সম্মানে ছেড়ে দাও এক কদম।'

খেজুরটা মুখে তুলতে গিয়েও তুললো না ইন্ডি। জিজ্ঞেস করলো সালাহকে, 'তুমি নিশ্চিত যে, বেল্লোকের মেডালিয়ানে এক দিকেই ছাপ আছে?'

'নিশ্চিত।'

হাসতে লাগলো ইন্ডি। 'তা হলে বেল্লোকের লাঠি বারো ইঞ্চি বেশি লম্বা। তারা ভুল জায়গায় খুঁড়ছে।' সালাহ্ও হাসতে লাগলো। খুশিতে দু'জন জড়িয়ে ধরলো দু'জনকে। ইমাম দু'জনকে দেখছেন। কিন্তু তার মুখে হাসি নেই।

'আমি জানি না বেল্লোক কে।' বললেন ইমাম, 'তোমাদের শুধু বলতে পারি সিন্দুক সম্পর্কে যে সাবধান বাণী আছে তা খুবই ভয়াবহ। যে বা যারা এই সিন্দুক খুলে শক্তির মুক্তি দেবে, সে বা তারা যদি সেদিকে তাকায় তা হলে মৃত্যু অবধারিত।' একটু থেমে বললেন ইমাম, 'আমি হলে এই সাবধান বাণীকে গুরুত্ব দিতাম।'

কিন্তু বেল্লোক ভুল করেছে — এটা ভেবে ইন্ডি খুশিতে এতো আত্মহারা হয়ে গেলো যে, ইমামের কথা তার কানেই গেলো না। চমৎকার! বেল্লোক খুঁজছে ওয়েল অফ সোলস কিন্তু পাচ্ছে না। তখন তার মুখের অবস্থা কেমন হবে এটা চিন্তা করেই মন খুশিতে ভরে উঠেছে ইন্ডির। খেজুরটা আগেরবারের মতো শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে মুখ হা করলো ইন্ডি।

এবার, ভাবলো সে।

কিন্তু সালাহ্ শূন্যে থেকেই তা ধরে ফেললো।

'আরে!'

আঙুল দিয়ে টেবিলের নিচটা দেখালো সালাহ্।

বানরটা শুয়ে আছে সেখানে লম্বা হয়ে। তার চারপাশে বেশ কয়েকটি খেজুরের বিচি ছড়ানো ছিটানো। একবার তার একটা থাবা নড়লো, কাঁপলো, তারপর থির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেলো। এরপর বানরটার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেলো আস্তে আস্তে। আর নড়লো না বানরটা। ইন্ডি তাকালো সালাহ্‌র দিকে।

কাঁধ ঝাঁকালো সালাহ্‌। বললো, 'খেজুরগুলো বোধহয় সুবিধার না।'

৮. তানিস, মিশর

ভোরের আলো মাত্র একটু গাঢ় হয়েছে, কিন্তু তাতেই মনে হচ্ছে সবকিছু যেনো ঝলসাচ্ছে। দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ির দিকে তাকিয়ে ইন্ডি ভাবলো, এ অঞ্চলে সবাই মরীচিকা দেখতে বাধ্য। আকাশের দিকে একবার তাকালো ইন্ডি। গলন্ত সোনা যেনো ঝরে পড়ছে। ট্রাকটা চলছে বিচিত্র শব্দ করতে করতে। সালাহ্‌র দেওয়া পোশাকটা পরে খুব একটা স্বস্তি বোধ করছে না ইন্ডি। এবং নিজে ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছে না যে এ পোশাক পরে নিজেকে আরব হিসেবে চালিয়ে দিতে পারবে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখছে ইন্ডি, আরেকটা ট্রাক পিছু পিছু আসছে কিনা। পেছনের ট্রাকটা চালাচ্ছে সালাহ্‌র বন্ধু ওমর। সেই ট্রাকের পেছনে বসে আছে দু'জন আরব মজুর — খননকারী। সালাহ্‌র ট্রাকে আছে আরো তিনজন। ধরে নিচ্ছি সালাহ্‌র লোকজন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, ভাবলো ইন্ডি।

'নার্ভাস লাগছে,' বললো সালাহ্‌, 'এবং এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই।'

'চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'কিন্তু তুমি বেশ বড় ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছো।' বললো সালাহ্‌।

'এ খেলার এটাই নিয়ম।' বললো ইন্ডি। তাকালো আবার আকাশের দিকে।

'মনে হয় লাঠিটা মাপ মতোই কেটেছি।' শ্বাস ফেলে বললো সালাহ্‌।

'খুব ভালোভাবে মেপেছি।' বললো ইন্ডি। ট্রাকের পেছনে রাখা পাঁচফুট লম্বা লাঠিটার কথা ভাবলো ইন্ডি। গতরাতে কয়েক ঘণ্টা লেগেছে এটা তৈরি করতে। লাঠির ডগাটা ভালোভাবে চাঁছতে হয়েছে যাতে হাতলটা ভালোভাবে ফিট করে। লাঠটা তৈরি হওয়ার পর তা হাতে নিয়ে ইন্ডির মন এক অদ্ভুত পুলক ও উত্তেজনায় ভরে গিয়েছিলো। হাজার বছর আগে আরেকজন হয়তো এভাবেই হাতলটা ফিট করেছিলো লাঠির ডগায়। কেমন ছিলো সে দেখতে?

ট্রাক দুটি থামলো। ইন্ডি নেমে পেছনের ট্রাকের কাছে গেলো। ওমর নেমে এসে হাত মেলালো ইন্ডির সঙ্গে। তারপর সে হাত তুলে দূরে একটা জায়গা দেখালো। সেখানে বালিয়াড়ি যেনো একটু উঁচু হয়ে উঠেছে।

www.BanglaBook.org

'আমরা সেখানে অপেক্ষা করবো।' বললো ওমর।

ওমর ফের ট্রাকে চড়ে, পেছনে বালির ঝড় তুলে চলো গেলো। ইন্ডি দাঁড়িয়ে ট্রাকটির চলে যাওয়া দেখলো। তারপর গিয়ে ফের চড়ে বসলো সালাহ্‌র ট্রাকে। মাইলখানেক আস্তে আস্তে চালিয়ে আবার ট্রাক থামালো সালাহ্‌, দু'জনে তারপর নামলো ট্রাক ছেড়ে। পেরুলো খানিকটা পথ হেঁটে। তারপর শুয়ে পড়লো। তাদের সামনের জায়গাটা খাদ। খননকাজ চলছে সেখানে।

তানিস শহরের খননকাজ।

খননকাজের জায়গাটা বেশ বড়। খনন করার আয়োজনটাও ব্যাপক। চারদিকে তাঁবু, ট্রাক, বুলডোজার ছড়ানো। প্রায় শ'খানেক আরব কয়েকজন জার্মানের তত্ত্বাবধানে কাজ করে চলছে। চারদিকে বালি খোঁড়া হয়েছে, গর্ত করা হয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে, আবার সে জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় একইভাবে খনন করা হয়েছে। খননকাজের আসল জায়গার পরে সমতল একটা জায়গা। দেখে মনে হয় অস্থায়ী বিমান অবতরণ ক্ষেত্র।

'এতো ব্যাপকভাবে খননকাজ করতে আমি আর আগে দেখিনি,' বললো ইন্ডি।

যেখানে কাজ চলছে তার মাঝামাঝি টিবির মতো একটা জায়গা দেখালো সালাহ্‌ আঙুল দিয়ে। টিবির মাঝে প্রমাণ সাইজের একটা গর্ত। অনায়াসে একটি মানুষ তাতে গলিয়ে যেতে পারবে।

'ম্যাপরুম।' বললো সালাহ্‌।

'সূর্যের আলো কখন প্রবেশ করবে এর ভেতর?'

'ঠিক আটটার পর।'

'তা' হলে তো আর সময় নেই।' সালাহ্‌র থেকে ধার করা হাতঘড়িটা দেখে বললো ইন্ডি, 'ওয়েল অফ সোলসের জন্যে জার্মানরা ঠিক কোন জায়গায় খুঁড়ছে।'

সালাহ্‌ আবার আঙুল দিয়ে দেখালো। যেখানে কাজ চলছে তার থেকে একটু দূরে বালিয়াড়িতে রাখা আছে কয়েকটা ট্রাক আর একটা বুলডোজার। ইন্ডি তাকিয়ে দেখলো জায়গাটা কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'দড়ি এনেছো?'

'এনেছি।'

'তাহলে চলো।'

সালাহ্‌'র সঙ্গী একজন আরব এরপর আস্তে আস্তে ট্রাকটি চালিয়ে নিয়ে গেলো খননকাজের জায়গা অব্দি। কয়েকটা তাঁবুর কাছে এসে ইন্ডি আর সালাহ্‌ নেমে পড়লো ট্রাক থেকে। তারপর সন্তর্পণে এগুলো ম্যাপরুমের দিকে। পথে ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন জার্মানের দেখা মিললো। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে আর সিগারেট খেতে ব্যস্ত। সালাহ্‌ আর ইন্ডির দিকে তারা ফিরেও দেখলো না। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর সালাহ্‌ ইন্ডিকে থামতে ইঙ্গিত করলা। তারা পৌঁছেছে ম্যাপরুমের কাছে। ইন্ডি তাকালো একবার চারদিকে, তারপর অবহেলার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলো গর্তটার কিনারে — প্রাচীন ম্যাপরুমের ছাদ এটা, সালাহ্‌ জোব্বার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেতর থেকে বের করলো পাকানো দড়ি। তারপর দড়ির একপ্রান্ত বাঁধলো পাশে রাখা একটা তেলের ড্রামের সঙ্গে। ইন্ডি লাঠিটা নামিয়ে দিলো গর্তে, তারপর সালাহ'র দিকে তাকিয়ে একটু হেসে দড়ি বেয়ে ঝুলে পড়লো নিচে। সালাহ্ তাকিয়ে আছে পাংশু মুখে।

তানিসের ম্যাপরুম, ভাবলো ইন্ডি। অন্য কোন সময় হলে, এ জায়গা আবিষ্কার করতে পেরেছে এ ভেবেই ভালো লাগতো। মনে জাগতো সম্ভ্রম। অন্য কোন সময় হলে, এর প্রতিটি মুহূর্ত তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভোগ করতো ইন্ডি। কিন্তু এখন নয়। মেঝে ছুঁলো ইন্ডির পা। ওপরের ছাদের গর্ত দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে জায়গাটা বেশ আলোকিত করে রেখেছে। ইন্ডি এগিয়ে গেলো সামনে, যেখানে পুরো তানিস শহরের ক্ষুদ্র একটা মডেল তৈরি করা হয়েছে। পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে শহরের মানচিত্র। প্রতিটি বাড়ি, রাস্তা এতো নিখুঁতভাবে তৈরি যে ঐ আমলের মানুষদের নৈপুন্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। আর এটা তৈরি করতে যে কতোটা ধৈর্যের প্রায়োজন হয়েছে মানচিত্রটা দেখলে তা বোঝা যায়।

ম্যাপের একপাশে মোজাইকের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি একটি লাইন। লাইনের মাঝে সমান সমান জায়গার ব্যবধানে ছোট ছিদ্র যেখানে বসানো যাবে লাঠিটা। প্রতিটি ছিদ্রের সামনে বছরের একেকটি সময়ের প্রতীক। জোব্বা থেকে হাতলটা বের করে লাঠিতে পরালো ইন্ডি। সূর্যের আলো এসে পড়ছে তার পায়ের কাছে। সময় আর বেশি নেই।

দড়িটা উঠিয়ে নিলো সালাহ্। তারপর ফিরলো ড্রামের দিকে। ঠিক এমন সময় একটা জীপ এসে থামলো তার সামনে আর এক জার্মানের চিৎকার তাকে চমকে দিলো।

'এই যে, এদিকে।'

সালাহ্ বোকার মতো হাসার চেষ্টা করলো।

'হ্যাঁ, এসো এদিকে,' বললো জার্মানটি, 'কি করছো এখানে?'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না,' নির্দোষের মতো বললো সালাহ্।

'দড়িটা আনো,' বললো জার্মানটি, 'এই জীপটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

খানিকটা ইতস্তত করে দড়ির প্রান্তটা ড্রাম থেকে ছাড়ালো সালাহ্। তারপর দড়িটা নিয়ে এগোলো জীপের দিকে। ইতিমধ্যে একটি ট্রাকও এসে পৌঁছেছে সেখানে। জীপের কয়েক ফুট সামনে থামলো ট্রাকটা।

'ট্রাকের সঙ্গে জীপটা বাঁধো।' হুকুম করলো একজন জার্মান।

ঘামতে ঘামতে সালাহ্ হুকুম তামিল করলো। জার্মানরা আবার গাড়িতে উঠে বসলো, ট্রাক টেনে নিতে লাগলো জীপটিকে। শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে ভাবলো সালাহ্, আমি এখন কি করি? ইন্ডিকে উদ্ধার করবো কিভাবে? এক টুকরো দড়িও বা পাবো কোথায়?

জীপটি যে দিকে চলে গেছে সালাহ্ হাঁটা শুরু করলো সে দিকে। খানিকটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগোতেই দেখলো, গনগনে চুল্লিতে কেতলি বসিয়ে খাবার গরম করা হচ্ছে। কিছু দূরে বসে আছে কয়েকজন জার্মান একটি টেবিল ঘিরে। সালাহ্‌কে দেখে একজন ডেকে হুকুম করলো কেতলিটা নিয়ে আসতে। দাঁড়িয়ে পড়লো সালাহ্।

'কালা নাকি? শুনতে পাস না?' বিকট সুরে বলে উঠলো জার্মানটি। সালাহ্ তাড়াতাড়ি কেতলিটা নিয়ে এলো টেবিলে, পরিবেশন করতে লাগলো তাদের। মাথায় কিন্তু তার চিন্তা কিভাবে এক টুকরো দড়ি যোগাড় করা যায়। অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে সালাহ্। একজন জার্মানের শার্টে ও শার্টের হাতায় ছলকে পড়লো খাবার।

'অন্ধ নাকি!' ক্রুদ্ধ স্বর শুনে চমক ভাঙলো তার, 'দিলি তো শার্টটা নষ্ট করে। জলদি পানি নিয়ে আয়।'

বিনীত ভঙ্গি করে সালাহ্ ছুটলো পানি আনতে।

হাতলটা বের করে ইন্ডি সতর্কতার সঙ্গে পরালো লাঠির ডগায়। তারপর খুঁজে খুঁজে প্রতীক মিলিয়ে মোজাইকের মাঝে একটি ছিদ্রে বসালো লাঠিটি। সূর্যের আলো এসে পড়লো হাতলে। গর্তের ওপর থেকে চিৎকার হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। ইন্ডি কান দিলো না সেদিকে। ওসব নিয়ে ভাবা যাবে পরে।

সূর্যের আলো হাতলের মাঝখানের স্ফটিকটিতে পড়লো। সেখান থেকে আলোর সরু একটি রেখা গিয়ে পড়লো শহরের মানচিত্রের ওপর। কিন্তু আলোটা তীরের মতো গিয়ে পড়েছে একটি বিশেষ জায়গায়। যে বাড়িটিতে আলোটি পড়ছে সেটি হয়ে উঠেছে রক্তিম। হয়তো প্রাচীন বিশেষজ্ঞরা এমন কোন উপাদান দিয়ে বিশেষভাবে ঐ ক্ষুদে বাড়িটি নির্মাণ করেছেন যেখানে স্ফটিক প্রতিফলিত আলো পড়লই তা রক্তিম হয়ে উঠবে। ঐ আলাতে ইন্ডি খেয়াল করলো একটু দূরের একটি বাড়িতে রং দিয়ে চিহ্ন দেওয়া আছে। তার মানে ওটা বেল্লোকের দেওয়া চিহ্ন, ভাবলো ইন্ডি, বা বলা যেতে পারে বেল্লোকের ভুল হিসাবের চিহ্নিত বাড়ি।

হাঁটু গেড়ে বসে ইন্ডি পকেট থেকে একটা ফিতের গজ বের করলো। তারপর বেল্লোক চিহ্নিত বাড়ি ও তার চিহ্নিত বাড়িটির দূরত্ব মাপলো, এরপর পকেট থেকে নোটবুক বের করে হিসেব করে অংক কষলো। তার শরীর বেয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে।

পানি পেলো না সালাহ্। বরং সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরতে লাগলো যাতে জার্মানদের নজরে না পড়ে। এর মাঝে ইতি-উতি খুঁজতে লাগলো দড়ির একটি টুকরো। না, কিচ্ছু নেই। আবার সে খুঁজতে লাগলো এদিক-সেদিক। হঠাৎ নজরে পড়লো দু'টি তাঁবুর মাঝে পড়ে আছে বড়সড় কয়েকটি ঝুড়ি। মজুররা কাজে নামার আগে অনেক সময় বাড়তি কাপড় রাখে সেখানে। সালাহ্ এগিয়ে গেলো সেদিকে।

হাতলটা খুলে ইন্ডি রাখলো পকেটে। তারপর লাঠিটা ভেঙে ফেললো দু'টুকরো

www.BanglaBook.org

করে। ম্যাপরুমের এককোনায় লাঠির টুকরো দু'টি ফেলে এসে দাঁড়ালো গর্তের মুখোমুখি। সূর্যের ঝলসে দেওয়া আলোয় অন্ধকার দেখলো কিছুক্ষণ। তারপর অনুচ্চ স্বরে ডাকলো, 'সালাহ্।'

ওপর থেকে কোন সাড়াশব্দ শোনা গেলো না।

'সালাহ্।'

না, একই ব্যাপার।

রুমের এদিক–সেদিক তাকালো ইন্ডি, বিকল্প কোন উপায় খুঁজে বের করা যায় কিনা ওপরে ওঠার জন্যে। কিছু নেই।

'সালাহ্।'

আরেকবার ডেকে ইন্ডি অপেক্ষা করতে লাগলো। খানিক পর ওপরে চলাফেরার আওয়াজ শোনা গেলো। তারপর গর্ত গলিয়ে কে যেনো নিচে কি একটা ছুঁড়ে দিলো। ইন্ডি দেখলো — জোব্বা, পাগড়ি, নানা রকমের কাপড়চোপড় গিঁট দিয়ে বেঁধে তৈরি করা হয়েছে একটা দড়ি। বিচিত্র সেই দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো ইন্ডি।

টেনে–হিঁচড়ে সালাহ্ তুলে আনলো ইন্ডিকে। তারপর পোশাক দিয়ে তৈরি দড়িটা ফেলে দিলো তেলের ড্রামে। তারপর ইন্ডি সালাহ্‌কে অনুসরণ করে এগোতে লাগলো দু'টি তাঁবুর মাঝ দিয়ে।

তারা দেখেনি একটি জার্মান অধৈর্যভাবে হেঁটে আসছে তাদের দিকে।

'এই যে, আমার পানি কই?'

সালাহ্ হাত জোড় করে মাপ চাওয়ার ভঙ্গি করলো। ইন্ডির দিকে তাকিয়ে জার্মানটি বললো, 'এই তো, তোর মতো আরেকটা অলস হারামজাদা। এই, কাজ না করে এদিকে কোথায় ঘুরঘুর করছিস?'

সালাহ্ জার্মানটির দিকে এগিয়ে গেলো, ইন্ডি বিনীত ভঙ্গিতে সরে গেলো সেখান থেকে।

দ্রুত ইন্ডি এগোলো দু'টি তাঁবুর মাঝখানের পথ দিয়ে। মনে ভয়, এই বুঝি আবার পেছন থেকে ডাকলো কেউ। খেয়াল করেনি ইন্ডি, সামনে দাঁড়িয়ে দু'জন জার্মান অফিসার। সিগারেট ধরিয়ে কথা বলছে নিচু স্বরে।

তাঁবুর একপাশে চলে এলো ইন্ডি। তাঁবু ঘেঁষে চলতে লাগলো ইন্ডি। একটি তাঁবুর সামনে ঝাঁপ খোলা, ঢুকে গেলো ইন্ডি তার ভেতর। যতোক্ষণ না জার্মান দু'জন সরছে পথ থেকে ততোক্ষণ সে অপেক্ষা করবে এখানে। কপালের ঘাম মুছলো ইন্ডি। কিছুক্ষণ আবার ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখলো, না, জার্মান দু'জন তখনও দাঁড়িয়ে।

ইন্ডি ভাবছে — কি করা যায়? এমন সময় তাঁবুর এককোন থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে এলো। ইন্ডি ভেবেছিলো তাঁবুটি খালি। কিন্তু এখন শব্দ শুনে ভেতরে আরো দু'পা এগিয়ে গেলো। এবং তারপর মুহূর্তের জন্যে ইন্ডির রক্ত চলাচল বন্ধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেলো। এ কি অবিশ্বাস্য ঘটনা! এমনটিও ঘটে পৃথিবীতে!

ম্যারিয়ন বসে আছে একটি চেয়ারে। আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখে একটি রুমাল গোঁজা। চোখ দিয়ে ইন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে সে। দ্রুত ম্যারিয়নের দিকে এগিয়ে ইন্ডি মুখের রুমালটা বের করলো। তারপর চুমো খেলো ম্যারিয়নকে। দীর্ঘ চুম্বন।

ম্যারিয়ন যখন কথা বললো তখন গলা তার কাঁপছে। 'তাদের কাছে ডুলি ছিলো দুটি . . . তোমাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে দু'টি ডুলি রেখেছিলো তারা। তুমি যখন ভাবছিলে আমাকে তোলা হচ্ছে ট্রাকে তখন আমি গাড়িতে . . .'

'আমি ভেবেছিলাম, মরে গেছো তুমি।' খুব হালকা লাগলো ইন্ডির নিজেকে। পালকের মতো।

'তারা কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি।

'না, কষ্ট দেয়নি।' কি এক আশংকা লুকোতে লুকোতে বললো ম্যারিয়ন, 'তারা শুধু তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে। জানতে চেয়েছে কতটুকু জানো তুমি।'

ইন্ডি গালে হাত ঘষতে ঘষতে একবার ভাবলো, ম্যারিয়ন কথা বলার সময় কেমন যেনো ইতস্তত করছে। কিন্তু তখন সে এতোটা উত্তেজিত যে এদিকে আর তেমন খেয়াল করলো না।

'ইন্ডি, প্লীজ আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। ঐ লোকটি শয়তান . . .'

'কে?'

'ঐ ফরাসীটি।'

ইন্ডি ম্যারিয়নের বাঁধান খুলে দিচ্ছিলো। কিন্তু এ কথা শুনে থামলো।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলা ম্যারিয়ন।

'দেখো তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না এখন আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে। ভাষায় আমি তা প্রকাশ করতে পারবো না। কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি এমন কিছু করতে যাচ্ছি যা আমি পছন্দ করছি না।'

'ইন্ডি, আমার বাঁধন খুলে দাও, প্লিজ ইন্ডি।'

'হ্যাঁ, এটাই বলতে চাচ্ছি। তোমার বাঁধন এখন খুলে দিলে তারা প্রতিটি জায়গায় তন্ন তন্ন করে তোমাকে খুঁজবে। আমার সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে! এখন আমি জানি সিন্দুকটা কোথায় এবং তারা পাওয়ার আগেই সেটি আমাকে পেতে হবে। ব্যাপারটা আমার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আমি আবার ফিরে আসবো তোমার জন্যে।'

'না, ইন্ডি, না।'

'তোমাকে এখানে শুধু আগের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে।'

'হারামজাদা, বাঁধন খোল শিগ্‌গির।'

ইন্ডি রুমালটা আবার ম্যারিয়নের মুখে গুঁজে দিয়ে তার কপালে চুমো খেলো। বললো, 'বসে থাকো। আমি আবার ফিরে আসবো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জার্মান অফিসার দু'জন নেই। ইন্ডি তাঁবু থেকে বেরুলো। ভাবলো, দশ বছর আগেও একবার আমি বলেছিলাম ফিরে আসবো। এবার কিন্তু ফিরে আসার কথা শোনার পর ম্যারিয়নের চোখে ফুটে উঠেছিলো অবিশ্বাস। মাথার ওপর সূর্য আরো প্রখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। ইন্ডির মনে হলো সে বাতাসে ভাসছে। তাড়াতাড়ি তাঁবু, খনন এলাকা ছেড়ে বালিয়াড়ি দিয়ে ইন্ডি ছুটতে লাগলো, ওমর অপেক্ষা করছে তার জন্যে যে জায়গায়।

ওমরের ট্রাকের পেছন থেকে জমি মাপার যন্ত্রটি বের করে বালিয়াড়িতে বসালো ইন্ডি। ম্যাপরুম থেকে এখানের দূরত্ব মাপলো, তারপর আরো কিছু অংক কষলো। তারপর নিশ্চিত হলো ওয়েল অফ সোলসের অবস্থান সম্পর্কে। সেখানে ইন্ডি দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে খানিকটা দূরেই জায়গাটা। বেল্লোক ভুল করে যেখানে খুঁড়ছে তার থেকে কাছে।

'পেয়েছি!' আনন্দে চাপাস্বরে বলে উঠলো ইন্ডি। যন্ত্রপাতি গুটিয়ে রাখলো ট্রাকে। ইন্ডি অংক কষে যে জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে তার পাশে আছে কিছু বালির ঢিবি। ফলে, বেল্লোক যে জায়গায় খনন করছে সে জায়গা থেকে এটা দেখা যাবে না।

ট্রাকে উঠতে যাবে এমন সময় ইন্ডি দেখলো আলখাল্লা পরা একজন ছুটে আসছে ট্রাকের দিকে। আলখাল্লা পরা লোকটি সালাহ্। হাঁফাচ্ছে সে।

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আর আসবে না,' বললো ইন্ডি।

'ঘটনা প্রায় সে রকমই ঘটেছিলো।' ট্রাকে উঠতে উঠতে বললো সালাহ্।

'যাক, যাওয়া যাক এবার।' ইন্ডি বললো ড্রাইভারকে।

ইন্ডির দেখানো জায়গায় থামানো হলো ট্রাক। তারপর জ্বলন্ত সূর্যের নিচে খনন শুরু করলো সবাই। মাঝে মাঝে কাজ থামালো শুধু উটের চামড়ার থলে থেকে পানি খাওয়ার জন্যে। সূর্য না ডোবা পর্যন্ত খুঁড়েই চললো তারা।

বেল্লোক বসে আছে তার তাঁবুতে। সামনে ছড়ানো কাগজপত্র, মানচিত্র, স্কেচ। বিরক্ত ও হতাশ সে। এরি মধ্যে ডিয়েট্রিচ ও তার চামচা গোবলার এসে হাজির হলো বেল্লোকের তাঁবুতে। মনটা আরো বিষিয়ে গেলো তার। উঠে মুখে পানি দিলো বেল্লোক।

'পুরো দিনটা মাটি হলো।' বললো ডিয়েট্রিচ।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছলো বেল্লোক। ছোট এক পেগ কনিয়াক ঢাললো গ্লাসে। তারপর তাকালো ডিয়েট্রিচ ও তার চামচা গোবলারের দিকে।

'সারাদিন আমার লোকেরা কাজ করছে,' বললো ডিয়েট্রিচ, 'কিন্তু অকারণে। পুরো দিনটাই নষ্ট হলো।'

'আমার কাছে যা তথ্য আছে এবং তার ভিত্তিতে আমি যা অনুমান করেছি তা সঠিক,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো বেল্লোক, 'কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব নিখুঁত বিজ্ঞান এমন কথা আমি বলিনি ডিয়েট্রিচ। আমার মনে হয় না পুরো ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়তো এমনও হতে পারে সিন্দুকটা এই ঘরে না থেকে আছে পাশের ঘরে। এমনও হতে পারে মূল্যবান কোন একটি তথ্য আমাদের অজানা থেকে গেছে।' কিন্তু বেল্লোক বুঝলো এতোদিন তারা তাকে সত্যদ্রষ্টার মতো দেখলেও এখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'ফুয়েরার সব সময় এ বিষয়ে রিপোর্ট চাচ্ছেন,' বললো ডিয়েট্রিচ, 'আর জানেন তো তিনি অধৈর্য হয়ে যান।'

'ফুয়েরারের সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছিলো, আশা করি ডিয়েট্রিচ তা তোমার মনে আছে।' বললো বেল্লোক, 'আমি কোন নিশ্চিত আশা দেইনি, আমি শুধু বলেছিলাম জিনিসটি পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।'

কেউ কোন কথা বললো না কয়েক মুহূর্ত। তারপর গোবলার বললো, 'মেয়েটা তো আমাদের সাহায্য করতে পারে। আর যা হোক, মূল জিনিসটা তো তার কাছে ছিলো অনেক দিন।'

'ঠিক।' বললো ডিয়েট্রিচ।

'আমার মনে হয় না সে তেমন কিছু জানে।' বললো বেল্লোক। 'তবুও চেষ্টা করা যেতে পারে।' বললো গোবলার।

বেল্লোক বুঝতে পারছিলো না মেয়েটার প্রতি তাদের ব্যবহার কেনো তাকে অস্বস্তিতে ফেলছে। তারা তার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে কথা আদায়ের জন্যে, কিন্তু বেল্লোকের মনে হয়েছে, ম্যারিয়ন তেমন কিছু জানে না। নাকি মেয়েটির প্রতি দুর্বলতা জন্মেছে তার মনে? এ চিন্তা ভয়ানক ঠেকলো বেল্লোকের নিজের কাছে।

'বেল্লোক,' বললো ডিয়েট্রিচ, 'আপনি যদি এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে না চান তা হলে আমি কথা আদায়ের ভার আরেকজনের ওপর দিতে পারি।'

ডিয়েট্রিচ তাঁবু থেকে বেরিয়ে কাকে যেনো ডাকলো। খানিক পর আর্নল্ড টোহট স্যালুট দিয়ে এসে দাঁড়লো। 'মেয়েটিকে,' বললো ডিয়েট্রিচ, 'আশা করি টোহট তুমি চেনো।'

'হ্যা, পুরনো ঋণ এখনও শোধ হয় নি।' বললো টোহট।

'এবং পুরনো ক্ষতও।' মন্তব্য করলো ডিয়েট্রিচ।

নিজের অজান্তেই হাতের ক্ষতের দিকে তাকালো টোহট।

অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। আকাশে ভাসছে নীল চাঁদ। ইন্ডিরা কাজ থামালো। কিন্তু আস্তে আস্তে চাঁদ ঢেকে যেতে লাগলো মেঘে। মশাল জ্বালালো তারা। তারপর বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। বজ্রের শব্দও পাওয়া গেলো। ঝড় হবে নাকি, ভাবলো ইন্ডি।

সারাদিন খুঁড়ে তারা সন্ধান পেয়েছে একটি পাথরের দরজার এটাই সে ওয়েল অফ সোলস।

অনেক কষ্টে পাথরের দরজাটা সরানো হলো। নিচে প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুহা। গুহার দেয়ালে নানা রকম প্রতীক চিহ্ন আর ছবি আঁকা। বিশাল বিশাল মূর্তি ধরে আছে ছাদটা।

ওপর থেকে মশালের আলোয় গুহার প্রান্তটা নজরে এলো। পাথরের একটি বেদী আর তার ওপর পাথরের একটা সিন্দুক। মেঝেতে মনে হচ্ছে কালো কার্পেট বিছানো।

'ঐ পাথরের সিন্দুকের মধ্যেই আছে নিশ্চয় আসল সিন্দুকটা,' বললো ইন্ডি, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না সারা মেঝেতে ধূসর কি বিছানো।'

হঠাৎ চমকে উঠলো বিদ্যুত। গুহার ভেতরটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে গেলো। এবং ইন্ডি যা দেখলো তাতে ভয়ে হাত থেকে তার মশাল পড়ে গেলো। নিচে মশালটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সাপের হিসহিসানি ভেসে এলো।

মশালটা জ্বলছে। আর আলোর কাছ থেকে সাপগুলি সরে যাচ্ছে। শত–সহস্র সাপ। মিশরীয় এসপ্। ফণা নাচাচ্ছে, কিলবিল করছে। পুরো মেঝেটা সাপে ভর্তি। শুধু বেদীর আশেপাশে কোন সাপ নেই।

'ভারি বিষাক্ত সাপ এই এস্প!' বললো সালাহ্, 'তবে দেখছো আগুনের কাছাকাছি আসছে না এরা।'

সাপ ছাড়া অন্য কিছু হতো, ইন্ডি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তো, কিন্তু সাপ — ভয়ে ঘৃণায় ইন্ডি কুঁকড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সবকিছু সহনীয় ইন্ডির কাছে। শুধু এটা ছাড়া। কিন্তু ঐ তো দেখা যাচ্ছে সিন্দুক। তার আজীবনের স্বপ্ন। এই সামান্য বাধার জন্যে আজীবনের স্বপ্ন ছুঁতে পারবে না!

'ঠিক আছে! ঠিক আছে। সাপ হয়েছে তো কি হয়েছে! আরো মশাল চাই, তেল চাই। আর চাই নামার একটা ব্যবস্থা।'

খানিক পর জ্বলন্ত কিছু মশাল ছুঁড়ে ফেলা হলো গুহায়। মশাল আর সাপের মাঝে যে সামান্য ফাঁক থাকলো তাতে নামানো হলো তেলের টিন। তারপর হাতল লাগানো কাঠের একটা বাক্স ঠিক করা হলো। হাতলে বাঁধা হলা দড়ি। তারপর মজুররা নিচে নামালো সেটা। ঢোক গিলে এবং প্রায় চোখ বুজে ইন্ডি এরপর দড়ি বেয়ে নামলো সেই বাক্সে। মশালের আলোয় সাপরা হটেছে, জায়গা না হওয়াতে একে অপরের ওপর উঠছে। হিসহিসানি, ডিম ভাঙার শব্দ, একটির ওপর একটি ওঠাতে তা পরিণত হলো ছোটখাটো একটা টিলায়। কিন্তু সে টিলাটা খালি নড়ছে। ইন্ডির পিছু পিছু সালাহ্ও নামলো দড়ি বেয়ে।

ম্যারিয়ন দেখলো, বেল্লোক ঢুকলো তাঁবুতে। আস্তে আস্তে হেঁটে বেল্লোক পার হলো দূরত্বটুকু। তারপর ম্যারিয়নের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলো। তবে একে দেখা না বলে পর্যবেক্ষণ বলাই ভালো। তাকে দেখামাত্রই ম্যারিয়ন জানে না, কেনো তার রক্তের স্পন্দন বেড়ে গেলো। বেল্লোকের চোখ শীতল। কিন্তু তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে কোন মুহূর্তে তাতে উষ্ণতার ছোঁয়া লাগতে পারে। চেহারাটা

www.BanglaBook.org

হ্যাণ্ডসাম, বিজ্ঞাপনে যেমনটি দেখা যায় — ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে পুরুষ, সেরকম। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্যই যে ম্যারিয়নকে স্পর্শ করেছে তা নয়। অন্যকিছু।

অন্যকিছু, যা ম্যারিয়ন চিন্তা করতে চায় না।

বেল্লাক কিছু বললো না। যেমনি তাকিয়ে ছিলো ম্যারিয়নের দিকে তেমনি তাকিয়ে রইলো। অস্বস্তি বেড়ে গেলো ম্যারিয়নের। বেল্লোক এগিয়ে এলো। যত্ন করে মুখে গোঁজা রুমালটা বের করে দিলো। ম্যারিয়নের মনে হলো রুমাল বের করার সময় হালকাভাবে বেল্লোকের হাত যেনো স্পর্শ করলো ওর কোমর। ঝিম ঝিম করে উঠলো ম্যারিয়নের মাথার ভেতর। আমি চাই না এর দ্বারা আমি আকৃষ্ট হই, ভাবলো ম্যারিয়ন। বেল্লোক আলতোভাবে ম্যারিয়নের মুখে আঙুল বুলোলো, শরীরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এলো আঙুলগুলো। প্রাণপণে নিজের শরীরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ম্যারিয়ন। কিন্তু এর মধ্যেই তার মনে হলো, প্রেমিক হিসেবে লোকটি নিঃস্বার্থ এবং ম্যারিয়নকে সে যে আনন্দ দিতে পারবে তা আর কেউ তাকে দিতে পারেনি।

মুখ নামিয়ে আনলো বেল্লোক। তার নিশ্বাস লাগছে গায়ে। না না, অসম্ভব। কিন্তু নিজের অজান্তেই চুমোর জন্য ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গেলো। কিন্তু না, বেল্লোক তাকে চুমো খেলো না। বরং যত্ন করে তার বাঁধন খুলে নিলো। তারপর এতোক্ষণে এই প্রথম বললো বেল্লোক, 'তুমি ভারি সুন্দর।'

'প্লীজ।' আসলে ম্যারিয়ন কি বলতে চাচ্ছে নিজেই তা বুঝতে পারছে না। আবেগের এই দ্বন্দ্ব তাকে আগে কখনও স্পর্শ করেনি। বেল্লোক এবার মুখ নামিয়ে চুমো খেলো। এতো শান্তভাবে ম্যারিয়নকে আগে কেউ কখনও চুমো খায়নি। মুখ ওঠালো বেল্লোক। ম্যারিয়ন দেখলো, নিজের অজান্তেই তার আঙুল খামছে ধরছে বেল্লোকের কাঁধ। লজ্জা পেলো সে, বললো, 'প্লীজ, আর নয়।'

হাসলো বেল্লোক। বললো, 'তারা তোমার ক্ষতি করতে চায়। তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকার জন্যে আমি সময় চেয়েছি তাদের কাছে। তুমি সত্যিই ভারি সুন্দর। আমি চাই না ওই বর্বররা তোমার ক্ষতি করুক। তাদের শান্ত করার জন্যে যা জানো বলো।'

'আমি কিছুই জানি না . . . এ কথা কতোবার বলতে হবে তাদের?' মাথা তার আবার ঝিমঝিম করছে।

কেনো সে তাকে চুমো খাচ্ছে না আবার?

'জোনস্ সম্পর্কে কি জানো?'

'কিচ্ছু না।'

'সত্যি তোমার আনুগত্য অতুলনীয়। কিন্তু আমাকে তোমার বলতেই হবে জোনস্ কতোটা জানে?'

ইন্ডির কথা মনে হলো ম্যারিয়নের। 'ও আমার জীবনে ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই আনেনি . . . '

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানলাম সে কথা।' বললো বেল্লোক। দু'হাতে ম্যারিয়নের মুখ তুলে ধরলো সে। তাকালো চোখের দিকে, 'আমি বিশ্বাস করতে চাই যে তুমি কিছু জানো না। কিন্তু জার্মানদের তো আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না।'

'আমার ওপর অত্যাচার করতে আর তাদের দিয়ো না।'

'তা হলে আমাকে বলো, যা কিছু . . . '

দরজা খুলে গেলো তাঁবুর। ম্যারিয়ন দেখলো, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আর্নল্ড টোহট। তার পেছনে ডিয়েট্রিচ আর গোবলার।

'দুঃখিত।' বললো বেল্লোক।

ম্যারিয়ন নড়লো না, কিছু বললোও না। শুধু তাকিয়ে রইলো টোহটর দিকে। ভাবলো, এই লোকটি গরম চিমটে দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো আমার গাল।

'ফ্রাউলিন,' বললো টোহট, 'নেপাল থেকে অনেকদূর এলাম, তাই না।'

এক পা পিছিয়ে গেলো ম্যারিয়ন। ভয়ে মাথা নাড়লো। টোহট এক পা এগিয়ে গেলো তার দিকে। মিনতিভরা চোখে ম্যারিয়ন একবার তাকালো বেল্লোকের দিকে। কিন্তু বেল্লোক বেরিয়ে যাচ্ছে তাঁবু থেকে।

বাইরে এসে থামলো বেল্লোক। খবর আদায়ের জন্যে গিয়েছিলো সে ম্যারিয়নের কাছে, কিন্তু প্রথম চুমোর পর সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে গেলো। ফিরে যেতে চাইলো সে অবার তাঁবুর ভেতরে। ঐ বর্বরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ম্যারিয়নকে। কিন্তু তখনই দিগন্তের দিকে দৃষ্টি গেলো তার।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে — কিন্তু নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। বারবার বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আকাশ। কিন্তু ঐ এক জায়গায়ই। চিন্তায় ডুবে গেলো বেল্লোক। মনেই রইলো না আর ম্যারিয়নের কথা। ঠোঁট কামড়ে, চিন্তান্বিত ভাবে ফিরে গেলো সে নিজের তাঁবুতে।

বেদীর দিকে এগোলো ইন্ডি। সাপের গর্জন উপেক্ষা করতে চাইলো সে। টিন থেকে বেদী বরাবর তেল ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ইন্ডি, সালাহ্ তার পেছনে। দু'জনে মিলে অনেক চেষ্টা করে পাথরের সিন্দুকের ঢাকনাটা খুলে ফেললো। ভেতরে, সে যা ভেবেছিলো তার চেয়েও সুন্দর আসল সিন্দুকটা বসানো।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ইন্ডি খানিকক্ষণ। সিন্দুকের আকাসিয়া কাঠের ঢাকনার ওপর সোনালী রংয়ের মুখোমুখি দু'জন দেবদূতের ছবি। সিন্দুকের চার কোনায় সোনার চারটি হাতল ঝকমক করে উঠলো মশালের আলোয়। তাকালো ইন্ডি সালাহ্র দিকে। সম্ভ্রমভরে তাকিয়ে আছে সে সিন্দুকটির দিকে। হাত বাড়িয়ে একবার ছুঁতে যাচ্ছিলো সালাহ্ সিন্দুকটিকে।

'ছুঁয়ো না,' বলে উঠলো ইন্ডি, 'কখনো ছুঁয়ো না একে।'

হাত সরিয়ে নিলো সালাহ্। সিন্দুকের চার কোনায় বহন করার জন্যে রাখা আছে চারটি লাঠি। সেগুলি তারা গলিয়ে নিলো হাতলের ভেতর। তারপর প্রচণ্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিশ্রমে পাথরের সিন্দুক থেকে তা তুলে এনে রাখলো নিচের কাঠের বাক্সে। মশালের আলো নিভে যাচ্ছে। সাপগুলি এগিয়ে আসছে বেদীর দিকে, 'জলদি,' বললো ইন্ডি, 'জলদি।'

কাঠের বাক্সে দড়ি বাঁধা হলো। ওপর থেকে মজুররা তা টেনে তুললো। আরেকটি দড়ি ধরে দ্রুত সালাহ্ উঠে গেলো ওপরে। ইন্ডি নিজে ওঠার জন্য অপর দড়িটি ধরলো। একবার টেনে দেখলো তা তার ভার বইবার জন্যে শক্ত আছে কিনা। — কিন্তু দড়িটা পড়ে গেলো নিচে। 'আরে কি হলো —'

ওপর থেকে ভেসে এলো বেল্লোকের গলা, 'আরে ডঃ জোনস্, এই নোংরা জায়গায় কি করছো তুমি?' হাসির শব্দ ভেসে এলো।

'বেল্লোক, এ ধরনের কাজ করা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।' বললো ইন্ডি নিচে থেকে।

সাপগুলি আরো কাছে চলে এসেছে। হিস হিস শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'মানছি, অভ্যাসটা খারাপ,' নিচে উঁকি দিয়ে বললো বেল্লোক,' 'তবে কি জানো, আমার কাছে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'

চারদিকে তাকাতে লাগলো ইন্ডি, বাইরে যাবার কোন পথ নজরে পড়ে কিনা দেখার জন্যে। এবং অবাক হয়ে তখন দেখলো ম্যারিয়নকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো নিচে। ইন্ডি নিজের শরীর এগিয়ে দিলো যাতে সে সাপের টিলায় না পড়ে। ইন্ডির শরীরে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে ইন্ডির পায়ের কাছে পড়লো ম্যারিয়ন। সাপগুলি চলে এসেছে আরো কাছে। ইন্ডিকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলো ম্যারিয়ন। ইন্ডি শুনলো উপরে তর্ক করছে বেল্লোক :

'মেয়েটি ছিলো আমার।'

'তাকে আর আমাদের কোন দরকার নেই বেল্লোক। ফুয়েরারের কাজের সফলতাই হচ্ছে মূল কথা।'

'তার জন্যে আমার কিছু পরিকল্পনা ছিলো।'

'একমাত্র পরিকল্পনা যা এখন হতে পারে তা হবে বার্লিনের জন্যে।' বললো ডিয়েট্রিচ।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ ওপরে। তারপর বেল্লোক আবার তাকালো ভিতরে। ম্যারিয়নকে লক্ষ্য করে বললো, 'এমন হওয়ার কথা ছিলো না।' ইন্ডিয়ানাকে দেখে বললো, 'ইন্ডিয়ানা জোনস্, বিদায়।'

আচমকা গুহার পাথরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। মশালগুলি নিভে গেলো। এবং পায়ের কাছে শোনা গেলো সাপের হিসহিসানি।

ম্যারিয়ন শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ইন্ডিকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো ইন্ডি। দুটি মশাল তখনও নিভু নিভু হয়ে জ্বলছিলো। তার একটি তুলে ম্যারিয়নের হাতে গুঁজে দিলো ইন্ডি। নিজের হাতে তুলে নিলো আরেকটি।

'কোন কিছু নড়তে দেখলেই মশাল নাড়াবে।' ম্যারিয়নকে বললো ইন্ডিয়ানা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সবকিছুই নড়ছে।' বললো ম্যারিয়ন, 'চারদিকে খালি কিলবিল ভাব।'

'আমাকে আর তা মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।'

অন্ধকার হাতড়ে একটি তেলের টিন খুঁজে পেলো ইন্ডি। গুহার দেয়ালে তা ছিটিয়ে মশাল দিয়ে ধরিয়ে দিলো। আলোকিত হয়ে উঠলো গুহাটা। তাকালো ওপরে, দেয়ালে গাঁথা একটি মূর্তির দিকে।

'কি করছো?' বললো ম্যারিয়ন।

জবাব না দিয়ে ইন্ডি টিনের বাকি তেলটুকু তাদের চারদিকে ছিটিয়ে আগুন জ্বেলে দিলো।

'এখানেই থেকো।'

'কেনো, তুমি যাচ্ছো কোথায়?'

'এখুনিই ফিরবো। চোখ খোলা রাখো এবং দৌড়াবার জন্যে প্রস্তুত থেকো।'

'কোথায়?

ইন্ডি উত্তর দিলা না। আগুনের বৃত্তের ফাঁক দিয়ে গুহার মাঝামাঝি হেঁটে গেলো। হাতের মশালটা নিচু করে রাখলো। প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত তা উঁচু। পোশাকের ভেতর থেকে চাবুকটা বের করে, আধো অন্ধকারে চালালো। চাবুকের ডগা আটকে গেলো মূর্তির ভিত্তিতে। টেনে একবার পরখ করে নিলো তা শক্ত করে আটকেছে কিনা দেখার জন্যে। তারপর এক হাতে মশাল, আরেক হাতে চাবুক বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করলো ইন্ডি।

মূর্তির মাথায় উঠে বসলো ইন্ডি। তাকালো নিচের দিকে। নিভু নিভু আগুনের বৃত্তে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ম্যারিয়ন। এমন সময় মূর্তির মাথায় জড়ানো একটি সাপ ফোঁস করে ফণা পাকালো। মশালটা চেপে ধরলো ইন্ডি সাপের শরীরে। আধাপোড়া সাপটা দেয়াল গড়িয়ে পড়লো নিচে।

মূর্তি আর গুহার দেয়ালের মাঝখানটায় পা রাখলো ইন্ডি। মূর্তি বেয়ে বেশ কিছু সাপ ওঠার চেষ্ট করছে। মশাল দিয়ে ইন্ডি তাড়াবার চেষ্টা করছে সেগুলিকে। একসময় হাত পিছলে মশালটা পড়ে গেলো নিচে এবং নিভে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। এবং তার হাতের ওপর কি যেনো কিলবিল করে উঠলো।

চিৎকার করে উঠলো ইন্ডি।

আর তার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই নড়ে উঠলো মূর্তিটা। ভিত্তিটা আলগা হয়ে গেছে, কাটা গাছের মতো তা পড়ছে নিচে আর মূর্তিটা আঁকড়ে আছে ইন্ডি। বিকট শব্দে মূর্তিটা ভেঙে পড়লো নিচে, ম্যারিয়নের পাশ কাটিয়ে। মূর্তির ভিত্তিটা ছিটকে গুহার অপর পাশের দেয়ালে আঘাত করলো। ইন্ডি ধরেছিলো এ অংশটা। দেখলো সে ধপ করে পড়েছে ফাঁকা এক জায়গায়। ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগলো ইন্ডির। মূর্তির ভিত্তিটা যে জায়গায় পড়েছে দেয়ালের সে দিকটায় গর্ত হয়ে গেছে, টানেলের মতো। এখানে প্রাচীন কালে রাখা হতো মৃতদের। এই গুহার পাশাপাশিই করা হয়েছিলো বোধহয় এরকম একটা টানেল। মূর্তির ভাঙা অংশের আঘাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টানেলের পাশটায় ছিদ্র হয়ে গেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে ইন্ডি উঁকি দিলো গুহার ভিতর। হতভম্ব ম্যারিয়ন দাঁড়িয়ে আছে প্রায় নিভন্ত আগুনের বৃত্তের মাঝে। গুহা থেকে হাত বাড়িয়ে ইন্ডি বললো, 'ধরো।' তারপর টেনে হিঁচড়ে ম্যারিয়নকে তুলে আনলো টানেলে।

টানেলে এক ছিটে আলো দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিদের চারপাশ দিয়ে উড়ে গেলো এক ঝাঁক বাদুর।

'নিশ্চয় এখান থেকে বেরুবার পথ আছে,' বললো ইন্ডি, 'বাদুররা যখন ঢুকেছে বেরুবার পথও আছে।'

'আর কিছু না হোক, সাপের গর্ত থেকে তো এটা ঢের ভালো।'

টানেলের একটির পর একটি কবর তারা পেরুতে লাগলো। একটি কবরে পা রেখে ম্যারিয়ন বলে উঠলো, 'উঃ! অসম্ভব পচা গন্ধ!' ম্যারিয়ন নিজের হাতের মশালটা তুলে ধরলো। দেখলো, কবরটাতে বেশ কিছু মমি রাখা। এগুলির ব্যাণ্ডেজ খোলা। তাই বোধহয় মৃতের শরীর পচে যাচ্ছে। টানেলের প্রান্তে এসে তারা দাঁড়ালো। উঁকি দিয়ে দেখলো, দূরে দিগন্তে সূর্য উঠছে।

ম্যারিয়ন ইন্ডির দিকে ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো।

৯. তানিস, মিশর

বেল্লোক ও জার্মানরা তাদের খননকাজ গুটিয়ে নিচ্ছে। সবাই ব্যস্ত। তাই ইন্ডি ও ম্যারিয়ন জায়গাটা পেরিয়ে যখন সামরিক বিমান অবতরণ ক্ষেত্রটার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন তাদের কেউ খেয়াল করেনি। অবতরণ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে তেলবাহী দু'টি ট্রাক ; পাশে একটি তাঁবু, সাপ্লাই ডিপো। রানওয়ের এক প্রান্তে কোমরে হাত দিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে একজন জার্মান। তার কভার অল দেখে মনে হচ্ছে সে একজন মেকানিক। তারপর দেখা গেলো মেকানিকের দিকে এগিয়ে আসছে একজন। কাছাকাছি হলে চেনা গেলো, গোবলার।

আচমকা আকাশে শব্দ শোনা গেলো। অবতরণ ক্ষেত্রের পাশে, পরিত্যক্ত একটি খাদে দাঁড়িয়ে ম্যারিয়ন এবং ইন্ডি দেখলো, ছোট একটি প্লেন প্রস্তুতি নিচ্ছে অবতরণের।

'জলদি এটাতে তেল ভরো,' চিৎকার করে গোবলার বললো মেকানিককে, 'জরুরী জিনিস নিয়ে এখুনি এটা আবার উড়াল দেবে।'

প্লেনটা নেমে এলো রানওয়েতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সিন্দকটা তারা প্লেনে ওঠাবে,' বললো ইন্ডি।

'তা আমরা কি করবো? এখান থেকে বিদায় জানাবো?' বললো ম্যারিয়ন।

'উঁহু, সিন্দুকটা ওঠানোর আগেই আমরা প্লেনে চড়ে বসবো।'

'তোমার আরেকটি মহা পরিকল্পনা?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো ম্যারিয়ন।

'এদ্দূর যখন এলাম — তখন আরেকটু এগিয়ে যেতে ক্ষতি কি?' পরিত্যক্ত খাদ ছেড়ে, সাপ্লাই ডিপোর তাঁবুর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো দু'জন। মেকানিকটি প্লেনের সামনের চাকার নিচে দুটো ব্লক দিয়ে তেলের নল লাগালো প্লেনে। প্লেনের প্রপেলার তখনও ঘুরছে, ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে বিকট।

তারা দুজন রানওয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে এলো। কিন্তু তারা কেউ খেয়াল করেনি, তরুণ আরেকজন জার্মান মেকানিক এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে। ইন্ডির মাথা বরাবর হাতের বেঞ্চটা ওঠলো সে। ম্যারিয়নই প্রথম তার ছায়া দেখলো এবং চিৎকার করে উঠলো। ঘুরে দাঁড়ালো ইন্ডি। বেঞ্চটা তখন নামছে তার খুলি বরাবর। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডি তার কবজি ধরে ফেললো এবং তারপর দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। রানওয়ের পাশে রাখা কিছু কাঠের বাক্সের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো ম্যারিয়ন।

ইন্ডি আর তরুণ মেকানিকটি গড়াগড়ি খেতে লাগলো রানওয়েতে। প্রথম মেকানিক ঘুরে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেলো গড়াগড়ি খাওয়া দু'জনের দিকে এবং প্রস্তুত হয়ে রইলো প্রথম সুযোগেই ইন্ডির মুখে একটা লাথি কষিয়ে দেওয়ার জন্যে। ইন্ডি হঠাৎ এক ঝটকায় দ্বিতীয় মেকানিকটিকে মাটিতে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রথম মেকানিকের চোয়াল বরাবর দু'টি ঘুষি লাগালো। জ্ঞান হারিয়ে সে শুয়ে পড়লো রানওয়েতে। দ্বিতীয়জন ততক্ষণে উঠে ইন্ডিকে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। আবার গড়াগড়ি যাচ্ছে দু'জনে এবং ঐ অবস্থায় গড়িয়ে যাচ্ছে প্রপেলারের কাছে।

ইন্ডি কিছুতেই পেরে উঠছে না জার্মানটির সঙ্গে। বাক্সের আড়াল থেকে ম্যারিয়ন দেখলো, ককপিটের ঢাকনা খুলে দাঁড়িয়েছে পাইলট। হাতে তার ছোট একটা লুগার। ফাঁক খুঁজছে সে ইন্ডির মাথাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। মাথা নিচু করে প্লেনের চাকার দিকে ছুটে এলো ম্যারিয়ন। এবং পাইলট কিছু বুঝে ওঠার আগেই চাকার সঙ্গে লাগানো ব্লকটি তুলে মারলো পাইলটের মাথায়। জ্ঞান হারালো পাইলট। তার শরীর গড়িয়ে আবার ঢুকে গেলো ককপিটে এবং পড়লো গুয়ে থ্রটলে। প্লেনের ইঞ্জিন দ্বিগুণ শক্তিতে শব্দ করতে লাগলো।

প্লেন চলা শুরু করলো। কিন্তু প্লেনের আরেক সেট চাকার সামনে তখন দেওয়া আছে ব্লক। ফলে প্লেনটি একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। ম্যারিয়ন প্রপেলার বাঁচিয়ে কোন রকমে ককপিটের ধারটি ধরে, নিচু হয়ে পাইলটের শরীর সরিয়ে দেওয়ার চেষ্ট করলো থ্রটল থেকে। এদিকে প্রপেলারের ঠিক সামনে তারা দু'জন তখনও লড়ছে। আর প্লেনটা যেভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে তাতে যে কোন মুহূর্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'জনেই কিমা হয়ে যেতে পারে প্রপেলারে লেগে। পাইলটের শরীর বেশ ভারী। ম্যারিয়ন কিছুতেই সুবিধে করতে পারছে না। ঢুকে পড়লো সে ককপিটের ভেতর এবং মাথার ওপরের প্লেক্সিগ্লাসের ঢাকনাটা এঁটে দিলো। প্লেনটা পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। ম্যারিয়ন দেখলো, মাটি ছেড়ে ওরা দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। তারপর ইন্ডির জোরালো এক ঘুষিতে টাল সামলাতে না পেরে মেকানিকটি গিয়ে পড়লো প্রপেলারে।

চোখ বন্ধ করে ফেললো ম্যারিয়ন। কিছু রক্ত আর মাংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। চোখ খুলে ম্যারিয়ন ককপিট খুলে বের হবার চেষ্টা করলো। কিন্তু প্লেক্সিগ্লাসের ঢাকনা খুলছে না। ম্যারিয়ন আটকে গেছে ককপিটে।

ইন্ডি দৌড়ে গেলো প্লেনের কাছে, দেখলো প্লেনটা একবার নিচু হয়ে গেলো একদিকে এবং ম্যারিয়ন পাগলের মতো ককপিটের ঢাকনা খোলার চেষ্টা করছে। এমন সময় প্লেনটি ঘুরপাক খেতে খেতে চাকা আটকানো ব্লকের বাইরে চলে এলো, একটি পাখা সার্জনের ছুরির মতো তেলের ট্রাকটাকে কেটে বেরিয়ে এলো। নিমিষে রানওয়েতে বইলো পেট্রোলের স্রোত। সে স্রোতের মধ্যে দিয়ে ইন্ডি ফের দৌড়ালো প্লেনের দিকে, আছাড় খেলো কয়েকবার এবং অবশেষে লাফিয়ে উঠতে পারলো একটি পাখার ওপরে। সেখান থেকে ককপিটের কাছে।

'বের হও। এখনই পুরো জায়গা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।' ইন্ডির চিৎকার ডুবে গেলো প্লেনের বিকট শব্দে। ম্যারিয়ন তখনও চেষ্টা করছে ঢাকনা খোলার। ইন্ডি এবার প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো ঢাকনাটা খোলার। কয়েক মিনিট পর খোলে গেলো ঢাকনা। ক্লান্ত, উত্তেজিত ম্যারিয়নকে বের করে আনলো ইন্ডি ককপিট থেকে।

ডিয়েট্রিচের তাঁবুর বাইরে সেই কাঠের বাক্সে রাখা সিন্দুকটি পাহারা দিচ্ছে তিনজন সৈন্য। ভেতরে কাগজপত্র, মানচিত্র ঝাড়াই বাছাই করা হচ্ছে। রেডিওর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। বেল্লোক অন্যমনস্কভাবে এই কাজ গুটানো দেখছিলো। তার পুরো মন জুড়ে আছে সেই সিন্দুকটি। সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, সিন্দুকটি সে খোলার আগে বার্লিন যাবে এবং ফুয়েরার দেখবে। বেল্লোক চায়, তার এতোদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে — যজ্ঞের মতো সমস্ত রীতিনীতি পালন করে সে সিন্দুকটি দেখবে এবং তারপর ফুয়েরার-টুয়েরার সিন্দুক নিয়ে যা কিছু করুক তাতে তার কোন মাথাব্যথা নেই।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো বেল্লোক। দূরে আগুনের এক শিখা যেনো আকাশ পর্যন্ত লাফিয়ে উঠলো এবং তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে চরাচর কেঁপে উঠলো।

বেল্লোক বুঝলো, বিস্ফোরণের শব্দটা আসছে অবতরণ ক্ষেত্র থেকে। সে দৌড়াতে লাগলো বিস্ফোরণের শব্দ বরাবর। ডিয়েট্রিচ এবং গোবলার, যে কিছুক্ষণ আগেও ছিলো বিস্ফোরণের জায়গায়, বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে এবং ছুটলো

www.BanglaBook.org

বেল্লোকের পিছু পিছু। তেলের ট্রাক, প্লেন সব এখন প্রায় ছাই।

'স্যাবোটাজ,' বললো ডিয়েট্রিচ, 'কিন্তু করলো কে?'

'জোনস্।' উত্তর দিলো বেল্লোক।

'জোনস্?' ডিয়েট্রিচ কিছুই বুঝতে পারছে না।

'কিংবদন্তীর বিড়াল থেকেও তার জান বড়ো,' বললো বেল্লোক।

নিঃশব্দে তারা দেখতে লাগলো আগুনের লেলিহান শিখা। 'এখনই এখান থেকে সিন্দুকটি সরিয় ফেলতে হবে,' বললো বেল্লোক, 'একটি ট্রাকে করে এখনই তা নিয়ে যেতে হবে কায়রো। সেখান থেকে আমরা প্লেন পাবো। এবং আমাদের আত্মরক্ষারও ব্যবস্থা থাকতে হবে ডিয়েট্রিচ।'

'অবশ্যই। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

ফিরলো বেল্লোক। কায়রো থেকে প্লেন ধরার কথাটা মিথ্যা, বেল্লোক ইতোমধ্যে সেই দ্বীপে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে, ডিয়েট্রিচের অগোচরে। বার্লিনে পৌছার আগে যেভাবেই হোক, বেল্লোককে সিন্দুকটি খুলে দেখতে হবে।

চারদিকের তাঁবুগুলিতে দেখা দিয়েছে এখন চরম বিশৃংখলা। একদল সৈন্য ছুটলো অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে। আরেকদল ডিয়েট্রিচের নির্দেশে ক্যানভাসে ঢাকা একটি ট্রাকে ওঠাতে লাগলো সিন্দুকটি। জোরগলায় নির্দেশ দিতে দিতে তার গলা ভেঙে গেছে। বার্লিনে কোন রকমে এ আপদ পৌছে দিতে পারলেই সে বাঁচে। বেল্লোককেও সে এখন বিশ্বাস করে না। বেল্লোকের চাহনি এখন ম্যানিয়াকের মতো। ব্যাভারিয়াতে ফুয়েরারের এ ধরনের চাহনি সে দেখেছে।

অনেকগুলি কাঠের বাক্স, পিপের পিছে আশ্রয় নিয়েছে ইন্ডি এবং ম্যারিয়ন। উঁকি মেরে তারা দেখছে, জার্মানরা সিন্দুকটা ওঠাচ্ছে ট্রাকে আর তাদের সামনে দিয়ে বিশৃংখলভাবে দৌড়ে যাচ্ছে আরবরা। ইন্ডি দেখলো, পলায়নপর আরবদের মাঝে সালাহ্ও আসছে। একটা পা বাড়িয়ে দিলো সে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো সালাহ্। আবার যখন উঠে দাঁড়ালো তখন তার মুখ ভরে গেলো হাসিতে।

'ইন্ডি! ম্যারিয়ন! আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা অক্কা পেয়েছো।'

'পেয়েছিলাম,' বললো ইন্ডি, 'কিন্তু হয়েছে কি?'

সালাহ্ও চলে এলো আড়ালে। 'আরবদের দিকে তারা কোন নজরই দিচ্ছে না,' বললো সে, 'তাদের ধারণা আমরা বোকার হদ্দ, মূর্খ — তা'ছাড়া, আমাদের আলাদা করে তারা চিনতেই পারে না। আমি সটকে পড়ছি, তারা খেয়ালও করেনি। যা'হোক, এ কাণ্ডটি নিশ্চয় তোমার করা।'

'ঠিক ধরেছো।'

'তুমি বোধহয় জানো না, ট্রাকে করে সিন্দুকটা তারা নিয়ে যেতে চাচ্ছে কায়রোয়?'

'কায়রো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তারপর বার্লিন।'

'আমার সন্দেহ আছে,' বললো ইণ্ডি, 'আমি ভাবতেই পারি না, নিজে কিছু করার আগে বেল্লোক এটিকে জার্মানীতে যেতে দেবে।'

একটি স্টাফ কার এসে থামলো ট্রাকটির পাশে। গাড়িতে উঠে বসলো বেল্লাক এবং ডিয়েট্রিচ। সঙ্গে একজন সশস্ত্র প্রহরী। সিন্দুকটা ওঠানো হলো ট্রাকে। এর সঙ্গে উঠলো জনা দশেক সৈন্য। হুড খোলা আরেকটি স্টাফ কার এলো। পেছনে এর বসানো হয়েছে একটি মেশিনগান। যে সৈন্যটি বসে আছে মেশিনগানের পিছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব অস্থির। গাড়ির সামনে স্টিয়ারিংয়ের পিছে গোবলার। পাশে টোহট।

'ব্যাস, খেল খতম,' বললো ম্যারিয়ন, 'এখন তার করার কিছু নেই।'

মেশিনগান, সশস্ত্র সৈনিক। ভাবলো ইন্ডি। কিন্তু করার কি কিছুই নেই? দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো সে। ইতোমধ্যে সিন্দুক নিয়ে সশস্ত্র সৈনিকদের কনভয় যাত্রা শুরু করেছে। খানিকক্ষণ চিন্তা করতে করতে তা তাকিয়ে দেখলো ইন্ডি। তারপর বললো, 'আমি এদের পিছু নিচ্ছি।'

'কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলো ম্যারিয়ন, 'দৌড়ে? তুমি যে মোটর গাড়ির চেয়ে জোরে ছুটতে পারো তা তো জানতাম না!'

'মাথাটা এখন খেলছে ভালো,' বললো ইন্ডি, 'তোমরা দু'জন যত শিগ্‌গির পারো চলে যাবে কায়রো এবং সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করবে। তা প্লেন, জাহাজ যাই হোক না কেনো আপত্তি নেই।'

'কিন্তু ইংল্যাণ্ড কেনো?' বললো ম্যারিয়ন।

'ওখানে ভাষা সমস্যা নেই, নাজীরা নেই,' বললো ইন্ডি। তারপর তাকালো সালাহ্‌র দিকে, 'কায়রোয় কোথায় আমরা মিলতে পারি?'

একটু চিন্তা করলো সালাহ্, 'ওমরের গ্যারেজ, যেখানে সে নিজের ট্রাক রাখে। জায়গাটা চেনো তুমি? পুরোন শহরে। সালাহ্ দু'বার ভালোভাব ওমরের গ্যারেজে যাওয়ার পথটা চিনিয়ে দিলো ইন্ডিকে। কায়রো ইন্ডির মোটামুটি চেনা। সুতরাং রাস্তা চিনে নেওয়া তার জন্যে ঝামেলা হলো না। ম্যারিয়ন ও সালাহ্‌কে বিদায় জানিয়ে, বাক্সপেটরা, পিপের আড়ালে ইন্ডি সরে পড়লো। সালাহ্ বললো ম্যারিয়নকে, 'চলো, আমার ট্রাকেই কায়রো পৌছবো।'

বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে আসার সময় ইন্ডি দেখেছিলো খনন এলাকা আর অবতরণ ক্ষেত্রের মাঝামাঝি একটি জায়গায় ক্যানভাসের ছায়ার নিচে দু'টি ঘোড়া বাঁধা আছে। দুটি আরবী ঘোড়া — একটি সাদা, অপরটি কালো। ম্যারিয়ন, সালাহ্‌কে ছেড়ে আসার পর সে ঐদিকেই হাঁটা শুরু করলো। 'যদি ঘোড়াগুলি এখনও থাকে, একবার সুযোগ নিতে দোষ কি?' ভাবছিলো ইন্ডি। ভাগ্য ভালো তার, দেখলো, ঘোড়াগুলি তখনও বাঁধা রয়েছে খুঁটির সঙ্গে।

www.BanglaBook.org

সাবধানে ঘোড়া দুটির দিকে এগোলো ইন্ডি। বহু বছর সে ঘোড়ায় চাপেনি। কিন্তু, একবার সাইকেল চালানো শিখলে যেমন ভোলা যায় না তেমনি ঘোড়ায় একবার চাপলেও নাকি মানুষ ভোলে না। এই প্রবাদের ওপরই আস্থা রাখছে ইন্ডি আপাতত। কালো ঘোড়াটার ভাবসাব একটু তেজী মনে হলো, সাদাটা তেমন নয়। ভেবেচিন্তে ইন্ডি সাদা ঘোড়াটাকেই খুঁটি থেকে খুলে বাইরে নিয়ে এলো। চড়ে বসলো ঘোড়ার পিঠে এবং তারপর পা দিয়ে খোঁচা মারলো পেটে। দুলকি চালে চলা শুরু করলো সাদা ঘোড়াটা। ইন্ডি তার কেশর ধরে ঝুঁকে বসলো এবং তারপর চালালো জোর কদমে। ইতোমধ্যে বালিয়াড়ি ছেড়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরেছে কনভয়টি। ইন্ডি তাদের ধরার জন্য কোনাকুনি বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটালো।

পাহাড়ী রাস্তাটা সংকীর্ণ, যতোই উচ্চতা বাড়ছে ততোই মনে হয় রাস্তাটা আরো সরু হয়ে আসছে। ভয়ংকর বাঁকের সংখ্যা বাড়ছে। ঐসব বাঁক পেরুবার সময় নিচের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

পাকদণ্ডী বেয়ে কনভয়টা মাত্র ওঠা শুরু করেছে। কোনাকুনি ঘোড়া চালিয়ে ইন্ডি এসে পৌছলো পাকদণ্ডীর শুরুতে। তার ইচ্ছে, কোন রকমে নিজেকে আড়াল করে ট্রাকটার কাছে পৌছা। কিন্তু না, পেছনের ট্রাকে বসা, মেশিনগানে রাখা সৈন্যটি তাকে দেখে ফেলেছে। এক পশলা গুলি চলে গেলো ইন্ডির মাথার ওপর দিয়ে। ঘোড়াটা একবার পা তুলে যেনো নেচে উঠলো। শক্ত হাতে ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে ইন্ডি তাকে ছোটালো কনভয়ের পাশ দিয়ে। পেছনের ট্রাকের সৈন্যটি মেশিনগান ঘোরাতে ঘোরাতে ইন্ডি এগিয়ে গেলো খানিকটা, স্টাফ কার পেরিয়ে। স্টাফ কারের জার্মানরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। মেশিনগানের গুলি আবার উড়ে এলো, ইন্ডিকে স্পর্শ না করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো পাহাড়ের চারদিকে। শোনা গেলো শুধু গুলির প্রতিধ্বনি মাত্র। স্টাফ কারে ড্রাইভারের পাশে বসা টোহট পিস্তল বের করলো। ইন্ডি ততক্ষণে স্টাফ কার পেরিয়ে ট্রাকটার (সিন্দুক আছে যেটাতে) পাশাপাশি চলছে। টোহট তবুও চাপ দিলো পিস্তলের ট্রিগারে। ট্রাকের ক্যানভাস ফুটো করে বেরিয়ে গেলো গুলি।

'ইন্ডি, এই হলো সুযোগ,' মনে মনে বললো ইন্ডি। তারপর ঘোড়া থেকে লাফ দিলো, শূন্যে একটা চক্কর খেয়ে এসে পড়লো ট্রাকের পাদানিতে। ঝট করে হাতল মুচড়ে খুলে ফেললো দরজা। ড্রাইভারের পাশে বসা গার্ড বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলো শূন্যে ঝাঁপ দেওয়া লোকটিকে এবং সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলো সেই লোকটা এক ঝটকায় তার বন্দুক ফেলে দিয়েছে। গার্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো ইন্ডিকে। কিন্তু ইন্ডি মুহূর্তের মোচড়ে তার কবজি আলগা করে দিলো। আর্তনাদ করে উঠলো গার্ড। ধাক্কা দিয়ে ইন্ডি তাকে ফেলে দিলো রাস্তায়।

তারপর ড্রাইভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ইন্ডি। লোকটা মোটাসোটা, দাঁত কয়েকটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। ড্রাইভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া মাত্র, স্টিয়ারিং থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত সরে গেলো, ট্রাকটা ছুটে গেলো সোজা পাহাড়ের দিকে। ইন্ডি সংঘর্ষ বাঁচাবার জন্যে স্টিয়ারিং ঘোরালো। আর তখনিই ড্রাইভারের জোরালো ঘুষিটা এসে লাগলো মুখে।

মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো ইন্ডির। ড্রাইভার ব্রেক চাপার চেষ্টা করলো। ইন্ডির এক লাথিতে পা সরে গেলো তার ব্রেক থেকে। এবং তারপর দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো আর ট্রাকটা বিপজ্জনকভাবে এঁকেবেঁকে যেতে লাগলো। পেছনে, গোবলারকে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য বিপজ্জনকভাবে হঠাৎ গাড়ির একটা টার্ন নিতে হলো। গাড়ির পেছনে যে সৈন্য দাঁড়িয়েছিলো মেশিনগান হাতে, টাল সামলাতে না পেরে সে ঘুড়ির মতো হঠাৎ শূন্যে উঠে গেলো এবং তারপর কাটা ঘুড়ির মতো পড়তে লাগলো। পাহাড়ের খাদে পড়ার আগে তার তীব্র আর্তনাদ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

কনভয়ের একেবারে সামনের স্টাফ কারে বসা বেল্লোক পেছনে ফিরলো কি হয়েছে দেখার জন্যে। নিশ্চয় ইন্ডি, ভাবলো সে। 'সিন্দুকটি তুমি হাতাতে পারবে না বন্ধু।' ডিয়েট্রিচের দিকে তাকিয়ে আবার পিছু ফিরে ট্রাকটার দিকে তাকালো বেল্লোক। কিন্তু সূর্যের আলোর জন্যে কি হচ্ছে ট্রাকের ভেতর দেখতে পেলো না। শুধু স্বাভাবিক গলায় যেনো কিছু হয়নি এমনভাবে বললো, 'মনে হচ্ছে, পিছে একটা ঝামেলা শুরু হয়েছে।'

বেল্লোকদের স্টাফ কারটি চূড়োয় পৌঁছে যাচ্ছে, বিপজ্জনক একটা মোড় নেবার সময় গাড়িটা ধাক্কা খেলো গার্ড রেইলের সঙ্গে। ড্রাইভার কোন রকমে আয়ত্তে নিয়ে এলো গাড়ি, আর এ সুযোগে ড্রাইভারের পাশে বসা গার্ড পেছনের ট্রাকের জানালা বরাবর সাবমেশিন গান তাক করলো।

'গুলি করলে ড্রাইভারটি অক্কা পেতে পারে,' বললো বেল্লোক তাকে, 'আর ড্রাইভার অক্কা পেলে মিশরের এ পুরস্কারটিসহ ট্রাকটি এই গহীন খাদে তলিয়ে যাবে। তখন বার্লিনে ফুয়েরারকে কি বলা যাবে?'

চিন্তিতভাবে ডিয়েট্রিচ সায় দিলো বেল্লাকের কথায়। বললো, 'এসব কাণ্ডকারখানা কি তোমার সেই আমেরিকান বন্ধুর?'

'এতোবড় একটা কনভয়ের বিরুদ্ধে কি বুঝে সে লড়তে এলো বুঝতে পারছি না,' বললো বেল্লাক, 'তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই এখন আমি খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েছি।'

দু'হাতে ড্রাইভারের গলাটা জড়িয়ে ধরলো ইন্ডি। ট্রাক আবার ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো। একটু আগে যে গাড়ি রেইলে ধাক্কা খেয়েছিলো স্টাফ কারটা, সেটাতে বাড়ি খেলো ট্রাকের মাডগার্ড, চাকা প্রায় পিছলে যাচ্ছে, ইন্ডি হুইল ধরে তা নিয়ে এলো রাস্তায়। প্রচণ্ড ধুলো প্রায় অন্ধ করে দিলো পিস্তল হাতে ধরা টোহট ও তার পাশে বসা গোবলারকে।

ধুলোয় চোখ প্রায় অন্ধ গোবলারের, ধুলো ঢুকে গেছে গলায়। কাশলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোবলার, সামনে দেখার জন্যে ধুলো মোছার চেষ্ট করলো। শেষে যা দেখলো সে তা হলো সেই ভাঙা গার্ড রেইলটি, কানে এলো টোহটের চাপা আর্তনাদ ; গাড়িটা এক সেকেণ্ড শূন্যে ঝুলে থেকে তারপর পড়া শুরু করলো। পড়ছে, পড়ছে, পাহাড়ের গহীন খাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তারপর নিচে দেখা গেলো আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠেছে।

ধুত্তোর! ভাবলো ইন্ডি। যখনই ড্রাইভারকে কাবু করতে চাচ্ছি তখনই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর ড্রাইভারটার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। চোখের কোন দিয়ে দেখে মনে হলো কি যেন হচ্ছে পেছনে। পাশের আয়নায় দেখলো ইন্ডি, ট্রাকের দু'দিক দিয়ে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে কয়েক জন সৈন্য এগোবার চেষ্ট করছে সামনে। চোখে তাদের ভয়, দৃঢ়তাও। শেষ শক্তি সঞ্চয় করে ইন্ডি প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলো ড্রাইভারকে, দরজা খুলে গেলো ড্রাইভারের শরীরের ধাক্কায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক লাথি কষলো লোকটার শরীরে। আবার সেই আর্তনাদ আর দেখা গেলো আকুপাকু করতে করতে মোটাসোটা একটা লোক শূন্য থেকে পড়ে যাচ্ছে নিচে।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের আসনে বসে ট্রাক নিয়ন্ত্রণে এনে এক্সেলেটারে চাপ দিলো ইন্ডি। হঠাৎ স্পীডে এগোলো ট্রাক এবং তারপর চোখে আঁধার দেখলো ইন্ডি। দেখলো, ট্রাকটা ঢুকেছে পাহাড়ের এক টানেলে। অন্ধকারে ট্রাকটাকে চালাতে চালাতে টানেলের দু'পাশে ধাক্কা দিতে লাগলো ইন্ডি। ঝুলতে থাকা সৈন্যরা প্রায় কিমা বনে গেলো।

ট্রানেলের বাইরে চলে এলো ট্রাক। ইন্ডি বুঝে উঠতে পারছে না ট্রাকের ওপর আরো সৈন্য আছে কিনা। সে স্টাফ কার পেরুবার জন্য এক্সেলেটারে চাপ দিলো, পেরুতে পারলো না, কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো স্টাফ কারটিকে। দেখলো, স্টাফ কারের গার্ডটি ইশারা করে কি যেন বোঝাচ্ছে। বুঝলো ইন্ডি, ট্রাকের পিছে আরো ক'জন আছে এবং কিছু একটা করার জন্য গার্ড তাদের ইশারা করছে।

আচমকা ব্রেক কষলো ইন্ডি। ট্রাকের পেছনের বাকি দু'জন টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেলো দু'ধারের পাথুরে পাহাড়ে।

এখন পাকদণ্ডী বেয়ে নামবার পালা। ইন্ডি আবার এক্সেলেটারে পা রাখলো, ঝটতি আরেকটা ধাক্কা খেলো স্টাফ কারটি। ভেতরে, বেল্লোক আর ডিয়েট্রিচ কেঁপে উঠলো।

সমতল ভূমি কাছে চলে এসেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে কায়রো শহরের আলোকমালা। ইন্ডি স্পীড বাড়ালো, তাকে পেরিয়ে যেতে হবে স্টাফ কারটি। এমন সময় গার্ডটি সাবমেশিনগানের ট্রিগার চেপে ধরলো। এক পশলা গুলি উড়ে এলো, কাঁচের জানালাটা গুঁড়ো হয়ে গেলো, কিছু গিয়ে লাগলো ট্রাকের ক্যানভাসে। মরিয়া হয়ে ইন্ডি আরো স্পীড বাড়ালো ট্রাকের। স্টাফ কারটির পাশে সজোরে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেলো সে। আরেক ঝাঁক গুলির শব্দ। আর স্টাফ কারটি ধাক্কা খেয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে ধাক্কা খেলো একটি গার্ড রেইলের সঙ্গে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইড মিররে তাকালো ইন্ডি। স্টাফ কারের ড্রাইভার রাস্তায় ওঠানোর চেষ্টা করছে গাড়িটি। ওঠালো রাস্তায়, রওয়ানা হলো ইন্ডিকে ধরার জন্যে।

শহরের রাস্তায় এসে পড়েছে ট্রাকটি। স্টাফ কারও পিছু ছাড়ছে না, ভিড় বাড়ছে। একটুও স্পীড কমালো না ইন্ডি। রাস্তার পাশে কয়েকজন দোকানীর পশরা ছিটকে গেলো ট্রাকের গায়ে লেগে। চিৎকার, হৈ-হল্লা, লোকজন ট্রাকের পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে।

মিনিট পনের পর ঝড়ের গতিতে ওমরের গ্যারেজের কাছে পৌঁছে গেলো ইন্ডি। গ্যারেজের ভেতর ট্রাক ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলো। ঝটপট গ্যারেজের ঝাঁপ নামিয়ে দিলো ওমরের কর্মচারীরা আর ওদিকে বাজারের ভিড়ে আটকে স্টাফ কারটি হারিয়ে ফেলেছে ইন্ডিকে।

ট্রাকের পেছনে, কাঠের বাক্সে রাখা সিন্দুকটি থেকে এ সময় মৃদু গুঞ্জনের শব্দ শোনা গেলো। যেনো, নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে আবার কোন যন্ত্রী কাজ শুরু করেছে তার যন্ত্র নিয়ে। সেই মৃদু গুঞ্জন কেউ শুনলো না।

গ্যারেজের ভিতর, ওমরের পেতে দেওয়া খাটিয়ায় টান টান হয়ে ঘুমোলো ইন্ডি। যখন ঘুম ভাঙলো তার তখন রাতের অন্ধকার এসে জড়িয়ে ধরেছে শহরকে। ম্যারিয়ন আর সালাহ্ অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

'একটা জাহাজ পাওয়া গেছে।' বললো সালাহ্।

'বিশ্বস্ত?' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি।

'জাহাজের লোকজন অবশ্য জলদস্যু তবে তাদের বিশ্বাস করা যায়। তাদের কাপ্তান কাটাঙ্গা যতো সন্দেহজনক কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেনো, কথা দিলে সে কথা রাখে।'

'আমাদের মালপত্রসহ আমাদের তারা নেবে?'

'অবশ্যই, তবে তার জন্য একটা দাম ধরে দিতে হবে।'

'স্বাভাবিক,' বলে উঠে দাঁড়লো ইন্ডি, 'ট্রাক নিয়ে তা হলে এবার যাওয়া যাক বন্দরের দিকে।' তারপর ম্যারিয়নের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললো ইন্ডি, 'আমার কেনো জানি মনে হচ্ছে খেলা এখনও শেষ হয়নি।'

কায়রোর জাঁকালো জার্মান দূতাবাসের একটি রুমে বসে আছে বেল্লোক আর ডিয়েট্রিচ। বেল্লোক তাকিয়ে আছে দেয়ালে ঝোলানো হিটলারের একটি ছবির দিকে। ডিয়েট্রিচ একবার বসছে, আরেকবার উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে আর মিশরীয় সিগারেট টানছে। মাঝে মাঝে বেজে উঠছে টেলিফোন। ডিয়েট্রিচ ধরছে টেলিফোন, কথা বলছে, আবার বিমর্ষভাবে রেখে দিচ্ছে ফোন। 'যদি সিন্দুকটি গায়েব হয়ে থাকে . . .' কথা শেষ করলো না ডিয়েট্রিচ।

উঠে দাঁড়ালো বেল্লোক। পায়চারি করলো খানিকক্ষণ। তারপর অধৈর্য স্বরে বললো, 'এ কথা আমার ভালো লাগছে না ডিয়েট্রিচ। তোমাদের সেই বিখ্যাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিশরীয় গুপ্তচর চক্রের কি হলো? বসে বসে কি ভেরেণ্ডা ভাজছে তারা?'

'আমার বিশ্বাস, তারা সফল হবেই।'

'বিশ্বাস? হ্যাঁ, মনে হয় আমার যদি তা খানিকটা থাকতো তা হলে নিশ্চিত হতাম।'

চোখ বন্ধ করে বসে রইলো ডিয়েট্রিচ। বেল্লোকের এই মুড তার ভালো লাগছে না, তার ওপর বার্লিনের কথা মনে হলেই রক্ত হিম হয়ে আসছে। 'তোমরা যে এতো উজবুক তা আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না।' বললো বেল্লোক, 'একটি লোক, কি করে একটি লোক একটি কনভয় ধ্বংস করলো, তাও একা একা? শুধু তাই নয়, জিনিস নিয়ে ভেগেও গেলো।'

চুপচাপ বসে রইলো দু'জন। আচমকা বেজে উঠলো টেলিফোন। ধরলো বেল্লোক, মুখের ভাব বদলাতে লাগলো তার। কথা শেষ হলো। ফোন রেখে বেল্লোকের দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো ডিয়েট্রিচ, যেনো শোধ নিচ্ছে কিছুর। বললো, 'আপনাকে তো বলেইছিলাম যে আমার লোকজন কাজ করছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। একজন জানিয়েছে, জোনসের এক বন্ধু, নাম তার সালাহ্, একটি স্টিমার ভাড়া করেছে। নাম বান্টু উইণ্ড।'

'ভাওতাও তো হতে পারে।' বললো বেল্লোক।

'হতে পারে। তবে যাচাই করতে ক্ষতি কি?'

'হ্যাঁ, এখন তো আর করারও কিছু নেই।' বললো বেল্লোক।

তড়িঘড়ি করে দু'জনে দূতাবাস ছেড়ে বেরুলো। বন্দরে গিয়ে শুনলো, এক ঘণ্টা আগে বান্টু উইণ্ড নোঙর তুলে চলে গেছে। কোথায়, কেউ জানে না।

১০. ভূমধ্যসাগর

'বান্টু উইণ্ড'-এর ক্যাপ্টেনের কেবিনে বসে আছে ইন্ডি আর ম্যারিয়ন আয়োডিন দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করছে। ইন্ডি খেয়াল করলো, এরি ফাঁকে ম্যারিয়ন পোশাক বদলে এসেছে। সাদা, গলা পর্যন্ত বন্ধ কাফতান। মুগ্ধ হয়ে গেলো ইন্ডি।

'এটা পেলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'কেবিনের আলমারিতে মেলা পোশাক আছে এরকম,' বললো ম্যারিয়ন, 'আমার মনে হয়, আমার আগে আরো অনেক মহিলার সৌভাগ্য হয়েছে এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জলদস্যুদের সঙ্গে ভ্রমণ করার।'

'জিনিসটা আমার বেশ পছন্দ হচ্ছে।'

'আমেন! এ কথা শুনে নিজেকে, ঐ যে কি বলে কুমারী কুমারী মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সে রকমই দেখাচ্ছে।'

আয়োডিন লাগাতে লাগাতে ম্যারিয়ন এক পলক দেখলো ইন্ডিকে। বললো, 'ডার্লিং, সতীত্ব এক ধরনের মায়া। যখন গেলো তো গেলো। বলা যেতে পারে তোমার ব্যাংক একাউন্ট একেবারের জন্য নিঃশেষিত হয়ে গেলো।'

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে, একটি বোতল থেকে নিজের জন্যে গ্লাসে রাম ঢাললো ম্যারিয়ন। আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে ইন্ডিকে দেখতে লাগলো।

'তোমার ট্যাভার্ন পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কি আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছি?' জিজ্ঞেস করলো ইন্ডি।

'ক্ষমা চেয়েছো এমন কথা বলতে পারবো না। কিন্তু ঐ নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্যে কি আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি?'

'তা হলে সব শোধবোধ হয়ে গেলো।' বললো ইন্ডি, 'এমনকি অতীতের সব ব্যাপারও আমরা এখন গুটিয়ে ফেলতে পারি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ম্যারিয়ন।

'ব্যথাটা লাগছে কোথায়?' নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল ম্যারিয়ন।

'সবখানে।'

ম্যারিয়ন উঠে ইন্ডির বাঁ কাঁধে হালকা ভাবে চুমো খেলো। বললো, 'এখানে?'

'হ্যাঁ এখানেও।' বলে কপাল দেখিয়ে দিলো ইন্ডি। ম্যারিয়ন সেখানেও চুমো খেলো। চুমো খেলো চোখে, নাকে এবং তারপরে গাঢ়ভাবে ঠোঁটে।

ইন্ডি অনুভব করলো এ চুম্বন নতুন এক ম্যারিয়নের। নেপালের সে বন্যভাব আর নেই। কি যেনো পরিবর্তন হয়েছে ম্যারিয়নের! কি? তাই ভাবতে লাগলো ইন্ডি।

কাঠের বাক্সে ভরে সিন্দুকটি রাখা হয়েছে জাহাজের খোলে। এতো দিন জাহাজের অন্ধকার খোলে সুখে থাকা ইঁদুরগুলি হঠাৎ ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করলো। কাঠের বাক্স থেকে ঠিক সেই আগের মতো শোনা যাচ্ছে এক গুঞ্জন। মানুষের কানে সে শব্দ পৌঁছে না, কিন্তু ইঁদুরের ইন্দ্রিয় আরও তীক্ষ্ণ। তাদের কানে ঠিকই সে শব্দ পৌঁছাচ্ছিলো এবং ভয় পেয়ে তারা ছুটোছুটি করছিলো।

ভোরের আলো মাত্র ফুটেছে। জাহাজের ব্রীজে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন কাটাঙ্গা পাইপ টানছিলেন আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে। কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। চোখে পড়ছে না। বিপদের একটা গন্ধ পাচ্ছেন তিনি কিন্তু কোনদিক থেকে তা আঘাত হানবে বুঝতে পারছেন না। ইন্ডি আর সেই মেয়েটির কথা একবার ভাবলেন কাটাঙ্গা। দু'জনকেই তার পছন্দ হয়েছে আর তাছাড়া সালাহ'র তারা ঘনিষ্ট বন্ধু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু তাদের সঙ্গের সেই কাঠের বাক্সটি তাকে অস্বস্তিতে ফেলছে। কিন্তু কেনো অস্বস্তি বুঝাতে পারছেন না কাটাঙ্গা, তবে, এই মালটি নামিয়ে দিলে যে স্বস্তি পাবেন সেটা বুঝতে পারছেন। তাকিয়ে রইলেন তিনি ঢেউয়ের দিকে। বিপদ আসছে। নিজেকে, কাটাঙ্গার মনে হলো, সুইমিংপুলের ডাইভিং বোর্ডে দাঁড়ানো কারো মতো যাকে ডাইভ দিতে হবে কিন্তু সে সাঁতার জানে না।

ঘুম ভেঙে গেলো ইন্ডির, তাকিয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ ম্যারিয়নের দিকে। এখনও সেই সাদা পোশাক পরে ঘুমিয়ে আছে ম্যারিয়ন। নিষ্পাপ আর সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। ইন্ডি বিছানা ছেড়ে উঠে কাপড় পাল্টালো। জ্যাকেট পরার আগে চাবুকটা গুঁজে নিলো কোমরে। ফেল্ট হ্যাটটা নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষণ। পয়মন্ত হ্যাট, ভাবলো ইন্ডি, এটা ছাড়া নিজেকে ন্যাংটো মনে হয়।

ঘুম ভাঙলো ম্যারিয়নের। ঝরঝরে লাগছে শরীর। বিছানা ছেড়ে উঠে চুমো খেলো সে ইন্ডিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'আর ক'দিন থাকতে হবে এই খোলে?'

উত্তর দেওয়ার আগে ইন্ডির মনে হলো জাহাজের ইঞ্জিন থেমে গেছে। উত্তর দেওয়া হলো না। দরজা খুলে ডেকে পা দিলো ইন্ডি, তারপর এগোল ব্রীজের দিকে। নিভন্ত পাইপ হাতে কাটাঙ্গা তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে।

'আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুবান্ধব বোধহয় আসছে আপনার খোঁজে, মিস্টার জোনস,' বললেন ক্যাপ্টেন। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না ইন্ডি। তারপর কাটাঙ্গার হাতের ইশারা দেখে, তাকালো সমুদ্রের দিকে। 'বান্টু উইণ্ড'কে ঘিরে ফেলেছে প্রায় একডজন জার্মান সাবমেরিন।

'শালা!' বললো ইন্ডি।

'আমার মন্তব্যও তাই।' বললেন ক্যাপ্টেন, 'এখুনি আপনার গার্ল ফ্রেন্ডকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ুন, জলদি। জাহাজের খোলে গোপন একটা কুঠুরি আছে, জলদি।'

কিন্তু না, দেরি হয়ে গেছে। দু'জনেই দেখলো, জার্মান সৈন্য ভর্তি পাঁচটি ডিঙ্গি এগিয়ে আসছে জাহাজের দিকে। একজন নাজী জাহাজের দড়ির সিঁড়িতে পা রেখেছে। পেছন ফিরলো ইন্ডি। কেবিন থেকে উদ্ধার করতে হবে ম্যারিয়নকে। ডেকে মচমচ বুটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দেখলো ইন্ডি, দুজন সৈন্য কেবিন থেকে ম্যারিয়নকে টেনে হিঁচড়ে বের করছে। অন্য সৈন্যরা জাহাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে নাবিকদের এক জায়গায় জড়ো করছে। একটি কেবিনের আড়ালে সরে গেলো ইন্ডি, তারপর পা রাখলো অন্ধকার খোলে।

জাহজে উঠে এলো ডিয়েট্রিচ, পেছনে বেল্লোক। ক্যাপ্টেন ইতোমধ্যে তার সঙ্গীদের জানিয়ে দিয়েছেন জার্মানদের বাধা না দিতে। সুতরাং বিমর্ষভাবে তারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ডিয়েট্রিচ চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে। সিন্দুকের খোঁজে সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি।

ম্যারিয়ন দেখলো বেল্লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। সেই আগের মতো তার শরীরে-মনে কি এক উথাল-পাতাল ঢেউ বয়ে গেলো। নিজেকে ঠিক রাখার জন্যে

www.BanglaBook.org

ম্যারিয়নকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে অনুভূতির সঙ্গে।

'ডার্লিং' বললো বেল্লোক, 'কি করে তুমি পালালে সেই ভয়ংকর জায়গা থেকে সে কাহিনী শোনার জন্য আমি মরে যাচ্ছি। তবে পরেও তা শোনা যেতে পারে।'

চুপ করে রইলো ম্যারিয়ন। বেল্লোক ম্যারিয়নের চিবুকে আলতো করে ছোঁয়ালো আঙুল। চিবুক সরিয়ে নিলো ম্যারিয়ন। বেল্লোক শুধু হাসলো। বললো, 'পরে।' কিছু বলতে যাচ্ছিলো বেল্লোক, কিন্তু শব্দ শুনে পেছনে ফিরলো। দেখলো সৈন্যরা কাঠের বাক্সে রাখা সিন্দুকটা বের করেছে খোল থেকে। বেল্লোকের মন থেকে, অন্য সব চিন্তা মুছে গেলো। এখন মনে শুধু সিন্দুক আর ইন্ডি। কাটাঙ্গার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো বেল্লোক, 'জেনস্ কোথায়?'

'মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

'তার আর কি প্রয়োজন? মেরে ফেলেছি আমরা তাকে। ফেলে দিয়েছি সমুদ্রে। আমার যা ব্যবসা তাতে এই মেয়েটিই মূল্যবান। জোনসের মতো লোকের কোন দরকার নেই আমার। তার মালপত্রই যদি তোমাদের দরকার, তবে তা স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো। মেয়েটিকেই খালি রেখে যাও।'

'তুমি আমাকে অধৈর্য করে তুলছো,' বললো বেল্লোক, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো যে জোনস্ মারা গেছে?'

'তোমার যা খুশি। আমার ইচ্ছে আমি তোমাকে জানিয়েছি।'

এ সময় ডিয়েট্রিচ এগিয়ে এলো তাদের দিকে। বললো, 'ক্যাপ্টেন, শর্ত দেওয়ার মতো অবস্থায় তুমি নেই। আমরা যে সিদ্ধান্ত নেবো সেটাই হবে চূড়ান্ত।'

'মেয়েটি যাবে আমার সঙ্গে।' বললো বেল্লোক। মাথা কিন্তু নাড়লো ডিয়েট্রিচ।

'তাকে আমার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধরো,' বললো বেল্লোক, 'ফুয়েরার নিশ্চয় এতে আপত্তি করবেন না। কারণ সিন্দুকটি তো তিনি পাচ্ছেন।'

ইতস্তত করতে লগোলো ডিয়েট্রিচ।

'মেয়েটি যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, অবশ্যই তখন তাকে তুমি সমুদ্রে ফেলে দিতে পারো।' বললো বেল্লোক।

'ঠিক আছে,' বললো ডিয়েট্রিচ। তারপর ইশারা করলো একজন সৈন্যকে, ম্যারিয়নকে সাবমেরিনে তোলার জন্য।

জাহাজের অন্ধকার খোলের এক কোণে এয়ার ভেন্টিলেটারে কুঁজো হয়ে লুকিয়ে আছে ইন্ডি। দু'-একবার জার্মান সৈন্যদের বুটের ডগা প্রায় তার মুখে এসে লেগেছিলো। কাটাঙ্গার মিথ্যেটাকে মনে হচ্ছিলো দুর্বল। কিন্তু ক্যাপ্টেনের অযাচিত দয়ায় ইন্ডির মন ভরে উঠলো। স্বস্তির শ্বাস ফেললো ইন্ডি তখন, যখন দেখলো কাটাঙ্গার মিথ্যে কথা বিশ্বাস করেছে বেল্লোক আর ডিয়েট্রিচ। জার্মান সৈন্যরা ডেক ছেড়ে যাচ্ছে। একবার উঁকি মারলো ইন্ডি। তাকে সাবমেরিনের সঙ্গে যেতে হবে। যেতে হবে ম্যারিয়ন আর সিন্দুকটির সঙ্গে। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে? ভাবলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্ডি।

বেল্লোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে কাটাঙ্গাকে। 'কিভাবে বিশ্বাস করবো যে জোনসের ব্যাপারে তুমি সত্য বলছো?' কাটাঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলো বেল্লোক।

'আমি মিথ্যে বলি না।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলো কাটাঙ্গা। 'তোমাদের লোকজন কি তাকে জাহাজে পেয়েছে?' মন্তব্য করলো একজন নাবিক।

মনে হলো বেল্লোক আর ডিয়েট্রিচের কথাটা মনে ধরলো।

'চলে যাওয়া যাক,' বললো ডিয়েট্রিচ, 'সিন্দুক পেয়েছি। এখন জোনস্ মরলো কি বাঁচলো তাতে কিছু আসে যায় না।'

ইন্ডি শুনলো, 'বান্টু উইণ্ড' ছেড়ে ডিঙ্গিগুলি চলে যাচ্ছে সাবমেরিনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে খোল ছেড়ে চলে এলো সে ডেকে।

সাবমেরিনে উঠে বেল্লোক গিয়ে ঢুকলো কমিউনিকেশন রুমে। ইয়ারফোনটা গুঁজলো কানে, তারপর মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে কল সিগন্যাল পাঠালো। খানিক পর জার্মান উচ্চারণে ইংরেজী শোনা গেলো — 'ক্যাপ্টেন মোহলার, বেল্লোক বলছি।'

'আপনার শেষ তারবার্তা অনুযায়ী সবকিছু সম্পন্ন করা হয়েছে বেল্লোক।' গলার স্বর প্রায় অস্পষ্ট। বোঝা যাচ্ছে অনেকদূর থেকে বার্তা পাঠাচ্ছে ক্যাপ্টেন মোহলার।

'চমৎকার!' বেল্লোক ইয়ারফোন খুলে রেখে, রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলো সামনের ছোট এক কেবিনের দিকে। ম্যারিয়নকে রাখা হয়েছে সেখানে। ঢুকলো বেল্লোক কেবিনে। বাংকের উপর বিমর্ষভাবে বসে আছে ম্যারিয়ন। এগোলো বেল্লোক। ম্যারিয়ন তাকালো না মুখ তুলে। বেল্লোক আলতো আঙুলে তার চিবুক ধরে তুলে ধরলো মুখ।

'তোমার চোখ জোড়া চমৎকার,' বললো বেল্লোক, 'এ চোখ লুকিয়ে রাখতে নেই।'

ম্যারিয়ন তার মুখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

'আমার মনে হয় আমাদের সেই অসমাপ্ত কাজটি এবার সমাপ্ত করা যেতে পারে।' হেসে বললো বেল্লোক।

বাংক থেকে নেমে, ঘরের অন্য কোণে যেতে যেতে বললো ম্যারিয়ন, 'আমাদের কোন অসমাপ্ত কাজ নেই।'

'আমার মনে হয় আছে।' বেল্লোক চেষ্টা করলো ম্যারিয়নের হাত ধরার। ঝাঁকি দিয়ে হাত সরিয়ে নিলো ম্যারিয়ন।

'বাধা দিচ্ছো? কিন্তু প্রিয়তম আগে তো বাধা দাওনি। হঠাৎ মন বদলে গেলো কেনো?' বললো বেল্লোক।

'অবস্থার পরিবর্তন হয়।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বেল্লোক দেখলো ম্যারিয়নকে। তারপর বললো, 'জোনসের জন্য এখন তুমি ভাবো, তাই না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জবাব দিলো না ম্যারিয়ন। 'বেচারা জোনস্' বললো বেল্লোক, 'জীবনে সে কোন কিছু জিততে পারলো না।'

'তার মানে?'

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো বেল্লোক। পেছন ফিরলো। বললো, 'তুমি কি জানো জোনস্ বেঁচে আছে না মরে গেছে? জানো কিছু?'

তারপর দরজা বন্ধ করে নিজের কেবিনের দিকে এগোতে লাগলো বেল্লোক। পথে দেখা ডিয়েট্রিচের সঙ্গে। রাগে তার মুখ থমথম করছে। কৌতুক বোধ করছে বেল্লোক ডিয়েট্রিচকে দেখে।

'বেল্লোক, আপনি কি আপনার আচরণ ব্যাখ্যা করছেন?' গম্ভীরভাবে ফর্মালি জিজ্ঞেস করলো ডিয়েট্রিচ।

'কোন আচরণ ব্যাখ্যা করতে হবে?'

অনেক কষ্টে বেল্লোকের ঘাড়ে চড় কষিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করলো ডিয়েট্রিচ। 'এই সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনকে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন আফ্রিকার উপকূলে একটি দ্বীপে যাওয়ার। আমি জানতাম আমরা এখন যাবো কায়রো। সেখান থেকে প্রথম ফ্লাইটেই সিন্দুকসহ বার্লিন। আপনি কার নির্দেশে সেই প্ল্যান বদল করলেন? নাকি আপনার ধারণা হয়েছে জার্মান নেভীর আপনি একজন এডমিরাল? আপনার কল্পনাশক্তি কি সম্প্রতি এতোদূর বিস্তৃত হয়েছে?'

'কল্পনাশক্তি, না ডিয়েট্রিচ, তা নয়,' শান্ত স্বরে জবাব দিলো বেল্লোক, 'আমি চাচ্ছি বার্লিন যাওয়ার আগে সিন্দুকটা খুলতে। ধরো, বার্লিনে ফুয়েরারের সামনে খোলা হলো সিন্দুকটা এবং দেখা গেলো ভেতরে নেই কিচ্ছু। তখন বন্ধু তোমার অবস্থা কি হবে? তোমার কি মনে হয় না বার্লিন পৌঁছার আগে তাই সিন্দুকটা ভালোভাবে দেখে নেওয়া উচিত?'

তাকালো ডিয়েট্রিচ বেল্লোকের দিকে। তার রাগ উবে গেছে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না এই ফরাসীটাকে। 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না বেল্লোক। আপনাকে কখনও আমি বিশ্বাস করিনি।' বললো ডিয়েট্রিচ।

'ধন্যবাদ সে জন্যে।'

চলে যাওয়ার মুহূর্তে ডিয়েট্রিচ আবার বললো, 'সিন্দুক যদি খুলতেই হয় তাহলে এতোদূর যাওয়ার দরকার কি?' কায়রো কি দোষ করলো?'

'সেটা ঠিক হতো না।'

'তার মানে?'

'মানেটা বলতে পারি কিন্তু তুমি তা বুঝবে না।'

ফের ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো ডিয়েট্রিচ। আবার দেখলো তার কর্তৃত্ব উপেক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু লোকটি ফুয়েরারের বিশেষ পরিচিত। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেলো ডিয়েট্রিচ। আর বেল্লোক ভাবলো, এই মূর্খদের কে বোঝাবে যে সিন্দুক খোলার জন্য দরকার এক বিশেষ পরিবেশের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঠের বাক্সে ভরা সিন্দুকটি রাখা হয়েছে ছোট্ট এক সাপ্লাই রুমে। বেল্লোক গেলো সেখানে। তাকিয়ে রইলো সিন্দুকটির দিকে। সবকিছু হঠাৎ শূন্য মনে হচ্ছে তার কাছে। এ সিন্দুকে কি রহস্য লুকানো আছে? ভাবলো সে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলো বাক্সটি। নড়ে উঠলো নাকি বাক্সটি? নাকি এটা তার কল্পনা? একটা গুঞ্জনের শব্দ ভেসে আসছে বাক্স থেকে। নাকি এটাও তার কল্পনা? আবার কাঠের বাক্সটা স্পর্শ করে চোখ বুজলো বেল্লোক। শিগ্‌গির, খুব শিগ্‌গিরই উন্মোচিত হবে এর রহস্য।

সমুদ্র হিমশীতল। এগুচ্ছে সাবমেরিন। সাবমেরিনের ডেকের রেলিং ধরে ঝুলে আছে ইন্ডি। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে শরীর। যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে সে অতল সমুদ্রে। কয়েকবার চেষ্টা করে ডেকে উঠে বসলো ইন্ডি। কোমরে হাত দিলো। চাবুকটা ঠিক আছে। হাত দিলো মাথায়। না, টুপিটা নেই। মনটা বিষণ্ন হয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। কিন্তু টুপিটা নিয়ে আর ভাবার সময় নেই।

সাবমেরিনটা পানির নিচে যাচ্ছে। ডেকের মাঝ বরাবর দৌড়ালো ইন্ডি। পানি উঠে এসেছে তার কোমর পর্যন্ত। কোর্নিং টাওয়ারে পৌছে সিড়ি বেয়ে সে উপরে উঠতে লাগলো। সেখানে উঠে তাকালো নিচে। চারদিক থেকে মনে হয় ক্ষুধার্ত ঢেউ ঘিরে ধরেছে বিরাট ধাতব এই মাছটিকে। যেনো গিলে নেবে এখুনি। রেডিও মাস্টও ডুবে যাচ্ছে। পানি ভেঙে এগোল ইন্ডি পেরিস্কোপের দিকে। সাবমেরিন নামছে আর ইন্ডি জড়িয়ে আছে পেরিস্কোপটা। পেরিস্কোপটাও নামছে নিচে। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাওয়া ইন্ডি মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলো — পেরিস্কোপটা যেনো পুরো না নামে। নামছে পেরিস্কোপ। আর চার ফিট বাকি। কিন্তু ঈশ্বর মনে হয় শুনলেন ইন্ডির কথা। আর নামলো না পেরিস্কোপ। ইন্ডি কোমর থেকে বের করলো চাবুকটা। তারপর পেরিস্কোপের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেললো নিজেকে। যেনো ঢেউয়ের তোড়ে বা ঘুমের ঘোরে তলিয়ে না যায় অথৈ সমুদ্রে।

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিন। ঠাণ্ডা বাতাস, পানি ঘিরে আছে ইন্ডিকে। একবার তার মনে হলো, এভাবেই জমে সে পড়ে থাকবে। ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে। নানা রকম উদ্ভট চিন্তা করে সে চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু না, পারলো না। একসময় চোখ বুজে এলো তার।

ঘুম যখন ভাঙলো ইন্ডির তখন প্রথম সে বুঝতে পারলো না কোথায় আছে, কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে। শরীর জমে বরফ। সামনে তীর দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা দ্বীপ, প্রায় উষ্ণ অঞ্চল। চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি, চোখে শান্তি এনে দেয়। দ্বীপের দিকে এগোতে লাগলো সাবমেরিন।

BanglaBook.org

দ্বীপের একটা খাঁড়ির ভেতরে জার্মানরা তৈরি করেছে একটি সরবরাহ আর সাবমেরিন রাখার ঘাঁটি। ডকের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো নাজীদের দেখা যাচ্ছে। 'আর ইন্ডি তুমি নিজেকে জাহির করার জন্য বুঝি পেরিস্কোপ ধরে বসে আছো,'

www.BanglaBook.org

নিজেকেই প্রশ্ন করলো ইন্ডি।

তাড়াতাড়ি চাবুকের বাঁধনটা খুলে ফেললো ইন্ডি। এবং তারপর নিঃশব্দে নেমে পড়লো পানিতে। ডুব দিলো এবং তখন বুঝলো চাবুকটা সে ফেলে এসেছে।

দ্বীপ অভিমুখে সাঁতরাতে লাগলো ইন্ডি। দেখলো, সাবমেরিনটা পুরো উঠে এসেছে পানির নিচ থেকে এবং এগোচ্ছে ডকের দিকে। তীরে পা ঠেকলো ইন্ডির। গড়িয়ে গড়িয়ে সে এগোতে লাগলো উঁচুমতো একটা জায়গা লক্ষ্য করে। ঐখানে পৌঁছলে আড়ালও পাওয়া যাবে, সাবমেরিনটাও দেখা যাবে। বেল্লোকের নির্দেশে কাঠের বাক্সটা নামানো হলো। তারপর ম্যারিয়ন। তাকে ঘিরে আছে কয়েকজন সৈন্য। উঁচুমতো টিলার ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিজেকে আরও ভালোভাবে গুটিয়ে নিলো জোনস।

১১. ভূমধ্যসাগরে একটি দ্বীপ

সূর্য যখন প্রায় অস্ত যাচ্ছে তখন বেল্লোক দেখা করলো মোহলারের সঙ্গে। সঙ্গে ডিয়েট্রিচ। মোহলারের সঙ্গে তার কথোপকথন ডিয়েট্রিচ শুনুক এটা বেল্লোকের পছন্দ হচ্ছে না। এই লোক নিশ্চয় অনেক প্রশ্নে করবে। বেল্লোক এখন এতোসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না।

ক্যাপ্টন মোহলার বললো, 'বেল্লোক, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু প্রস্তুত করা হয়েছে।'

'কোন কিছু বাদ যায়নি তো?'

'না।'

'তা'হলে সিন্দুকটি এখন ঐ জায়গায় নিয়ে যেতে হয়।'

ডিয়েট্রিচের দিকে তাকালো মোহলার। তারপর একদল সৈন্যকে নির্দেশ দেওয়া শুরু করলো। সিন্দুকটিকে একটি জীপে ওঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তারা।

এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো ডিয়েট্রিচ। এবার বিরক্ত হয়ে বললো, 'এর মানে কি? মোহলার কি বলছে? কিসের প্রস্তুতি নিয়ে আপনারা আলাপ করছিলেন?'

'তোমার এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই ডিয়েট্রিচ।'

'সিন্দুক নিয়ে যাবতীয় ভাবনা আমার।'

'সিন্দুকটা আমি খুলতে যাচ্ছি,' বললো বেল্লোক, 'তবে খোলার সময় কিছু শর্ত পালন করতে হবে।'

'শর্ত? কিসের শর্ত?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দুশ্চিন্তা করো না বন্ধু। এমনিই অতি কাজে তোমার মগজ ক্লান্ত, আমি তাতে আর বোঝা বাড়াতে চাই না।'

'ঠাট্টাটা নিজের জন্যে তুলে রাখুন বেল্লোক। আমার মনে হয় মাঝে মাঝে আপনি ভুলে যান এখানে দায়িত্বে কে আছে।'

কাঠের বাক্সটার দিকে একবার তাকালো বেল্লোক।

'তোমার বোঝা উচিত — বাক্সটা শুধু খোলার ব্যাপারই নয় ডিয়েট্রিচ, এর সঙ্গে কিছু আচার-অনুষ্ঠানও জড়িত। আমরা তো এক বাক্স গ্রেনেড নিয়ে কারবার করছি না। ব্যাপারটা সাদামাটা নয় ডিয়েট্রিচ।'

'কি আচার-অনুষ্ঠান?'

'ঠিক সময়ে তা দেখবে ডিয়েট্রিচ। তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।'

'যদি সিন্দুকটার কিছু হয় বেল্লোক, যদি কিছু হয় তা'হলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখবো যাতে ফাঁসির দড়ি আপনার গলায় শক্তভাবে এঁটে বসে। কথাটা মনে রাখবেন বেল্লোক।'

'সিন্দুক নিয়ে তোমার অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করেছে ডিয়েট্রিচ,' বললো বেল্লোক, 'তবে ভেবো না। সুন্দরভাবেই তুমি তা বার্লিনে ফুয়েরারের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।'

'কথাটা মনে রাখলেই খুশী হবো।'

'অবশ্যই মনে রাখবো। অবশ্যই।'

বাক্সটার দিকে আবার তাকালো বেল্লোক। তারপর সামনের ডক এলাকা ও জঙ্গলের দিকে। ঐখানে খোলা হবে সিন্দুকটি।

'আচ্ছা ঐ মেয়েটি . . . মেয়েটিকে নিয়ে কি করবো?'

'তোমার খুশী,' বললো বেল্লোক, 'তাকে আর আমার প্রয়েজন নেই।'

সিন্দুকটি ছাড়া বেল্লোকের মাথায় এখন আর কোন চিন্তা নেই। সিন্দুকের তুলনায় মানুষের অনুভূতি তুচ্ছ। মানুষের সব অভিজ্ঞতাই এক সময় শূন্যে পরিণত হয়। মেয়েটি মরলো কি বাঁচলো তাতে বেল্লোকের কি আসে যায়?

ডক এলাকার প্রান্তে গাছগাছালির মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে ইন্ডি। দেখলো সে সেখান থেকে, জার্মানরা ম্যারিয়নকে ওঠাচ্ছে একটা জীপে। জঙ্গল বরাবর চলতে লাগলো জীপ। আরেকটা জীপে উঠানো হলো কাঠের বাক্সটি এবং তারপরের জীপে উঠলো বেল্লোক আর ডিয়েট্রিচ। প্রথম গাড়িকে অনুসরণ করলো বাকি গাড়ি দুটি। যাচ্ছে কোথায় এরা? ভাবলো ইন্ডি। এবং তারপর আবার চলতে লাগলো গাছগাছালির মধ্য দিয়ে পথ করে।

জার্মান সৈন্যটি হঠাৎ করেই পড়ে গেলো ইন্ডির সামনে। ভ্যাবাচ্যাকা খেলো, তারপর হাত দিলো হোলস্টারে। এই সুযোগে ইন্ডি হাতে তুলে নিলো গাছের একটি ডাল। সজোরে চালালো তা সৈন্যটির গলা বরাবর। যেনো অবাক হয়েছে এ ভঙ্গিতে তাকিয়ে গলায় হাত রাখলো সৈন্যটি। গলগল করে মুখ দিয়ে তার রক্ত পড়তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগলো। তারপর চোখ উলটে গেলো তার, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। দ্বিতীয়বার তার খুলি বরাবর ডালটা চালালো ইন্ডি। পরিকল্পনাটা মাথায় আসার আগে নাজীটার দিকে তাকালো ইন্ডি আরেকবার।

বেল্লোক আর ডিয়েট্রিচকে নিয়ে জীপটি জঙ্গল পেরিয়ে খালি এক জায়গায় এসে থামলো। বোঝা যায় জঙ্গল কেটে বের করা হয়েছে জায়গাটি। এখানে-সেখানে ক্যামোফ্লাজ করা তাঁবু, বাংকার, ব্যারাক, গাড়ি, ওয়ারলেসের খুঁটি ; সৈন্যরা ঘোরাফেরা করছে এদিক-সেদিক। ডিয়েট্রিচ বেশ গর্বভরে তাকাচ্ছে চারদিকে। বেল্লোকের এসব চেখেও পড়ছে না। সে তাকিয়ে আছে কিছু দূরে পাথরে গড়া ত্রিশ ফুটের মতো উঁচু একটা বেদীর দিকে। উপরের দিকটা এর সমতল। বেদীটা তৈরি করেছিলো প্রাচীন কোন উপজাতি। বেদীটাতে ওঠার জন্য তারা তৈরি করেছিলো সিঁড়ি। এর আশেপাশে তাদের তৈরি ভাঙাচোরা কয়েকটি আদিম মূর্তি পড়ে আছে। এ বেদী, পরিবেশের কথা ভেবেই বেল্লোক ঠিক করেছিলো দ্বীপটিকে।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না বেল্লোক। মোহলার এসে তার ঘোর ভাঙালো। বললো, 'আপনি কি এখন প্রস্তুত হতে চান?'

মাথা নাড়লো বেল্লোক, তারপর মোহলারের পিছু পিছু ছোট সুন্দর এক তাঁবুতে ঢুকলো। সে ভাবছিলো, লুপ্ত হয়ে যাওয়া সেই উপজাতিদের কথা যারা এখানে বসবাস করতো, তৈরি করেছিলো এই বেদী আর দেবদেবীর মূর্তি। তারপর হারিয়ে গেছে তারা চিরতরে। সিন্দুক আর এই হারিয়ে যাওয়া মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যেনো এক ধরনের ধর্মীয় যোগসূত্র আছে।

'সাদা সিল্কের তৈরি,' তাঁবুর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো বেল্লোক।

'হ্যাঁ, যেমনটি আপনি নির্দেশ করেছিলেন।' বললো মোহলার।

তাঁবুর ঠিক মাঝখানে রাখা সুন্দর একটি বাক্স। বেল্লোক ঢাকনা খুলে কারুকাজ করা একটি জোব্বা বের করলো। জোব্বাটা নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে বললো বেল্লোক, 'চমৎকার! তুমি দেখছি আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছো। খুব খুশি হলাম।'

মোহলারের হাতে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা হাঁতির দাঁতের একটি দণ্ড। এতেও কারুকাজ করা। মোহলার এবার তা এগিয়ে দিলো বেল্লোকের দিকে।

'চমৎকার!' আবার বললো বেল্লোক, 'পবিত্র রীতি অনুযায়ী সিন্দুকটি খোলার সময় ব্যবহার করতে হয় হাতির দাঁতের দণ্ড। পরতে হবে এ ধরনের আলখাল্লা। তুমি প্রতিটি কাজ করেছো নিখুঁতভাবে মোহলার।'

'আপনি নিশ্চয় আমার কথা ভুলবেন না। মনে আছে তো আপনার সে কথা।' বিনীতভাবে বললো মোহলার।

'অবশ্যই,' বললো বেল্লোক, 'বার্লিন পৌঁছে ফুয়েরারের সঙ্গে দেখা করে ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমার প্রশংসা করবো। এর কোন নড়চড় হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোহলার তারপর আলখাল্লাটার দিকে একবার তাকিয়ে বললো, 'পোশাকটায় কেমন একটা ইহুদী ইহুদী ভাব আছে।'

'বা, এতো ইহুদীই হবে।'

বেল্লোক এরপর আলখাল্লাটা পরলো। এবং মোহলার দেখলো নিমিষেই যেনো বেল্লোকের চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেলো। তাকে বেশ পবিত্র পবিত্র, কি যেনো বলে সাধু সন্তদের মতো দেখাচ্ছে। যাক, মোহলার এসব নিয়ে চিন্তা করে না ; যদিও সে নিশ্চিত বেল্লোকের মাথায় ছিট আছে। কিন্তু হিটলারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বেল্লোকের এবং সেটাই হচ্ছে মূল কথা।

'বাইরে কি অন্ধকার হয়ে আসছে?' জিজ্ঞেস করলো বেল্লোক। নিজের থেকেও নিজেকে এখন দূরে মনে হচ্ছে। যেনো পুরনো বেল্লোক নতুন এক মানুষে রূপান্তরিত হতে চলছে। এ মুহূর্তে চলছে ভাঙ্গা গড়ার প্রক্রিয়া।

'এখনি হয়ে যাবে,' বললো মোহলার।

'সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হতে হবে। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'আপনার কথা মতো সিন্দুকটা সেই বেদীতে রেখে আসা হয়েছে, বেল্লোক।'

সূর্য অস্ত যাওয়ার মুহূর্ত। হাতির দাঁতের লাঠি আর জোব্বা পরা বেল্লোক পা রাখলো তাবুর বাইরে। যেখানে যে জার্মানটিই ছিলো বেল্লোককে দেখা মাত্র যেনো নির্বাক হয়ে গেলো। বেল্লোক বুঝতে পারছে, তার এই পোশাক সৃষ্টি করেছে ঘৃণা, শত্রুতা। বেল্লোক নীরবে হাঁটছে। ডিয়েট্রিচ এসে দাঁড়ালো তার পাশে। 'আপনি কি পাগল হলেন? এ জায়গায় পালন করবেন আপনি ইহুদী অনুষ্ঠান?' বেল্লোক কান দিলো না সে কথায়। প্রতি মুহুর্তেই তার মনে হচ্ছে পার্থিব জগতের সঙ্গে তার একটি একটি করে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বেল্লোক এসে পৌছলো বেদীতে ওঠার সিঁড়ির সামনে। সূর্য ঠিক যেনো দিগন্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখুনই তলিয়ে যাবে। চারদিকের আকাশে কমলা লাল আর হলুদের ছটা।

সিঁড়িতে পা রাখলো বেল্লোক। বেদীর চারপাশের বাতিগুলি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সিঁড়িতে পা রাখা মাত্রই বেল্লোক সিন্দুক থেকে ভেসে আসা গুঞ্জন শুনতে পেলো। এবং তার মনে হলো, সিন্দুক থেকে যেনো একটি আভা ফোটে বেরুচ্ছে। কিন্তু তখনই এমন কিছু ঘটলো যা বেল্লোককে নামিয়ে আনলো মাটির পৃথিবীতে। একটি ছায়া, একটি জিনিসের নড়াচড়া, কি যেনো একটা। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখলো, একটি সৈন্য খুব অদ্ভুত ব্যবহার করছে। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে সে, হেলমেটটা এমনভাবে পরেছে যেনো সে চেহারা আড়াল করতে চায়। কিন্তু বেল্লোককে এসব খুঁটিনাটি অস্বস্তিতে ফেলছে না। ব্যাপারটা হলো লোকটির সবকিছু মিলে তার চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখলো বেল্লোক, গ্রেনেড লঞ্চারের ভারে লোকটি নুয়ে পড়েছে। আবছা আলোয় গ্রেনেড লঞ্চারটি আগে চোখে পড়ে নি বেল্লোকের। কিন্তু যে মুহূর্তে

www.BanglaBook.org

সৈন্যটি মাথা থেকে হেলমেটটি সরালো এবং গ্রেনেড লঞ্চারটি সিড়ি বরাবর তাক করলো তখনই মুহূর্তে বেল্লোকের কাছে সব দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো।

'থামো,' চিৎকার করে হুকুম করলো ইন্ডি, 'জায়গা থেকে কেউ এক পা নড়েছো তো সিন্দুকটি ফের পাঠিয়ে দেবো মুসা নবীর কাছে।'

'জোনস, তোমার অধ্যাবসায় আমাকে অবাক করছে,' বললো বেল্লোক, 'মার্সিনারীদের বাজার তুমি খারাপ করে দেবে দেখছি।'

'ড: জোনস,' বললো ডিয়েট্রিচ, 'আপনি কি আশা করছেন এ দ্বীপ থেকে আপনি বেরুতে পারবেন?'

'সেটা নির্ভর করছে পরস্পরের সঙ্গে আমরা কেমন ব্যবহার করবো তার ওপর।' বললো জোনস, 'আমি শুধু মেয়েটিকে ফেরত চাই আর এখান থেকে ইংল্যাণ্ড নিরাপদে না পৌঁছা পর্যন্ত সিন্দুকটি রাখতে চাই। তারপর তোমরা সিন্দুকটি ফেরত নিতে পারো।'

'যদি এ শর্ত আমরা না মানি,' জিজ্ঞেস করলো ডিয়েট্রিচ।

'তা' হলে আরও কিছু লোকজন সহ সিন্দুকটি নিয়ে স্বর্গে চলে যাবো। তা আমরাতো স্বর্গে যাবো, কিন্তু পৃথিবীতে বসে হিটলার ব্যাপারটা পছন্দ করবেন?'

ম্যারিয়নের দিকে এগোলো ইন্ডি। বাঁধন খোলার জন্যে সে ছটফট করছিলো।

'জোনস, জার্মান পোষাকে কিন্তু তোমাকে বেশ মানিয়েছে।' বললো বেল্লোক।

'হ্যাঁ, ঐ জোব্বায়ও তোমাকে মন্দ লাগছে না।'

কিন্তু ইন্ডির পেছনে যে একজন আসছিলো ইন্ডি তা খেয়াল করে নি। ম্যারিয়নই প্রথম তা দেখে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু এরি মধ্যে মোহলার পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইন্ডির উপর এবং প্রথম ধাক্কায়ই ইন্ডির হাত ছাড়া হয়ে গেছে অস্ত্রটি। মুহূর্তের মধ্যে হাজার সৈন্যরা ঘিরে ফেললো ইন্ডিকে।

বেল্লোক মাথা নেড়ে পাংশু হাসলো। তাকালো ইন্ডির দিকে। সৈন্যরা তাকে ধরে রেখেছে। 'যাক চেষ্টাটা ভালোই করেছিলে জোনস,' বললো বেল্লোক।

ডিয়েট্রিচ এক সময় দৌড়ে এলো। 'বোকার হদ্দ,' বললো সে, 'আপনার এই বোকামি আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না।'

সৈন্যদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো ইন্ডি। বৃথা চেষ্টা।

'আপার এই রোগ আমি সারিয়ে দিতে পারি,' বলে মৃদু হেসে ডিয়েট্রিচ হোলস্টার থেকে বের করলো পিস্তলটা।

পিস্তলের নলের দিকে তাকালো ইন্ডি, তারপর ম্যারিয়নের দিকে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে ম্যারিয়ন কিন্তু গলার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে বৃথাই সে কান্না থামানোর চেষ্টা করছে। ডিয়েট্রিচ পিস্তল উঠিয়ে ইন্ডির কপাল বরাবর নিশানা তাক করলো।

'থামো।' বেল্লোকের ধমকটা শোনোলো হঠাৎ বজ্রের মতো। পিস্তল নামিয়ে নিলো ডিয়েট্রিচ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কর্নেল ডিয়েট্রিচ,' বললো বেল্লোক, 'এ লোকটি বহুবছর ধরে আমার বিরক্তির কারণ হয়ে আছে। তার শেষ পরিণতির সাক্ষী থাকতে চাই আমি ঠিকই; কিন্তু তার আগে তার শেষ পরাজয়টাও উপভোগ করতে চাই। আমার সিন্দুক খোলা অব্দি তাকে বেঁচে তাকতে দাও। এ সিন্দুক, এ পুরস্কারের জন্য আজীবন সে সাধনা করেছে। এখন সে নিজের চোখে দেখুক তার সামনে থেকে কি ভাবে পুরস্কারটি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সিন্দুকটা আমি খোলার পর তুমি তাকে হত্যা করতে পারো। এখন বরং মেয়েটির সাথে ওকে বেঁধে রাখো।'

সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষের গড়া একটি ভাঙ্গা মূর্তির সঙ্গে ইন্ডি আর ম্যারিয়নকে পিঠাপিঠি বেঁধে রাখা হলো।

'ভয় লাগছে ইন্ডি,' বললো ম্যারিয়ন।

'ভয় করে লাভ কি বলো?' জবাব দিলো ইন্ডি।

বেল্লোক সিঁড়ি দিয়ে আবার উঠা শুরু করলো আর সিন্দুক থেকেও ভেসে এলো গুঞ্জনের শব্দ। 'আমার মনে হচ্ছে আমরা মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি ইন্ডি।' বললো ম্যারিয়ন।

কথাটা ইন্ডির ঠিক কানে গেলো না। অন্য কিছু, কি একটা যেনো বার বার মাথায় এসেও মিলিয়ে যাচ্ছে। সিন্দুক থেকে ভেসে আসা শব্দটা সেও শুনছে। এটা কি ভাবে সম্ভব? দেখলো সে, জোব্বা পড়া বেল্লোক আস্তে আস্তে পৌঁছে যাচ্ছে বেদীর কাছে। 'ইন্ডি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' বললো ম্যারিয়ন। ইন্ডির দু'চোখের ক্লান্তি নজরে পড়লো না তার। 'ম্যারিয়ন,' ইন্ডি আস্তে আস্তে বললো, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।' এ কথা বলায় সে নিজেও অবাক হয়ে গেলো।

প্রাচীন একটা হিব্রু স্তোত্র বলতে বলতে বেল্লোক সিঁড়ি ভাঙ্গছে। স্তোত্রটা লেখা ছিলো সেই হাতলে। গুণ গুণ করে স্তোত্র আওড়াচ্ছে সে। চারদিকে কি হচ্ছে, কোন কিছুতেই তার খেয়াল নেই, গুঞ্জনের শব্দটা বাড়ছে। স্তোত্র ও গুঞ্জনের শব্দ এক হয়ে মিলেমিশে যাচ্ছে। অন্ধকার ভরে তুলছে এই শব্দ, ক্রমেই তা বাড়ছে।

সিন্দুকের শক্তি!

বেল্লোকের রক্ত উথাল পাথাল করতে লাগলো।

জ্ঞান!

একেবারে ওপরের ধাপে উঠে এসেছে বেল্লোক। তখনও আওড়াচ্ছে স্তোত্র। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে শব্দ উঠে আসছে সিন্দুক থেকে। সিন্দুকের কাছে পৌঁছে গেলো বেল্লোক।

পুরো সিন্দুকটা কি এক আভায় জ্বল জ্বল করছে। তাকালো বেল্লোক। এতো সুন্দর জিনিষ সারা জীবনে তার চোখে পড়ে নি। উজ্জ্বল আভায় যেনো জীবন্ত হয়ে উঠেছে সিন্দুকের ঢাকনায় সোনালী রংয়ে আঁকা দেবদূত দুটি।

আর শব্দ! যেনো বধির করে দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেঁপে উঠলো বেল্লোকের শরীর !

মনে হচ্ছে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেনো খুলে এখই ভাসবে হাওয়ায়। শূন্যে। বেল্লোক সমস্ত মনোযোগ সিন্দুকের দিকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। হে রহস্য ! উন্মোচিত হও।

সিন্দুকের ঢাকনার নিচে হাতির দাঁতের লাঠিটা রাখলো সে। চারদিক প্রকম্পিত হতে লাগলো শব্দে, শব্দ তো নয় গর্জনে। সে আওয়াজে নিচের বাতিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, বেল্লোক দেখলো না এর কিছুই। এই শব্দ — এতো ঈশ্বরের। ভাবছে বেল্লোক। ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, আমাকে কিছু বলো। তারপর আরও শক্তি দিয়ে সিন্দুকের ঢাকনাটা ওঠাবার চেষ্টা করলো। হঠাৎ সব কিছু শূন্য মনে হলো বেল্লোকের, সব স্মৃতি মুছে গেছে তার। নিজেকে খুব শান্ত লাগছে। সে যে এই পৃথিবীর মানুষ এটিই তার মনে হচ্ছে না।

'সিন্দুকটা সে খুলছে।' বললো ইন্ডি।

'কিন্তু এতো আওয়াজ,' বললো ম্যারিয়ন, 'যেনো বধির হয়ে যাবে। কিসের আওয়াজ এটা ?'

'সিন্দুকের।'

'সিন্দুকের !'

ইন্ডি ভাবার চেষ্টা করছে, কথাটা মনেও হচ্ছে না। কথাটা সিন্দুক সম্পর্কেই। প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে মনে করার কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

আর সেই উঁচু বেদীতে বেল্লোক খোলার চেষ্টা করছে সিন্দুকের ঢাকনাটা। সব বাতি ফেটে চৌচির, রাতের অন্ধকার ভরে আছে শুধু গর্জনে। এমনকি মনে হচ্ছে চাঁদ ও খসে পড়বে আকাশ থেকে। পুরো পৃথিবীটা যেনো এক ফিউজের সঙ্গে বাঁধা। ফিউজ জ্বলে উঠলেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে সব। এ সবের মধ্যেও ইন্ডি ভাববার চেষ্টা করছে। কি যেনো কথাটা ?

ঢাকনাটা খুলছে।

দরদর করে ঘামছে বেল্লোক। এই তো উন্মোচিত হচ্ছে রহস্য। দৈবের রহস্য। প্রাণপণে সব শক্তি প্রয়োগ করে ঢাকনাটা তুলে ফেললো বেল্লোক। আর সঙ্গে সঙ্গে জোরালে এক আলো তাকে অন্ধ করে দিলো। কিন্তু জায়গা ছেড়ে একচুলও নড়লো না বেল্লোক। এই শব্দ আর আলো তাকে যেন হিপ্নোটাইজ করে ফেলেছে। আসলে নড়ার শক্তিই তার ছিলো না। শরীর জমে গেছে বেল্লোকের। সিন্দুকের ঢাকনা !

শেষ এটাই দেখেছিলো বেল্লোক।

কারণ ঐ মুহূর্তে, অন্ধকার রাত ভরে গেলো বর্শার মতো তীক্ষ্ণ সূঁচালো আলোক রশ্মিতে। সিন্দুক থেকে উৎসারিত আলোর বন্যা ভাসিয়ে দিচ্ছে সব। অজস্র বজ্রের শব্দে সবকিছু যেনো গুঁড়িয়ে গেলো। সমুদ্রের ঢেউ হয়ে উঠলো পর্বত প্রমাণ। আলো, পৃথিবীর যেদিন জন্ম হয়েছিলো এ আলো সেদিনের, নতুনের — এ আলোর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর — এ আলো সৃষ্টির। এবং এ আলো ভেদ করে গেলো বেল্লোককে। কোটি কোটি মোমবাতির আলো যেনো জ্বলে উঠলো তার শরীরে। বেল্লোক যে

www.BanglaBook.org

জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে শুধু সাদা, কমলা, নীল আলো। এবং হাসলো বেল্লোক।

হাসলো, কারণ, এক মুহূর্তের জন্য সে পরিণত হয়েছিলো শক্তিতে।

মানুষ আর শক্তিতে সে মুহূর্তে ছিলো না পার্থক্য। সে মুহূর্ত মিলিয়ে গেলেই, চোখের মনি তার বেরিয়ে এলো, চামড়া খসে যেতে লাগলো শরীর থেকে। এবং তখনও হাসলো বেল্লোক। হাসলো সে মুহূর্তেও যে মুহূর্তে সে মানুষ থেকে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অন্য কিছুতে, যা স্পর্শ পেয়েছে ঈশ্বরের, ঈশ্বরের ক্রোধের, আর নীরবে বেল্লোক রূপান্তরিত হয়ে গেলো এক মুঠো ছাইয়ে।

যখন সিন্দুকের আলোর বন্যায় সবকিছু ঝলসে যাচ্ছিলো তখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ইন্ডি। এবং তখনই তার মনে পড়লো সালাহ্‌র বন্ধু ইমামের কথা — 'যারা এ সিন্দুক খুলে মুক্তি দেবে শক্তির তারা যদি সে মুহূর্তে ওদিকে তাকায় তবে মৃত্যু অবধারিত।' এই বিকট আওয়াজ, তোলপাড় আলোর বন্যা — সব কিছুর মাঝে ইন্ডি বলে উঠলো, 'ম্যারিয়ন, তাকিয়ো না, চোখ খুলো না। বন্ধ করে রাখো চোখ।'

বজ্রের মতো সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলো ম্যারিয়ন। একবার ইচ্ছে করছিলো চোখ খুলতে। কিন্তু বারবার ভেসে আসছে ইন্ডির চিৎকার — চোখ বন্ধ করো ম্যারিয়ন, চোখ বন্ধ করো।

চোখ বুজে রইলো ম্যারিয়ন।

যারা তাকিয়েছিলো ওই আলোর দিকে মুহূর্তে তারা গলে গেলো। দ্বীপের গাছপালা সব ছাই হয়ে গেলো। সমুদ্র আর সিন্দুকের গর্জন উত্তাল হয়ে উঠলো।

ম্যারিয়ন আর ইন্ডিকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো যে মূর্তিতে তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলো। বাঁধন মুক্ত হলো দু'জন। তখনই উপরে বেদীতে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো সিন্দুকের ঢাকনা। আর সাথে সাথে সব শান্ত হয়ে গেলো। চারদিক নিথর। শুধু অপার্থিব এক আলোয় জ্বল জ্বল করছে বেদীতে রাখা সিন্দুকটা।

ইন্ডি এবার তাকালো ম্যারিয়নের দিকে।

চারদিকে তাকালো ম্যারিয়ন। কি যেনো বলতে চাইলো।

বলতে পারলো না।

কিছুই বলার নেই।

কিছুই নেই।

চারদিকের মাটি কালো, সবকিছু পুড়ে ছাই, শুধু যে জায়গাটুকুতে তারা দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গাটুকুই অবিকল আগের মতো রয়ে গেছে। বেদীতে রাখা সিন্দুকটা দেখলো ম্যারিয়ন।

তারপর আস্তে ছুঁলো ইন্ডির হাত, জড়িয়ে ধরলো তা শক্তভাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১২. শেষ কথা ঃ ওয়াশিংটন ডি. সি.

কর্নেল মাসগ্রোভের অফিসের জানালা দিয়ে সূর্যের সোনালী আলো ঘরের সব কিছু সোনালী করে তুলেছে। বাইরে সবুজ লনের পাশে চেরী গাছে ফুটেছে থোকা থোকা ফুল। সকালের আকাশ নির্মেঘ, নীল।

ডেস্কের পেছনে বসে আছে মাসগ্রোভ। একপাশের চেয়ারে ইটন। দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন যে এতোক্ষণ একটি কথাও বলে নি। অজ্ঞাত এক আমলা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার ভুরুর ইঙ্গিতেই পরিচালিত হচ্ছে সব।

'আপনার কাজের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ,' বললো মাসগ্রোভ, 'আর এ জন্য যা খরচ হয়েছে, আশা করি তা সব পেয়েছেন?'

মাথা নাড়লো ইন্ডি, তাকালো একবার ম্যারিয়ন আর মার্কাস ব্রডির দিকে।

'আমি এখনও বুঝতে পারছিনা,' বললো ব্রডি, 'যাদুঘর কেনো সিন্দুকটা পাবে না?'

'সিন্দুকটা নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে,' বললো ইটন। বোঝা যাচ্ছে এরা প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চায়।

'ওটা কিন্তু প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী,' বললো ইন্ডি, 'এটা নিয়ে খেলা করা ঠিক নয়।'

'আমাদের উঁচু পর্যায়ের লোকজন ওটা নিয়ে এখন কাজ করছে,' বললো মাসগ্রোভ।

'নাম বলুন তাদের।' বললো ইন্ডি।

'নিরাপত্তার খাতিরে আমি তা বলতে পারবো না।'

'সিন্দুকটা যাদুঘরে দেওয়ার কথা ছিলো এবং আপনারা তাতে রাজীও হয়েছিলেন। আর এখন সব বকওয়াজ করছেন। এ সব ক্ষেত্রে ব্রডি হচ্ছে বিশেষজ্ঞ। তাকে কেনো আপনারা আপনাদের উঁচু পর্যায়ের সঙ্গে কাজ করতে দিলেন না?'

'ইন্ডি,' বললো ব্রডি, 'বাদ দাও।'

'বাদ দেবো, কেনো?' বললো ইন্ডি, 'এর জন্য আমার প্রিয় টুপিটা হারিয়েছি আমি।'

'আপনাকে বলছি প্রফেসর জোনস,' বললো মাসগ্রোভ, 'সিন্দুকটা খুব নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে। এবং এর শক্তি — আপনি যা বর্ণনা করেছেন তা যদি মেনে নিই বিশ্লেষণ করা হবে যথাসময়ে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললো ব্রডি 'আমরা শুধু যাদুঘরের জন্য সিন্দুকটা চাই, আমরা শুধু এতোটুকু আশ্বাস চাই যে আপনাদের হেফাজতে থাকার সময় এটার কোন ক্ষতি হবে না।'

'সে আশ্বাস দিচ্ছি।' বললো ইটন, 'তবে যাদুঘরে দেওয়ার ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হবে।'

'আপনারা জানেন না,' খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললো ইন্ডি, 'আপনারা কিসের উপর বসে আছেন।'

বেরিয়ে এলো তারা মাসগ্রোভের অফিস থেকে। গ্রীষ্মের আলোয় সব কিছু ঝলমল করছে। সতেজ লাগছে।

'মনে হয় তাদের নিজস্ব কারণ আছে সিন্দুকটা রাখার,' হাঁটতে হাঁটতে বললো ব্রডি, 'যদিও ব্যাপারটা আমার জন্যে আশাভঙ্গের কারণ।'

থামলো ম্যারিয়ন। নিচু হয়ে পায়ের গোড়ালীটা চুলকে নিলো। তারপর বললো ইন্ডিকে, 'খানিকটা হাওয়া পরিবর্তনের মতো অন্য কিছু চিন্তা করো।'

'যেমন?'

'যেমন, এরকম,' বলে ম্যারিয়ন চুমো খেলো ইন্ডিকে।

'সিন্দুক নিয়ে ভাবছি না,' বললো ইন্ডি। হাসলো, 'আমিও এখন এটা নিয়ে চিন্তা করতে চাই।' চুমো খেলো সে এবার ম্যারিয়নকে।

কাঠের বাক্সে ভরা হলো সিন্দুকটি। বাক্সের গায়ে লেখা — 'টপ সিক্রেট, আর্মি ইনটিলিজেন্স, ৯৯০৬৭৫৩, খুলবেন না।' বাক্সটা ঠেলায় উঠিয়ে নিলো গুদামের লোকটি। বাক্সটার দিকে তেমন নজর দিলো না সে। এমন হাজার হাজার বাক্স আসছে এ গুদামে, সবার গায়ে এরকম ছাপ দেওয়া। তার কাজ হচ্ছে এগুলি গুদামের ভেতর গুছিয়ে রাখা। সপ্তাহে একদিন সে খাতা খুলে আবার সব মিলিয়ে নেয়। হাজার হাজার বাক্সের মাঝে, ৯৯০৬৭৫৩ নম্বর বাক্সের জন্য সে একটা জায়গা খুঁজে বের করলো, নামিয়ে রাখলো ঠেলা থেকে। তারপর কানে আঙ্গুল দিয়ে কানের ভেতরটা ঝাঁকি দিলো। দুত্তোর! ভাবলো সে, এবার দেখছি কানটাও পরীক্ষা করাতে হবে।

সে নিশ্চিত যে, বাক্সটা রাখার সময় মৃদু একটা গুঞ্জনের শব্দ শুনেছে সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG